কৃষ্ণচৈতন্য

শ্রীগৌরাঙ্গ।

"বিধিলিপি," "খুল্লনা", "ভদ্রা," "শশিকলা," "অন্নপূর্ণা,"
"বামন" প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বিরচিত।

প্রকাশক—বি, ব্যানার্জী এণ্ড কোং।
২৫নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

সন ১৩২০ সাল।

মূল্য ১৷০ মাত্র।

CALCUTTA:

PRINTED BY K. C. DATTA AT THE VICTORIA PRINTING WORKS.
203/2, CORNWALLIS STREET.

PUBLISHED BY
B. BANERJEE & Co.,
25, CORNWALLIS STREET CALCUTTA.

উৎসর্গ-পত্র।

—০ঃ০—

যিনি বঙ্গের উজ্জ্বলরত্ন, স্বদেশহিতৈষী ও মাতৃভাষানুরাগী, যিনি স্বীয় প্রতিভা-
বলে অত্যল্পকালমধ্যেই কলিকাতার হাইকোর্টের বিচারপতির আসনে
অধিষ্ঠাপিত হইয়াছেন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলর পদে
নিযুক্ত হইয়াছেন, যিনি উদারতাগুণে ইতর ভদ্র সকল
শ্রেণীরই অভিগম্য, মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ-বশতঃ
যিনি ইহার উন্নতিকল্পে বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃ-
ভাষার প্রচলন করিয়াছেন এবং এইজন্য
যিনি প্রতি বঙ্গবাসীরই হৃদয়-
মন্দিরে অধিষ্ঠিত হইয়া সকলের
শ্রদ্ধা ও সম্মানভাজন
হইয়াছেন, সেই
মহানুভব

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী কে, টি

এম এ, এফ আর এ এস; এফ, আর এস ই, মহোদয়ের

কর কমলে

শ্রদ্ধা ও ভক্তিভাজন গৌরাঙ্গ দেবের

জীবন চরিত

শ্রদ্ধা ও ভক্তির চিহ্নস্বরূপ

অর্পিত হইল।

ভূমিকা।

কোন বিস্ময়কর অমানুষী মধুর চরিত্র পাঠ করিলে পাঠকের সেই চরিত্রবান ব্যক্তির উপর ভক্তির উদ্রেক হয়। এই ভক্তি স্বতঃই মনুষ্য-হৃদয়ে উৎপন্ন হইয়া থাকে। মহাকবি কালিদাস রঘুবংশীয় রাজগণের গুণগরিমা শ্রবণপূর্ব্বক ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে সেই রঘুবংশ-বর্ণন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তিনি যে জন্য রঘুবংশ-কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা তৎকৃত রঘুবংশ নামক মহাকাব্যের প্রারম্ভেই এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন,
"তদ্গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রণোদিতঃ।"

যিনি যে বিষয় পাঠ করুন না কেন, যিনি যাহা শ্রবণ করুন না কেন, আখ্যায়িকার নায়ক নায়িকার সদ্‌গুণরাশি মনুষ্য-হৃদয়ে প্রতিঘাত হইয়া পাঠককে তৎপ্রতি পক্ষপাতী করিয়া তুলে। যাত্রায় কিম্বা থিয়েটারে রামচরিত্র অভিনীত হইতে শুনিলে দর্শক বা শ্রোতা রামের দুঃখকষ্ট শ্রবণ করিয়া অশ্রুসংবরণ করিতে সমর্থ হন না। ইহার কারণ আর কিছুই নহে; নিরীহ, সদাশয়, প্রেমপূর্ণ রামচন্দ্র গৃহে বিমাতা কৈকেয়ীর আচরণে অবস্থান করিতে না পারিয়া বনবাসী হইলেও দুর্ম্মতি রাক্ষসগণ-কর্ত্তৃক তাঁহার উৎপীড়ন শ্রবণ করিলে কাজেই তাঁহার জন্য মনুষ্য-হৃদয়ে সহানুভূতির উদয় হয়। প্রকৃত পক্ষে রামচরিত্র যেমন মনোহারী, গৌর-চরিত্র তাহার কোন অংশেই ন্যূন নহে। রামচরিত্রে যেমন সকলই মধুর, গৌরচরিত্রেও তেমনি সকলই মধুর। এই সুমনোহর চরিত্র পাঠ করিয়া গৌরাঙ্গদেবের জীবনী লিখিবার ইচ্ছা আমার মনে স্বতঃই উদিত হয়। তাহার কারণ এরূপ মহাপুরুষের জীবনচরিত অনেক থাকিলেও, সেগুলি পদ্যগ্রন্থ, ও সেগুলির ভাষা এখনকার প্রচলিত ভাষার ন্যায় নহে। সুতরাং মধুর চরিত্র হইলেও ভাষার কর্কশতাপ্রযুক্ত সকলের তাহা পড়িতে মন

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নিমাই ও কেশব কাশ্মিরী। ৩৩—৫১ পৃষ্ঠা।

নিমাইয়ের মাতাকে আশ্বাসদান ৩৩—মাতাকে স্বর্ণদান ৩৪— ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি ৩৫—নিমাই ও রঘুনাথ ৩৫—ন্যায়গ্রন্থ ও উদারতা ৩৬—টোল সংস্থাপন ৩৭—প্রথম বিবাহ ৩৮—কৌতুকপ্রিয়তা ৩৯—ঈশ্বরপুরী ও অদ্বৈত ৪০—নিমাই ও ঈশ্বর পুরী ৪১—প্রথম মূর্চ্ছা ৪২—নিমাই ও তন্তুবায় ৪৩—শ্রীধর ৪৪—শ্রীবাস ৪৫—কেশব কাশ্মিরী ৪৮—কেশবের আত্মসমর্পণ ৫১।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ ও গয়াযাত্রা। ৫২—৬০ পৃষ্ঠা।

পূর্ব্বদেশ ভ্রমণ ৫২—তপনমিশ্র ৫৩—পত্নীবিয়োগ ৫৩—টোলসংস্থাপন ৫৯—শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া ৫৪—সনাতন মিশ্র ৫৫—বিবাহ সম্বন্ধ ৫৫—দ্বিতীয়বার বিবাহ ৫৬—গয়াগমন সঙ্কল্প ও শচীর দুঃখ ৫৬—গয়াযাত্রা ৫৭—ঈশ্বর পুরী ৫৮—গয়াশিরে পিণ্ডদান ৫৮—মন্ত্রগ্রহণ ৫৯—গৃহপ্রত্যাগমন ৬০।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নিমাইয়ের কৃষ্ণপ্রেম। ৬১—৭২ পৃষ্ঠা।

নিমাইয়ের অবস্থা ৬১—বন্ধুগণের নিকট তীর্থকথা কথন ৬২—কৃষ্ণপ্রেম ৬২—শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাটী গমন ৬৩—শিষ্যগণ ৬৬—অধ্যাপনাবস্ত ৬৫—গঙ্গাদাস পণ্ডিতের উপদেশ ৬৬—কৃষ্ণমাহাত্ম্য বর্ণন ৬৭—বায়ুরোগ ৬৮—রত্নগর্ভ আচার্য্য ৬৮—অধ্যাপনায় অসমর্থতা ৬৯—ছাত্রগণকে হরিনাম কীর্ত্তন শিক্ষা ৭১।

নবম পরিচ্ছেদ।

হরিদাস। ১০৩—১১০ পৃষ্ঠা।

হরিদাসের নিমাই সকাশে আগমন ১০৩—পরিচয় ১০৪—কাজি এবং হরিদাস ১০৪—হরিদাসের দণ্ড ১০৫—হরিদাসের দেহে বিশ্বম্ভরাবেশ ১০৬—স্বাধীনতা ১০৭—পুণ্ডরীকের জন্য নিমাইয়ের উৎকণ্ঠা ১০৮—পুণ্ডরীকের নবদ্বীপে আগমন ১০৮—মুকুন্দ ও গদাধরের পুণ্ডরীক মিলন ১০৯—নিমাই ও পুণ্ডরীক ১১০।

দশম পরিচ্ছেদ।

সপ্তপ্রহর ভগবদ্ভাব। ১১১—১২৪ পৃষ্ঠা।

নিমাইয়ের শ্রীবাস পরীক্ষা ১১১—নিমাইয়ের ভগবদ্ভাব ১১২—অভিষেক ১১২—শ্রীবাসের নিকট পরিচয় দান ১১৩—গঙ্গাদাসের নিকট পরিচয় দান ১১৪—আরত্রিক ১১৪—শচী আনয়ন ১১৫—শ্রীধর ১১৭—মুরারির নিকট পরিচয় ও বরদান ১১৮—হরিদাসকে বরদান ১১৯—অদ্বৈতের নিকট পরিচয় ১২০—মুকুন্দ নিগ্রহ ১২১—মুকুন্দকে বরদান ১২৩—নিমাইয়ের ভাব সম্বরণ ১২৪।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

জগাই মাধাই উদ্ধার। ১২৫—১৩৮ পৃষ্ঠা।

নিত্যানন্দের ভাব ১২৫—শচীদেবীকর্ত্তৃক নিত্যানন্দকে সন্দেশদান ১২৬—মালিনীর নিত্যানন্দ স্তব ১২৭। নিত্যানন্দের দিগম্বরবেশ ১২৮—হরিদাস ও নিত্যানন্দের প্রতি নিমাইয়ের হরিনাম বিতরণের আদেশ ১২৮—জগাই মাধাই দর্শন ১২৯—জগাই মাধাইকে হরিনাম দান ১৩০—জগাই

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অদ্বৈতের শাস্তি। ১৫৪—১৫৯ পৃষ্ঠা।

অদ্বৈত পবনভক্ত ১৫৪—অদ্বৈতের শিষ্যগণকে যোগবাশিষ্ঠ শিক্ষাদান ১৫৫—নিমাইয়ের শান্তিপুর যাত্রা ১৫৫—সন্ন্যাসী সাক্ষাৎ ১৫৫—সন্ন্যাসীর নিকট হইতে পলায়ন ১৫৭—অদ্বৈত সকাশে গমন ১৫৭—অদ্বৈতের শাস্তি ১৫৮—নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন ১৫৯।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

মুরারির স্বপ্ন ও মৃত্যু কল্পনা। ১৬০—১৬৬ পৃষ্ঠা।

বিশ্বম্ভর ও নিত্যানন্দের মুরারি সাক্ষাৎ ১৬০—মুরারির স্বপ্ন ১৬০—মুরারির নিত্যানন্দ পরিচয় ১৬১—নিমাইয়ের ভগবদ্ভাব ও প্রকাশানন্দের প্রতি তিরস্কার ১৬১—ভগবানকে মুরারির অন্নদান ১৬২—মুরারির গরুডাবেশ ১৬২—মুরারির ভাগ্য-পর্য্যালোচনা ও মৃত্যু-কল্পনা ১৬৩—নিমাইয়ের মুরারি সকাশে আগমন ও সান্ত্বনা ১৬৪—দেবানন্দ পণ্ডিত ১৬৫—নিমাইয়ের মণ্ডপ সাক্ষাৎ ১৬৬।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সার্ঙ্গদেবের শিষ্য নির্ব্বাচন। ১৬৭—১৭৪ পৃষ্ঠা।

জনৈক সাধুপুরুষের নিমাইয়ের নৃত্য দর্শন ১৬৭—নিমাইয়ের প্রতি অভিসম্পাত ১৬৮—সার্ঙ্গদেবকে শিষ্য নির্ব্বাচনের অনুরোধ ১৬৮—সার্ঙ্গদেবের শিষ্য প্রাপ্তি ১৬৯—নিমাইয়ের শিষ্য দর্শনে গমন ১৭০—শিষ্যের আত্মপরিচয় ১৭০—নিজ বাটীতে নিমাইয়ের ভগবদাবেশ ১৭১—শচীদেবীর অপরাধ ১৭১—শচীদেবীকর্ত্তৃক অদ্বৈতের পদধূলি গ্রহণ ১৭২—কাজির নিকট কীর্ত্তনের বিরুদ্ধে অভিযোগ ১৭৩—কীর্ত্তনকারিগণকে ধরিবার আদেশ ১৭৪—কাজির দর্পচর্ণার্থে নিমাইয়ের সঙ্কল্প ১৭৪।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

কাজির দর্পচূর্ণ। ১৭৫—১৮৩ পৃষ্ঠা।

নগর কীর্ত্তনের বন্দোবস্ত ১৭৫—অদ্বৈত শ্রীবাসাদির কীর্ত্তন করিতে করিতে গমন ১৭৬—কীর্ত্তনকারিগণের কাজির বাটীর দিকে গমন ১৭৮—কীর্ত্তন শ্রবণে কাজির সন্দেহ ১৭৯—কাজিকে সংবাদদান ১৭৯—কাজির অন্দর মহলে পলায়ন ১৮০—কাজির নিমাই সাক্ষাৎ ১৮০—কীর্ত্তন দমনের কারণ ১৮১—কাজির পাপক্ষয় ১৮২—নিমাইয়ের নগর পর্য্যটন ১৮৩।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

বিরাট মূর্ত্তি। ১৮৪—১৯৩ পৃষ্ঠা।

নিমাইয়ের ভক্তির আবেশ ১৮৪—নিমাইয়ের শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি ধারণ ১৮৫—নিমাইয়ের প্রেমচর্চ্চা ১৮৬—শ্রীবাসের পুত্রের মৃত্যু ১৮৭—মৃত শ্রীবাস-পুত্রের গৌরাঙ্গের সহিত কথোপকথন ১৮৯—নিমাইয়ের রাধা-ভাব ১৯০—কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীস ১৯১—নিমাইকে প্রহার করিবার সঙ্কল্প ১৯১—নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প ১৯২—নিত্যানন্দের মত-প্রকাশ ১৯৩।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

গৃহপরিত্যাগ। ১৯৪—২০৩ পৃষ্ঠা।

নিমাইয়ের মুকুন্দ সাক্ষাৎ ১৯৪—গদাধর সাক্ষাৎ ১৯৫—সন্ন্যাস-গ্রহণের সঙ্কল্প, সকলের দুঃখপ্রকাশ ও নিমাইয়ের আশ্বাসদান ১৯৬—নিমাইয়ের নিকট শচীদেবীর বিলাপ ও নিমাইয়ের সান্ত্বনা ১৯৭—সন্ন্যাস-গ্রহণের দিন নির্ণয় ১৯৮—প্রভুর শিষ্যগণকে উপদেশ ১৯৮—শচীমাতার নিকট বিদায় প্রার্থনা ২০০—বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট বিদায় প্রার্থনা ২০১—বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রবোধ দান ২০২—নিমাইয়ের গৃহত্যাগ ২০৩।

২৪৭—ভক্তগণের মর্ম্মবেদনা ২৪৮—রাত্রিতে কীর্ত্তন ২৪৯—নীলাচল গমনের সঙ্কল্প ২৫০—ভক্তগণের অনুরোধ ২৫০—একাদশ দিবসে নীলাচল গমনের উদ্যোগ ২৫১—শচী ও ভক্তগণের ক্রন্দন ২৫২—অনুযোগ ২৫২—নিমাইয়ের প্রবোধ দান ২৫৩—প্রভুর গমন ও অদ্বৈতের অনুসরণ ২৫৪—অদ্বৈতের প্রতি নিমাইয়ের উপদেশ ২৫৪।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রভু নীলাচল পথে। ২৫৫—২৬৮ পৃষ্ঠা।

নিমাই কর্ত্তৃক ভক্ত সম্ভাষণ ২৫৫—নিমাই আঠিসারা গ্রামে উপনীত ২৫৬—অম্বুলিঙ্গ ঘাটে স্নান ও প্রেমধারা ২৫৭—রামচন্দ্র খান ২৫৭—নিমাইকে উড়িষ্যা প্রেরণে রামচন্দ্র খানের প্রতি আদেশ ২৫৮—নৌকা যাত্রা ২৫৯—প্রয়াগ ঘাটে স্নান ও প্রভুর ভিক্ষা ২৬১—নিমাই ও পাটনী ২৬১—নিমাইয়ের রজক সম্ভাষণ ২৬৩—রজকের হরিনাম গ্রহণ ও নৃত্য ২৬৪—সঙ্গিগণ সহ নিমাইয়ের গমনে অস্বীকার ২৬৪—একাকী জলেশ্বরে শিবদর্শন ২৬৫—মাধবেন্দ্র পুরী ও গোপীনাথের ক্ষীরভোগ ২৬৬—কটকে মহানদীতে স্নান ও সাক্ষী গোপাল দর্শন ২৬৭—নিত্যানন্দ কর্ত্তৃক নিমাইয়ের দণ্ডভঙ্গ ২৬৮।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রভুর নীলাচলচন্দ্র দর্শন। ২৬৯—২৭৭ পৃষ্ঠা।

মন্দিরের চূড়া দর্শন ২৬৯—আঠারনালায় নিমাই ২৭০—দণ্ডের অনুসন্ধান ও নিত্যানন্দ ভর্ৎসন ২৭১—প্রভুর একাকী পুরী প্রবেশ ২৭১—ভক্তগণের প্রভু অন্বেষণ ২৭২—শ্রীমন্দিরে ঠাকুর দর্শনে ও স্পর্শনে নিমাইয়ের অচেতনাবস্থা ২৭২—বাসুদেব সার্ব্বভৌম ২৭৩—নিমাইকে বাসুদেব

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রামানন্দ রায়। ২৯৭—৩০৫ পৃষ্ঠা।

প্রভুর কীর্ত্তন করিতে করিতে গমন ২৯৭—রাখাল বালকগণের হরি-নাম-গ্রহণ ২৯৮—কূর্ম্মস্থানে প্রভু ২৯৯—কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত বাসুদেব ২৯৯—ভক্তের কাতরাহ্বানে প্রভুর গতিভঙ্গ ৩১০—বাসুদেবের ব্যাধিমুক্তি ৩১০—নৃসিংহ স্থানে গোদাবরী স্নান ৩০১—রামানন্দ রায় ৩০১—প্রভু ও রামানন্দ রায় ৩০২—প্রভুর নিমন্ত্রণ ৩০৩—রামানন্দ সহ কৃষ্ণকথা ৩০৩—রামানন্দের ধ্যানে প্রভু দর্শন ৩০৪।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দক্ষিণ ভ্রমণ। ৩০৬—৩২৪ পৃষ্ঠা।

গৌতম গঙ্গায় স্নান ৩০৬—মল্লিকার্জ্জুন, সিদ্ধবট ও স্কন্দক্ষেত্রে গমন ৩০৬—তার্কিক মায়াবাদী ব্রাহ্মণ উদ্ধার ৩০৭—ত্রিপদী বিষ্ণুকাঞ্চী ও কাবেরী গমন ৩০৭—ভট্টনামক বিপ্র উদ্ধার ৩০৭—পরমানন্দ পুরীর সাক্ষাৎ, কন্যাকুমারী গমন এবং ত্রিবঙ্কুরের রাজা উদ্ধার ৩০৭—রামগিরি পর্ব্বত, মৎস্য তীর্থ, নাগপঞ্চনদী, চিতোল ও তুঙ্গভদ্রা গমন ৩০৭—অগস্ত্য কুণ্ডে স্নান ৩০৮—সহ্য ও মলয়াচল ও পুনা আগমন ৩০৮—অচ্ছোদ সরোবরে ঝম্প প্রদান এবং লোকগণকর্ত্তৃক প্রভুকে উত্তোলন ৩০৮—নরোজী ডাকাইৎ উদ্ধার ৩০৮—নাসিক ও পঞ্চবটী দর্শন ৩০৮—তাপ্তি ও নর্ম্মদা-স্নান এবং বরোদায় গমন ৩০৮—বরোদার রাজা উদ্ধার ৩০৮—সোমনাথ ও দ্বারকা গমন ৩০৮—কুক্ষি ও মন্দুরা ভ্রমণানন্তর দেওঘরে আসিয়া নারায়ণ নামক কুষ্ঠির উদ্ধার ৩০৯—রায়পুর হইয়া বিদ্যানগরে পুনঃ প্রবেশ ও রামানন্দ সহ সাক্ষাৎ ৩০৯—সম্বলপুর, ভ্রমরা ও দাসপাল উদ্ধার ৩০৯—আলালনাথে পুনঃ প্রবেশ ৩০৯—প্রভুর অবিদ্যমানে ভক্তগণের অবস্থা

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পুরীতে রথযাত্রা ও প্রতাপরুদ্রের উদ্ধার। ৩৩৫—৩৪৫ পৃষ্ঠা।

রথযাত্রা ও সুবর্ণ সম্মার্জ্জনী হস্তে রাজার পথ পরিষ্কার ৩৩৫—রথযাত্রা-কালে প্রভুই সকলের একমাত্র লক্ষ্য ৩৩৬—প্রভুর নৃত্য ৩৩৭—রাজ-অমাত্য হরিচন্দন শ্রীবাসকে প্রহারোদ্যত ৩৩৮—প্রভুর মূর্চ্ছা ও রাজা-কর্তৃক সেবা ৩৩৮—বিষয়িস্পর্শে মূর্চ্ছার অপগম ৩৩৯—প্রভুকর্ত্তৃক মাল্য ঘুরাইয়া রথস্থ শ্রীকৃষ্ণ গলে নিক্ষেপ ৩৪০—প্রভুর পুনরায় মূর্চ্ছা ও রাজা-কর্ত্তৃক পদসেবা ৩৪০—রাজার উদ্ধার ৩৪১—রথের গতিরোধ ৩৪২—গৌরাঙ্গের রথচালনা ৩৪৩—নীলাচল ভক্তগণের বিদায় ও প্রভুর মাতৃ-স্মরণে ক্রন্দন ৩৪৪—শ্রীবাসের হস্তে মাতৃ-সন্নিধানে বহুমূল্য সাটী প্রেরণ ৩৪৫।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নিত্যানন্দের গৌড় গমন। ৩৪৬—৩৫৬ পৃষ্ঠা।

নিত্যানন্দের প্রতি জীবোদ্ধারের আদেশ ৩৪৬—নিতাই সমভিব্যাহারে শক্তিসম্পন্ন ভক্ত প্রেরণ ৩৪৭—নিতাইয়ের ধর্ম্মপ্রচার ৩৪৮—নিতাইয়ের শচীদেবীর নিকট আগমন ৩৪৮—নিমাইয়ের গদাধরের নিকট ভাগবত-শ্রবণ ৩৪৯—সার্ব্বভৌমের নিমাই নিমন্ত্রণ ৩৪৯—সার্ব্বভৌমের জামাতা অমোঘ ৩৫০—অমোঘের পীড়া ৩৫১—গৌরাঙ্গ ও অমোঘ ৩৫২—গৌরাঙ্গ ও সার্ব্বভৌম ৩৫৩—প্রভুর দ্বিতীয় অলৌকিক কার্য্য ৩৫৩—স্বরূপ দামোদর, রামানন্দ রায়, শিখি মাহাতি, মাধবী দাসী ৩৫৪—শিখি মাহাতির স্বপ্ন ৩৫৫—শিখি মাহাতির গৌরাঙ্গ প্রাপ্তি ৩৫৬।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রকাশানন্দের উদ্ধার। ৪১৯—৪৩১ পৃষ্ঠা।

সনাতনের আগমন ও প্রভুমিলন ৪১৯—প্রভুকর্ত্তৃক সনাতনের শিক্ষা ৪২০—প্রকাশানন্দ কর্ত্তৃক প্রভুনিন্দা ৪২০—মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের প্রভু-নিমন্ত্রণ ৪২১—প্রভুর সন্ন্যাসিমণ্ডলী মধ্যে গমন ৪২২—প্রকাশানন্দের গৌরাঙ্গ-আবাহন ৪২২—প্রভু ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য অনুমোদন করেন কেন এই প্রশ্নের উত্তরদান ৪২৩—প্রভু বেদান্ত পাঠ করেন না কেন এই প্রশ্নের উত্তর দান ৪২৪—প্রকাশানন্দের দোষস্বীকার ৪২৫—প্রভু-দর্শনে সন্ন্যাসীর আগমন ৪২৬—প্রভুর নৃত্য ও প্রেমতরঙ্গ ৪২৬—প্রকাশানন্দের নৃত্যদর্শন ৪২৭—প্রকাশানন্দের অবস্থা ৪২৭—প্রকাশানন্দের পরিবর্ত্তন ৪২৮—প্রকাশানন্দের গৌরাঙ্গে আত্মসমর্পণ ৪২৯—প্রকাশানন্দ প্রবোধানন্দ ৪২৯—প্রভুর বনপথে নীলাচল-গমন ৪৩০—নীলাচলে প্রভুর ভক্তমিলন ৪৩১।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

সনাতনের রোগমুক্তি। ৪৩২—৪৪০ পৃষ্ঠা।

অনুপমের কৃষ্ণপ্রাপ্তি ও রূপের নীলাচল-গমন ৪৩২—সনাতনের নীলাচল যাত্রা ৪৩২—সনাতনের কুষ্ঠব্যাধি ৪৩৩—প্রভু ও সনাতন ৪৩৩—সনাতনের প্রাণত্যাগে সঙ্কল্প ৪৩৪—প্রভুকর্ত্তৃক সনাতন-ভৎসনা ৪৩৪—সনাতনের প্রতিজ্ঞা ৪৩৫—নীলাচলে ভক্তসহ সনাতনের পরিচয় ৪৩৫—কুষ্ঠগ্রস্ত সনাতনকে প্রভুর আলিঙ্গন ও সনাতনের বিষাদ ৪৩৬—সনাতনের ক্ষোভের কারণ ৪৩৬—জগদানন্দের পরামর্শ দান ৪৩৭—প্রভুর জগদানন্দ ভৎসন ৪৩৮—প্রভুকর্ত্তৃক সনাতনের প্রবোধ-দান ৪৩৮—হরিদাসের প্রভুর প্রতি দোষারোপ ৪৩৯—সনাতনের রোগমুক্তি ৪৩৯।

উৎসব ৪৬৩—গোপীনাথ ৪৬৩—গোপীনাথ চান্সে ৪৬৪—প্রভুকে ভক্তগণের অনুরোধ ৪৬৪—হরিচন্দনের রাজসকাশে গোপীনাথসম্বন্ধে নিবেদন ৪৬৫—রাজা ও কাশীমিশ্র ৪৬৭—প্রভুর নিমিত্ত জগদানন্দের চন্দনাদি তৈল-আনয়ন ৪৬৬—তৈল-ব্যবহারে প্রার্থনা ৪৬৮—জগদানন্দের অভিমান ৪৬৮—অভিমান ভঙ্গ ৪৬৯—জগদানন্দের বৃন্দাবনদর্শনে অনুমতি-লাভ ৪৬৯—জগদানন্দ বৃন্দাবনে ৪৭০।

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রভুর অদ্বৈত গৃহে ভিক্ষা, নকুল ব্রহ্মচারী। ৪৭১—৪৭৭ পৃষ্ঠা।

বাউল বিশ্বাস ৪৭১—বাউলের দণ্ড ৪৭২—অদ্বৈতের প্রভুনিমন্ত্রণ ৪৭২—অদ্বৈতবাটী প্রভুর ভোজন ৪৭৩—অদ্বৈতের ইন্দ্র প্রশংসা ৪৭৪—নকুল ব্রহ্মচারী ৪৭৫—প্রভুর শয্যা ৪৭৬—জগদানন্দের শচীসম্ভাষণ ৪৭৬—গোবিন্দের প্রভুরক্ষণ ৪৭৭।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রভুর লীলাসংবরণ। ৪৭৮—৪৮৮ পৃষ্ঠা।

প্রভুর একাগ্রতা ৪৭৮—প্রকোষ্ঠ হইতে প্রভুর অন্তর্ধান ৪৭৯—প্রভুর পুনঃ অদর্শন ৪৮০—সমুদ্রস্নান ও চটক পর্ব্বত দর্শনে গোবর্দ্ধন ভ্রম ৪৮২—ব্রাহ্মণগণের প্রভুকে ভিক্ষা দিবার অভিলাষ ও প্রভুর উত্তর ৪৮৩—প্রভু ও কেশব ভারতী ৪৮৩—প্রভুর কৃষ্ণান্বেষণ অভিনয় ৪৮৪—প্রভুর সমুদ্রে ঝম্প প্রদান ৪৮৫—স্বরূপ ও ধীবর ৪৮৫—অদ্বৈতের তর্জ্জা ৪৮৬—তর্জ্জা ব্যাখ্যা ৪৮৭—প্রভুর অপ্রকট ৪৮৮।

জগন্নাথ মিশ্র বনিতার নিকট মাতার স্বপ্নবৃত্তান্ত অবগত হইয়া, এই পুত্র বিশ্বকে ভরণ করিবে জ্ঞানে ইঁহার নাম বিশ্বম্ভর রাখিয়াছিলেন; এবং পরে যখন সংসার ত্যাগ করিয়া নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তখন তিনি কৃষ্ণচৈতন্য নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মনুষ্যশিশু সচরাচর গর্ভসঞ্চার হইতে দশম মাসে ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে, কিন্তু গৌরচন্দ্র শচীদেবীর জঠরে ত্রয়োদশ মাস অবস্থান করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। সদ্যোজাত পুত্র স্বাভাবিক যত বড় হইয়া থাকে, গৌর তদপেক্ষা বৃহতায়তন হইয়াছিলেন। গণেশজননী গণদেবকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া যেরূপ শোভা বিস্তার করিয়াছিলেন, শচীদেবীও নিমাইকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া সূতিকাগারে তদ্রূপ শোভা বিস্তার করিলেন। শচীদেবীর পুত্রসন্তান হইয়াছে অবগত হইয়া, দলে দলে প্রতিবেশী রমণীগণ দেখিতে আসিলেন। সকলেই শচীদেবীর এই অকলঙ্ক চন্দ্র দর্শন করিয়া প্রীতিলাভ করিলেন। নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের বন্ধুস্থানীয় যাবতীয় পুরুষ, এই শুভসংবাদে, তাঁহাকে আপ্যায়িত করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। এই সকল বন্ধুজনমধ্যে অদ্বৈত আচার্য্য নামে একব্যক্তি আগমন করিয়াছিলেন। ইনি পরম ধার্ম্মিক, পণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান্ ছিলেন। জীব সর্ব্বদাই অসৎ-পথবর্ত্তী হইতেছে দেখিয়া ইনি বড় তাপিত হইতেন। এইজন্য ইনি নারায়ণকে অবতাররূপে ধরাধামে আনয়ন করিবার জন্য একান্ত মনে স্বগৃহস্থ শালগ্রামে তুলসীচন্দন অর্পণ করিতেন ও সর্ব্বদাই তাঁহার চিন্তায় ও তাঁহার নাম জপে নিযুক্ত থাকিতেন। শচীদেবীর গর্ভের সঞ্চার হইলেই এই সাধু পুরুষের হৃদয়মন্দিরে কে যেন সংবাদ আনিল যে, শচীদেবীর জঠরে তোমার অভীপ্সিতদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এজন্য তিনি একদা জগন্নাথের বাটী আগমনপূর্ব্বক শচীদেবীর গর্ভবন্দনা করিয়াছিলেন। অদ্য হৃষীকেশের জন্ম হইবে, তিনি পূর্ব্ব হইতেই পরিজ্ঞাত হইয়া, স্বীয় বাসস্থান শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপের বাটীতে

আগমন করিয়াছেন ; এবং তাঁহার জন্মগ্রহণের অব্যবহিত পরেই পরমবন্ধু জগন্নাথ মিশ্রের বাটী উপনীত হইলেন। পুত্রজন্মহেতু সকলেই আনন্দে বিভোর ; এদিকে শচীদেবী "পুত্র স্তন্য পান করেনা" বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। গৌরচন্দ্রকে ক্রোড়ে লইয়া শচীদেবী নয়নের জলে ভাসিয়া যাইতেছেন ও বলিতেছেন "সাত কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়া সকলেই পলাইল, বহুকষ্টে এমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পুত্র পাইয়াছিলাম, কিন্তু বিধির কি বিড়ম্বনা, শিশু স্তন্যপানে বিমুখ। সদ্যোজাত পুত্র স্তন্যপান না করিলে কি প্রকারে জীবিত থাকিবে ? এই পুত্র যদি স্তন্যপানপরাঙ্মুখ হইয়া জীবনত্যাগ করে, তবে আমিও সুরধুনী-সলিলে জীবনবিসর্জ্জন করিব।"

এই সংবাদ অচিরে সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইল। জগন্নাথের প্রতিবেশিনী গৃহিণীগণ শচী দেবীর দুঃখে দুঃখিতা হইয়া সত্বর তথায় উপস্থিত হইলেন। পুত্রকে স্তন্যপানবিমুখ দেখিয়া সকলেই দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে জনৈক প্রৌঢ়া গৃহিণী শচীদেবীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "ভয় নাই, বালকের প্রতি ষষ্ঠী দেবীর অনুগ্রহ হইয়াছে, তুমি ইহাকে বৃক্ষোপরি স্থাপিত কর, তাহা হইলে ইহার ক্রন্দন ক্ষান্ত হইবে।" গৃহিণীবাক্যে প্রবোধিতা শচীমাতা বালককে তরুর উপরে রক্ষা করিয়া, একান্ত কাতর-হৃদয়ে নিম্ববৃক্ষমূলে সূতিকাগৃহে ক্রন্দন করিতেছেন, ইত্যবসরে অদ্বৈত আচার্য্য তাঁহার নিকট সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। শোকাভিভূতা শচীদেবী অদ্বৈত আচার্য্যের উত্তরে কহিলেন "বড় ভাগ্যে আমি কোটিচন্দ্রপ্রভবদন সুকুমার পুত্র ক্রোড়ে পাইলাম, কিন্তু হতভাগিনীর ভাগ্যদোষে পুত্রটী ভূমিষ্ঠ অবধি স্তন্যপান করিতেছে না। প্রতিবেশিনী গৃহিণীগণের পরামর্শে তাহাকে ঐ নিম্ববৃক্ষে রক্ষা করিয়াছি।" পরম কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবাগ্রগণ্য অদ্বৈত আচার্য্য সংযোজিতকরযুগলে বালকসকাশে গমনপূর্ব্বক কহিলেন "প্রভো! ভূমিষ্ঠ হইয়াই আপনি জননীকে দুঃখপাথারে ভাসাইতেছেন,

আপনাকে ভাগ্যবতী জ্ঞান করিলেন। শিশু নিমাই অতীব চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, একারণ শচীদেবীও বিব্রত হইয়া পড়িলেন। বিশেষ একদিবস নিমাই প্রাঙ্গনে একটী সর্প দেখিয়া তাহাকে ধরিলেন। শচীমাতা একান্ত ভীতা হইয়া গরুড় স্মরণপূর্ব্বক বালককে সর্প ছাড়িয়া দিতে কহিলেন। কিন্তু কাহায়ও এমন সাহস হইল না যে নিকটে গমনপূর্ব্বক বালককে অন্তরিত করেন। যতই মাতা ও অন্যান্য সকলে সর্প পরিত্যাগ করিবার অনুনয় করিতেছেন, ততই নিমাই সর্পের উপর গড়াগড়ি দিয়া হাস্য করিতেছেন। সকলের ক্রন্দন শ্রবণ করিয়া অনন্তদেব তথা হইতে অপসৃত হইলে, সকলে নিমাইকে ক্রোড়ে তুলিয়া চুম্বন করিলেন।

যখন সেই সুন্দরমূর্ত্তি, হসিতাধর বালক যুগলচরণে ভর দিয়া হাঁটিতে শিখিলেন, তখন জগন্নাথ, শচীদেবী ও বিশ্বরূপ সকলেই শঙ্কান্বিত হইলেন, পাছে বালক কোন অপরিচিত স্থানে গমন করেন। একদা স্বর্ণাভরণভূষিত বালক রাজবর্ত্মে উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময়ে তাহাকে সহায়হীন অবলোকনপূর্ব্বক মেঘমালী নামক জনৈক তস্কর শিশুর দেহশোভন স্বর্ণালঙ্কারের লোভে তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক পলায়ন করিল। শচীদেবী গৌরাঙ্গহারা হইয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন, অন্যান্য সকলে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া সকলেই চিন্তার্ণবে নিমগ্ন হইলেন ; এমন সময়ে নিমাই দ্রুতপদে আগমনপূর্ব্বক পিতৃক্রোড়দেশে আরোহণ করিলেন। 'কোথায় গমন করিয়াছিলে' জিজ্ঞাসা করিলে নিমাই কহিল "একজন লোক আমাকে লইয়া গিয়াছিল এবং সেই পুনরায় রাখিয়া গেল।" প্রকৃত কথা, মেঘমালী দস্যু, নৃশংস ও নরহন্তা হইলেও এই সুন্দর শিশুর অঙ্গস্পর্শে তৎপ্রতি তাহার স্নেহ-উৎস উথলিয়া উঠিল। তাঁহাকে হনন করা দূরে থাকুক, তাঁহাকে গৃহসন্নিধানে নামাইয়া দিল, এবং আপনাকে চিরপাপাসক্ত জ্ঞানে তাহার হৃদয়ে অনুতাপ ও বৈরাগ্যের

এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া পাড়ার গৃহিণীগণ একবাক্যে শচীদেবীকে ষষ্ঠীদেবীর পূজা করিতে পরামর্শ দিলেন। শচীও তাঁহাদের পরামর্শানুসারে ষষ্ঠীদেবীর পূজায় কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু নিমাই অবগত হইলে পূজার সমস্ত দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিবে, এজন্য অতি গোপনে দ্রব্যাদি আনয়ন করিয়া একখানি নৈবেদ্য প্রস্তুত করিলেন এবং উহা অঞ্চলাবৃত করিয়া ষষ্ঠীদেবীর নিকট গমন করিতে লাগিলেন। গৃহ হইতে বহুদূর গমন করিলে শচীমাতা ভাবিতেছেন, নিমাই শুভাদৃষ্টবশতই এবার জানিতে পারে নাই, এজন্য হর্ষভরে তিনি দ্রুতপদে গমন করিতেছেন, ইতিমধ্যে সম্মুখ হইতে নিমাই আসিয়া মাতার গতিরোধ করিয়া, কহিলেন "মা! অঞ্চলাবৃত ও কি খাদ্যদ্রব্য লইয়া যাইতেছ? আমাকে দেও, আমি উহা খাইব।" মাতা জিভ কাটিয়া নিমাইকে কত বুঝাইলেন। নিমাই সে সমুদয় কথায় কর্ণপাত না করিয়া মাতার নিকট হইতে নৈবেদ্য লইয়া ভক্ষণ করিতে করিতে কহিলেন "আমি খাইলেই ষষ্ঠীদেবী তুষ্টা হইবেন, তোমাকে কতবার বলিয়াছি, তুমি ত বুঝিবে না।" শচীদেবী সহচরী রমণীগণকে কহিলেন "আমার পাগল পুত্রের পাগলামী শুনিলে ত?" অনন্তর তিনি ষষ্ঠীদেবীর নিকট গমনপূর্ব্বক নিমাইয়ের মঙ্গলার্থে প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু নিমাইয়ের পীড়ার তাহাতে উপশম হইল না। তাহার স্বভাব যেরূপ সেইরূপই রহিল। কিন্তু তাঁহার এমনিই মোহিনীমূর্ত্তি ও এমনিই এক অমায়িক ভাব ছিল যে, প্রতিবেশী গৃহস্থগণ কখন তাঁহার উপর বিরক্ত হইত না। সকলেই তাঁহাকে দেখিলে খই, কলা, সন্দেশ প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য, যাহার যেরূপ থাকিত, তাঁহাকে দিয়া তুষ্ট করিত। কখন কখন নিমাই কাহারও বাড়ী কিছু না পাইলে তাহাদের ভাণ্ড ভাজনাদি যাহা পাইতেন ভাঙ্গিয়া দিতেন। নিমাইকে ধৃত করণও বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। তিনি এইরূপ অনিষ্টসাধনপূর্ব্বক প্রায়ই পলায়ন করিতেন। যদি কখন কাহারও নিকট ধরা পড়িতেন, তখন তাহার নিকট ক্ষমা

প্রার্থনা করিতেন এবং আর কখনও এরূপ কার্য্য করিবেন না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতেন।

দৈবযোগে এক দিবস একটী ব্রাহ্মণ জগন্নাথের গৃহে অতিথি হইলেন। তিনি অতীব সুকৃতিসম্পন্ন, শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশে তীর্থ পর্য্যটন করিয়া ভ্রমণ করেন। তাঁহার কণ্ঠভূষণ বালগোপাল শালগ্রাম। এই বালগোপালের নৈবেদ্য ব্যতিরেকে তিনি আর কোন দ্রব্যই আহার করিতেন না। মুখে অনবরত কৃষ্ণ নাম গ্রহণ করেন। তদীয় তেজঃ প্রভাব অবলোকন পূর্ব্বক জগন্নাথ তাঁহাকে সম্ভ্রমে প্রণাম করিলেন। অনন্তর স্বহস্তে তাঁহার পদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক বসিবার আসন দিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসিলেন। বিপ্রবর কহিলেন "আমি উদাসীন, দেশ দেশান্তরে পর্য্যটন করিয়া বেড়াই।" জগন্নাথ পুনরায় প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন "আপনি মহানুভব, জগতের ভাগ্যেই আপনার পর্য্যটন। এক্ষণে অনুমতি দান করিলে আপনার রন্ধনের আয়োজন করি।

দ্বিজবরের সম্মতি পাইয়া জগন্নাথ রন্ধন সজ্জা করিয়া দিলে, বিপ্র পরমসন্তোষসহকারে রন্ধন করিলেন। অনন্তর অন্নব্যঞ্জনাদি একত্র লইয়া শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিতেছেন, ইত্যবসরে শচীনন্দন গৌরসুন্দর ধূলাময়সর্ব্বাঙ্গে তথায় আগমনপূর্ব্বক বিপ্রের অন্ন হইতে এক গ্রাস ভক্ষণ করিলেন। চঞ্চল বালককে অন্ন ভক্ষণ করিতে দর্শন করিয়া দ্বিজপ্রবর "হায় হায়" করিয়া উঠিলেন। সেই রবে আকৃষ্ট হইয়া জগন্নাথ মিশ্র তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, গৌরসুন্দর অন্নভক্ষণ করিয়া আনন্দে হাস্য করিতেছেন। জগন্নাথ পুত্রের ঈদৃশ ব্যবহারে ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া বালককে আঘাত করিতে উদ্যত হইলেন। অমনি বিপ্রবর তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক কহিলেন "অজ্ঞান বালককে আঘাত করিয়া কোন ফলোদয় হইবে না।" ব্রাহ্মণ শপথ দিয়া তাঁহাকে নিষেধ করিলে, জগন্নাথ মস্তকধারণপূর্ব্বক

তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে তিনি যাঁহার যাঁহার ক্রোড়ে গমন করিলেন, সকলেই পরমানন্দে নিমগ্ন হইলেন।

এদিকে জগন্নাথগৃহে ব্রাহ্মণ রন্ধনকার্য্য পুনরায় সম্পন্ন করিয়া সেই অন্ন শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করিতে বসিলেন। অন্তর্যামী গৌরচন্দ্র তৎক্ষণাৎ অলক্ষিত ভাবে তথা হইতে পলায়নপূর্ব্বক নিজ গৃহে ব্রাহ্মণসমীপে উপনীত হইয়া হাস্য করিতে করিতে সেই অন্ন এক মুষ্টি গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করিলেন। এবার গৌরচন্দ্র তথা হইতে পলায়ন করিলেন। ব্রাহ্মণের "হায় হায়" শব্দে জগন্নাথ ব্যাপার অনুধাবনপূর্ব্বক বালককে শাস্তি দিবার জন্য তাহার অনুসরণ করিলেন। বালক দৌড়িয়া পলায়ন করিল। অনন্তর সকলেই জগন্নাথকে ধরিয়া প্রবোধদান পূর্ব্বক কহিলেন "অবোধ ব্যক্তিরাই অবোধ বালকের শাস্তি বিধান করেন। তোমার পুত্র চঞ্চলমতি, তাহাকে প্রহার করিলে তাহার জ্ঞানোদয় হইবার সম্ভাবনা নাই।" তখন সেই তৈর্থিক ব্রাহ্মণ জগন্নাথের হস্ত ধারণপূর্ব্বক কহিলেন "ইহাতে বালকের কোন দোষ নাই। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অদ্য আমাকে অন্ন ভোজন করাইবেন না, এজন্য বালকের ঈদৃশী মতি হইয়াছে, নতুবা ক্রীড়াপর বালক বার বার কেন এরূপ কার্য্য করিবে?"

ব্রাহ্মণজন্য তাপিতহৃদয় জগন্নাথ অবনতমস্তকে বসিয়া আছেন। এমন সময়ে বিশ্বরূপ তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। তদীয় স্কন্ধারোপিত দুগ্ধফেননিভ শুভ্র যজ্ঞোপবীত, নিরুপম অঙ্গলাবণ্য, ব্রহ্মতেজঃসমন্বিত দিব্যজ্যোতির্ব্বিশিষ্ট কলেবর অবলোকন করিয়া তৈর্থিক ব্রাহ্মণ তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসিলেন। তিনিও জগন্নাথ মিশ্রের তনয়, এই পরিচয় পাইয়া সন্তোষসহকারে বিপ্র তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন "ধন্য মাতা পিতা যার এ হেন নন্দন!" তখন বিশ্বরূপ বিপ্রকে নমস্কার

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিশ্বরূপের সন্ন্যাস ও পিতৃবিয়োগ।

নিমাইয়ের এক্ষণে হাতেখড়ি হইয়া গিয়াছে। তিনি এক্ষণে পাঠশালে পড়িতে গমন করেন। কিন্তু নিমাইয়ের লেখা পড়ায় মনোযোগ নাই। মধ্যাহ্নকালে পাঠশালার ছুটী হইলে সমপাঠিগণসঙ্গে গোরাচাঁদ সুরধুনীজলে পতিত হন। জলক্রীড়া করিতে তিনি অপার আনন্দপ্রাপ্ত হইতেন। মধ্যাহ্নকালে ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ও নানাজাতীয় নরনারী স্নানার্থে আগমন করিতেন। কেহ বা স্নান করিতেছেন, কেহ স্নানান্তে সন্ধ্যাহ্নিক কার্য্যে রত, কোন রমণী কলসপূর্ণ করিয়া জল লইতেছেন এইরূপে বহু লোক বহুবিধ কার্য্যনিরত আছেন। নিমাইয়ের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। ক্রীড়া-সহচরগণ-সঙ্গে সন্তরণকালে পদবিক্ষেপোৎক্ষিপ্ত বারিবিন্দু তাহাদিগের গাত্রে অভিসেচন করিতেন। জলমধ্যে নিমগ্ন-অবস্থায় কাহারও বা পদাকর্ষণ করিতেন, কাহারও অঙ্গে কুল্লোল প্রদান করিতেন। নিমাইকে ধরিবার কাহারও ক্ষমতা ছিল না। নিমাইয়ের এতাদৃশ অত্যাচারে কোপপরতন্ত্র হইয়া তখন কেহ কেহ তাঁহার জনকের নিকট এই সংবাদ প্রদান করিতেন। মিশ্রবর তর্জ্জনগর্জ্জনপূর্ব্বক নিমাইয়ের অনুসন্ধানে আগমন করিতেছেন শুনিয়াই নিমাই জলক্রীড়ায় ভঙ্গ দিয়া

তাঁহার বাস, এজন্য জগন্নাথের সহিত তাহার বিলক্ষণ সৌহৃদ্য ছিল। ইনি সুপণ্ডিত, সুচরিত্রবান ও দয়াগুণবিশিষ্ট। চিকিৎসা ব্যবসায়েও ইঁহার বিলক্ষণ খ্যাতি ছিল। ইনি হস্ত, পদ, মস্তক প্রভৃতি নাড়িয়া অঙ্গভঙ্গিসহ বয়স্যগণকে যোগবাশিষ্ঠের কোন অংশ বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এমন সময়ে গৌরচন্দ্র ক্রীড়া পরিহার পূর্ব্বক তদীয় অঙ্গভঙ্গি অনুকরণ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। গৌরাঙ্গের বয়স্যগণ তদ্দৃষ্টে অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। মুরারি গুপ্ত এই প্রকারে পুনঃপুনঃ ব্যবহৃত হইয়া ক্রোধান্ধ হইলেন ও ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন "জগন্নাথের গৃহে অকালকুষ্মাণ্ডের জন্ম হইয়াছে, পিতার আদরে পুত্রটী একেবারে দুরাচারী হইয়া উঠিয়াছে।" তখন অবিকলচিত্ত নির্ভীকহৃদয় গৌরসুন্দর কহিলেন "এখন তুমি গমন কর, ভোজনের সময় আমি তোমাকে শিক্ষা দিব।"

বেলা দ্বিপ্রহর হইয়া গিয়াছে। মুরারি গুপ্ত গৃহে স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া ভোজনে উপবিষ্ট হইয়াছেন, এমন সময়ে বহির্ব্বাটীতে কে যেন "মুরারি" বলিয়া আহ্বান করিল। স্বর শ্রবণ করিয়া মুরারি বিশ্বম্ভরের আগমন হইয়াছে বুঝিতে পারিলেন। তিনি উত্তর না দিতে দিতেই বিশ্বম্ভর তাঁহার ভোজনস্থানে উপনীত হইলেন। মুরারির তখন অর্দ্ধ-ভোজন হইয়াছে, এমন সময়ে নিমাই তাঁহার থালা ভরিয়া প্রস্রাব করি-লেন! মুরারি ক্রোধাতিশয্য বশতঃ কিছু না বলিয়া আহার ত্যাগ করিয়া উত্থিত হইলেন। তখন গৌরাঙ্গ তাঁহাকে আরক্তলোচনে কহিলেন "হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! তুমি হস্তপদাদি সঞ্চালন পূর্ব্বক বাগ্মিতা পরিহার কর, এবং জীব ও ভগবান্ এক বস্তু নহে, এই শিক্ষা গ্রহণ কর। যে ব্যক্তি জীব ও ভগবানে বিভিন্ন জ্ঞান না করে, আমি তাহার অন্নে প্রস্রাব করি।" নিমাই এই বাক্য বলিয়াই দ্রুত প্রস্থান করিলেন। মুরারিগুপ্ত কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে তথায় দণ্ডায়মান থাকিয়া দেখিলেন নিজের সর্ব্বাঙ্গ

পুলকে পূর্ণ হইয়াছে, হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দোদ্রেক হইয়াছে, তখন মুরারি জগন্নাথ মিশ্রের বাটী আগমন পূর্ব্বক সম্মুখে গৌরাঙ্গের দর্শন-লাভ করিয়া সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। লজ্জানম্রমুখে বালক নিমাই মাতার অঞ্চলে মুখ লুক্কায়িত করিলেন। জগন্নাথ মুরারিকে ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন "তোমার কিরূপ ব্যবহার? তুমি বালককে প্রণাম করিয়া কেন তাহার অকল্যাণ কর?" মুরারিগুপ্ত তচ্ছ্রবণে কহিলেন "আর কিছু দিবস অতীত হইলে তোমার পুত্র কেমন বালক, তাহা বুঝিতে পারিবে। এখনও কি তুমি হৃদয়ঙ্গম কর নাই যে তোমার গৃহে এ কি ধন জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে?" বাস্তবিক নিমাই বালক হইলেও যাহার প্রতি করুণাকটাক্ষপাত করিতেন তাহার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইত এবং যাহার প্রতি কর্কশ আচরণ করিতেন তাহারই প্রতি তাঁহার করুণাকটাক্ষ পতিত হইত। যে মুরারি গুপ্ত মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে এই বালকের অসদাচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে যথোচিত ভৎর্সনা করিয়াছিল, সেই এক্ষণে তাঁহার পদানত দাস বলিয়া পরিচয় দানে গর্ব্বিত হইয়াছে। বালকের এই গুণ ছিল বলিয়াই রাস্তার লোক ক্রীড়াপরায়ণ বালকের ক্রীড়া কৌশল ও হাব ভাব দেখিয়া বিস্ময়োৎফুল্লহৃদয়ে স্বকার্য্য পরিহারপূর্ব্বক তন্ময় হইয়া বালককেই নিরীক্ষণ করিত।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে একদা নিমাই বয়স্যগণসহ পথিপার্শ্বে ক্রীড়ারঙ্গে হরিনাম কীর্ত্তনে নিযুক্ত হইয়াছেন। বালককে বেষ্টন করিয়া বয়স্যনিকর করতালিধ্বনি সহ জয় জয় রব করিতেছে, মধ্যস্থলে গৌরহরি হরিনামে বিভোর হইয়া কখন ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেছেন, কখন বা কোন বয়স্যকে আলিঙ্গন করিতেছেন। যাহাকে তিনি আলিঙ্গন করিতেছেন সে তৎক্ষণাৎ আপাদমস্তক পুলকপূর্ণ হইয়া আনন্দাশ্রু নিপাতিত করিতেছে, ও অধিকতর শব্দে করতালিদান পূর্ব্বক নৃত্য করিতেছে। এই প্রকারে গোরাস্পর্শে সকল বালকই মত্ততা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং গৌরাঙ্গকে বেষ্টন

কিন্তু অদ্বৈত-আচার্য্যসহ মিলন সংঘটন অবধি তিনি দিবানিশি কৃষ্ণ গুণগান-শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকটেই থাকিতেন। আহারের সময় একবার-মাত্র গৃহে আগমন করিতেন, তাহাও মধ্যে মধ্যে ভ্রম হইত। একদা শচীমাতা রন্ধন করিয়া বসিয়া আছেন। বিশ্বরূপ গৃহে নাই দেখিয়া বিশ্বম্ভরকে আহ্বানার্থ প্রেরণ করিলেন। গৌরচন্দ্র অদ্বৈত আচার্য্যের বাটী উপনীত হইয়া দেখিলেন, সকলেই তাঁহারই কথাপ্রসঙ্গে লিপ্ত আছেন। তদীয় কর্ণায়তলোচন দ্বারা সকলকেই শুভদৃষ্টি দান করিয়া অগ্রজের পরিধেয় বসন ধারণপূর্ব্বক মাতৃ-আজ্ঞা জ্ঞাপন করিলেন। গৌর-চন্দ্রের সেই অপূর্ব্ব কমনীয়কান্তি, সুগঠিত ধূলিধূসরিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, কোটিচন্দ্রজিনি নখরপ্রভা, বদনমণ্ডলের সেই নিরুপম লাবণ্য, তথাকার সকলেরই মনপ্রাণ হরণ করিল। শিশুর মোহিনী-মূর্ত্তি অবলোকন-পূর্ব্বক অদ্বৈতপ্রভুর মনে দৃঢ় ধারণা হইল যে, এই সুকুমার শিশু কথনই সামান্য ব্যক্তি নহেন। বিশ্বরূপ গৃহে গমন করিয়াই আহারান্তে পুনরায় অদ্বৈত-গৃহে গমন করিতেন। তিনি এইরূপ পাঠাভ্যাস ও ভগবদ্ভক্তি-চর্চ্চায় অনুদিন লিপ্ত থাকায় জগন্নাথের সহিত তাঁহার প্রায়ই সাক্ষাৎ হইত না।

এই সময়ে এক দিবস স্নানবেলায় নিমাই বয়স্যগণসহ শ্রমসাধ্য ক্রীড়া-রত হইয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইতেছে। বদন-মণ্ডল শিশির-সিক্ত বিকসিত-পদ্ম শোভা ধারণ করিয়া যেন প্রাণপতি দিবাকর-সমাগমে আরক্তবর্ণ হইয়াছে। জগন্নাথ স্নানার্থে বহির্গত হইয়া পুত্রমুখকমল নিরীক্ষণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে গৃহপ্রেরণ জন্য যত্নবান্ হইলেন। পিতাকে দেখিয়াই নিমাই লজ্জাবনতবদনে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর মিশ্রবর স্নানান্তে বাটী আগমনপূর্ব্বক গোরাচাঁদকে ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন, "তোমার লেখ-পড়া সমস্ত বিসর্জ্জন গেল, ব্রাহ্মণ-কুমার হইয়া অনুদিন ইতর-সঙ্গে ক্রীড়ামগ্ন থাক।" বলিতে

হইয়াছে।" বালকপুত্রের জ্ঞানগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া সমাগতা সকল স্ত্রীলোকেই শচীদেবীকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন "লোকে বহুযত্ন, বহু অর্থব্যয় করিয়াও পুত্রের পাঠে আসক্তি জন্মাইতে পারে না, আর তোমার পুত্র পড়িবার জন্য লালায়িত। ইহাতে শিশুর ত কোন দোষ দেখি না; তোমরাই অসৎ-পরামর্শচালিত হইয়াই শিশুর ভবিষ্যৎ নষ্ট করিতে অভিলাষী হইয়াছ।" গৃহিণীবাক্য শ্রবণে লজ্জিতা শচীদেবী পুত্রের হস্তধারণপূর্ব্বক সুরধুনীজলে উভয়েই অবগাহন করিলেন। অনন্তর পতির অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে পাঠে মনোনিবেশ করিবার আদেশ দিলেন। পিতৃ-আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র নিমাই একান্তমনে পাঠে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার সমস্ত চাঞ্চল্য অমনি বিদূরিত হইল। পুত্রের যত্ন দেখিয়া জগন্নাথও পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন।

ক্রমে নিমাইয়ের বয়ঃক্রম নয় বৎসর হইল। জগন্নাথ পুত্রের যজ্ঞোপবীত দান বিষয়ে যত্নবান্ হইয়া গুরু পুরোহিত নিমন্ত্রণপূর্ব্বক শুভকার্য্য সম্পন্ন করাইলেন। মস্তক মুণ্ডনের পর যখন জগন্নাথ পুত্রের কর্ণে মন্ত্রদান করিলেন, তৎক্ষণাৎ নিমাইয়ের মুখ দিয়া হুহুঙ্কার শব্দ নির্গত হইল। গুরু, পুরোহিত ও জগন্নাথ সকলেই দেখিলেন নিমাই সংজ্ঞাশূন্য ও তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইয়াছে। অঙ্গ দিয়া বালারুণবৎ কিরণ নির্গত হইতেছে, তাঁহার প্রফুল্ল শতদলসদৃশ নয়নযুগল দিয়া অবিরল ধারা বহিয়া পৃথিবী সিক্ত করিতে লাগিল। উপস্থিত ব্যক্তিগণ নিমাইয়ের আবেশভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। সকলেই অনুমান করিলেন, এই বালক কখনই মনুষ্য নহে, ইহার শরীরে যে তেজ নির্গত হইতেছে, ইহা গোবিন্দের তেজ ব্যতিরেকে অন্য কোন দেবতেজ বলিয়া বোধ হয় না। ফলতঃ বালকের অঙ্গে এতাদৃশ তেজ নিরীক্ষণ অবধি সকলেই তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া জ্ঞান করিলেন. এবং তাঁহার নাম "গৌরহরি" রাখিলেন।

অতঃপর একদিবস নিমাই তেজঃপূর্ণ-দেহে নিজকক্ষে উপবিষ্ট

আছেন। তাঁহার রূপচ্ছটায় প্রকোষ্ঠ আলোকিত হইয়াছে; কদম্বপুষ্পের ন্যায় দেহ পুলকিত হইয়াছে, এমন সময়ে মাতাকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন "মাতঃ! তুমি একাদশী দিবসে অন্ন ভক্ষণ কর ইহা অতীব গর্হিত। আমার আদেশক্রমে তুমি আর কখন এরূপ কার্য্য করিও না, আমার এই বাক্য তোমাকে রক্ষা করিতেই হইবে।" শচী-দেবী তনয়ের মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিতান্তঃকরণে কহিলেন "বাছা! তুমি আমাকে কোন্ বিচারে একাদশী তিথিতে অন্ন-ভক্ষণে নিষেধ করিতেছ? তোমার পিতা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন, সুতরাং সধবা স্ত্রীলোকে কি নিমিত্ত একাদশী ব্রত পালন করিবে?" তখন নিমাই তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, অচিরে পিতৃদেব গোলকধাম গমন করিবেন। তৎকালে একাকী উপবাস করিয়া বহুকষ্ট প্রাপ্ত হইবে।" শচীমাতা নিমাইয়ের আদেশ মত কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুতা হইলেন।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরে কোন এক দ্বিজ শুদ্ধান্তঃকরণে নিমাইকে পান ও সুপারি প্রদান করিলেন। গৌরহরি হাস্য করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ সুপারিটী ভক্ষণ করিলেন এবং মাতাকে ডাকিয়া কহিলেন "মাতঃ! আমি এই দেহ এক্ষণে পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম। এই দেহটী তুমি যত্নে পালন করিও, এটি তোমার পুত্র," এই বলিয়া নিমাই যেন জননীকে প্রণাম করিতে গেলেন, অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন। জলসেচন ও নানা প্রকার সেবা-শুশ্রূষাগুণে অচিরাৎ নিমাই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন। এই প্রকারে গৌরহরি নবদ্বীপমাঝে বামনরূপে লীলা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদর হরি যেমন সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়াও সন্দীপনী মুনিকে গুরুরূপে স্বীকার করিয়াছিলেন, নিখিলশাস্ত্রবিৎ গৌর-চন্দ্রও তদ্রূপ গঙ্গাদাস পণ্ডিত সকাশে পাঠাধ্যয়নে মনন করিলেন। মিশ্র-বর তখন গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট নিমাইকে বিদ্যাশিক্ষার্থে অর্পণ করি-লেন। নিমাই নিজ বুদ্ধি ও প্রতিভাবলে শীঘ্রই শ্রেষ্ঠ শিষ্য বলিয়া পরি-

গণিত হইলেন। ইহাতে জগন্নাথ আপনাকে পরমসুখী জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

জগন্নাথের ভাগ্যে এই সুখ বহুকাল স্থায়ী হয় নাই। দৈবযোগে তিনি একদিন স্বপ্ন দেখিলেন নিমাই যেন কেশ মুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। অদ্বৈত আচার্য্য ও অন্যান্য ভক্তগণ মিলিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছে, কখন বা নিমাই বিষ্ণু খট্টায় উপবিষ্ট হইয়া সকলের মস্তকে চরণ অর্পণ করিতেছেন। কখন বা দেখিলেন, নিমাই কোটী কোটী শিষ্য সমভিব্যাহারে নর্ত্তন ও কুর্দ্দন সহকারে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন। ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোক নিমাইয়ের স্তুতিবাদে নিযুক্ত। অনন্তর শিষ্যসংহতি নিমাই নীলাচলে গমন করিলেন। এই স্বপ্ন দেখিয়া বৃদ্ধ মিশ্র ভগ্নহৃদয় হইলেন। শচীদেবী নিমাইয়ের বহু সুখ্যাতি করিয়া কহিলেন "নিমাইয়ের পাঠে যেরূপ আসক্তি, আমার বোধ হয়, নিমাই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে না।"

একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে নিমাই পিতৃহীন হইলেন। তখন শচীদেবীর বয়ঃক্রম পঞ্চান্ন। পিতৃদেবের অন্তিমসময় উপস্থিত জানিয়া নিমাই মাতাকে ক্রন্দন করিতে নিষেধ করিয়া তাঁহার অন্তিমের শুভকামনায় নিযুক্ত হইতে কহিলেন। আত্মীয় কুটুম্বগণ উপস্থিত থাকিলেও নিমাই নিজে মাতৃসাহায্যে মুমূর্ষু পিতাকে গঙ্গাতীরে লইয়া গেলেন। পিতৃদেবের শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিতপ্রায় দেখিয়া নিমাই জনকের পদদ্বয় বক্ষে ধারণপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন "বাবা! তুমি পরলোক গমন করিতেছ, কিন্তু তোমার পুত্রকে কাহার নিকট রাখিয়া যাইতেছ? কেই বা আর আমাকে যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা দিবে? বাবা! আজি অবধি আমার "বাবা" বলা শেষ হইল।"

পুত্রস্নেহ কি ভয়ঙ্কর পদার্থ! মুমূর্ষু জগন্নাথ একটু সজীব হইয়া স্নেহের নিমাইকে বক্ষে ধারণ করিয়া কহিলেন "বাবা নিমাই! তোমার

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে নিমাই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতেন। মুরারি গুপ্ত, অলঙ্কারশাস্ত্রে অদ্বিতীয় কমলাকান্ত, ও তন্ত্রসার-লেখক কৃষ্ণানন্দও এই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে অধ্যয়ন করিতেন। নিমাই বালক হইলেও জ্ঞানে বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি ক্রমে গঙ্গাদাস অপেক্ষাও ব্যাকরণে অধিকতর ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। তিনি গৃহে বসিয়া যে ব্যাকরণের টিপ্পনী লিখিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বত্র প্রচারিত ও আদৃত হইয়াছিল। মুরারির সহিত তাঁহার প্রায়ই ব্যাকরণ সম্বন্ধে তর্ক হইত এবং তাহাতে মুরারিই পরাস্ত হইতেন। এক দিবস মুরারি পরাস্ত হইলে নিমাই বিদ্রূপচ্ছলে তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিলেন, অমনি তাঁহার আপাদমস্তক পুলকিত হইল। তখন বহুদিনের বিস্মৃত ঘটনা তাঁহার মনোমধ্যে পুনরুদ্দীপিত হইল। তিনি পদ্মপলাশলোচন নিমাইয়ের বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া ভাবিলেন "জগন্নাথের এই পুত্রটী কি মানুষ? না কোন মনুষ্যরূপধারী দেবতা?"

ব্যাকরণ সমাপ্ত করিয়া নিমাইয়ের ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের বাসনা হইল, তখন তিনি বাসুদেব সার্ব্বভৌমের টোলে প্রবেশ করিলেন। নিমাইয়ের অদ্ভুত প্রতিভা। এই প্রতিভাবলেই নিমাই ন্যায় অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গেই ন্যায়ের টিপ্পনী লিখিতে আরম্ভ করেন। পণ্ডিত ব্যক্তিই পণ্ডিতের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন। দীধিতির গ্রন্থকর্ত্তা রঘুনাথ নিমাইয়ের সহিত সার্ব্বভৌমের টোলে পড়িতেন। রঘুনাথের আশা ছিল, তিনি জগতের অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবেন। কিন্তু নিমাইয়ের প্রতিভা দেখিয়া তাঁহার সে আশা হৃদয় হইতে অন্তর্হিতা হইতে লাগিল। নিমাই ন্যায়ের গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া তিনি একদা তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন "ভাই! তুমি নাকি ন্যায়ের গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছ? আমি কি তাহা একবার দেখিতে পাই না?" নিমাই উত্তর করিলেন "কল্য যখন গঙ্গা পার হইব, তখন তোমাকে তাহা পাঠ করিয়া শ্রবণ করাইব।"

পরদিবস, নিমাই ও রঘুনাথ গঙ্গাপার হইবার নিমিত্ত নৌকারোহণ করিলে নিমাই স্বরচিত ন্যায়গ্রন্থ পাঠ করিয়া রঘুনাথকে শুনাইলেন। রঘুনাথ কিয়দংশ শ্রবণ করিয়া আর ক্রন্দন সংবরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার আশা ছিল দীধিতি রচনা করিয়া তিনি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক বলিয়া জগতে খ্যাতিলাভ করিবেন। নিমাইয়ের গ্রন্থ যে তাঁহার গ্রন্থ অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ হইয়াছে, তাহার প্রমাণ তিনি নিমাইয়ের গ্রন্থের প্রতি ছত্র পাঠে অনুধাবন করিলেন। নিমাইয়ের গ্রন্থ বিদ্যমানে তাঁহার গ্রন্থ যে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া পরিগণিত হইবে ইহাই ভাবিয়া রঘুনাথ হস্তদ্বারা মুখাবৃত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

জীবানুগ্রহকারী অন্তর্যামী ভগবান্ গৌর রঘুনাথকে বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে দেখিয়া, তাঁহার ক্রন্দনের কারণ তাঁহাদ্বারাই প্রকাশিত করাইবার ইচ্ছায়, দুঃখাভিভূত হইয়া তাঁহার কণ্ঠদেশ বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া কহিলেন "ভাই! তুমি কাঁদিতেছ কেন? তোমার কি কোন অনিষ্ট সংঘটনের কথা স্মরণ হইয়াছে যে, তুমি এরূপ আকুলভাবে ক্রন্দন করিতেছ?"

রঘুনাথ কহিলেন "না ভাই, আমার কোন অনিষ্টপাত হয় নাই। আমি আশা করিয়াছিলাম, আমার দীধিতি প্রকাশিত হইলে, আমার নাম জগদ্বিখ্যাত হইবে এবং আমারই গ্রন্থ সর্ব্বত্র আদৃত হইবে। আমার সেই আশা উন্মূলিত হইল দেখিয়া আমি আর ক্রন্দন সংবরণ করিতে পারিলাম না। ভাই! তোমার পুস্তকের রচনা-পারিপাট্য আমার পুস্তক অপেক্ষা অনেকাংশে উত্তম। আমি যে বিষয় দুই তিন পাতায় বর্ণনা করিতে সমর্থ হই নাই, তুমি তাহা অতি সামান্যর মধ্যে সরলভাবে বর্ণনা করিয়াছ। সুতরাং তোমার পুস্তক প্রকাশিত হইলে আমার নামও কেহ উচ্চারণ করিবে না, আমার পুস্তকের কথা ত দূরে থাকুক। এক্ষণে আমি বুঝিলাম যে, এই পুস্তক প্রণয়নে, আমি যে দারুণ পরিশ্রম করিয়াছি, সকলই বিফল হইল।"

ঘরে আনিলেন। পুত্রবধূর আগমনে শচীদেবী গৃহ জ্যোতিঃপূর্ণ অনুমান করিতে লাগিলেন। এই অবধি কখন বা তিনি পুত্রের পার্শ্বে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ নিরীক্ষণ করেন, কখন বা গৃহ কমলগন্ধে আমোদিত অনুভব করেন। পুত্রবধূর শুভাগমন হইতে শচীদেবীর সংসারে আর দারিদ্র্য-দুঃখ নাই। শচীদেবী এইরূপ আনন্দ-হিল্লোলে ভাসিতে লাগিলেন; এদিকে নিমাই পূর্ব্ববৎ টোলে ছাত্রাধ্যাপনায় নিযুক্ত হইলেন। নিমাই অধ্যাপক হইলেও অদ্যাপি বালক, সুতরাং বালকসুলভ চপলতা, রাজপথে দৌড়াদৌড়ী করা প্রভৃতি বালকের কার্য্য সমস্তই আছে। বিদ্যামন্দিরে কিন্তু নিমাই সিংহসদৃশ, তখন নিমাইয়ের সহিত চপলতা প্রকাশ করিতে কাহারও সাহস হয় না।

নিমাইপণ্ডিত বড় কৌতুকপ্রিয় ছিলেন। তিনি নিজে শ্রীহট্টবাসী। এরূপ শ্রীহট্টবাসী অনেক ছাত্র নবদ্বীপে পাঠ করিত। তাহাদিগকে দেখিলেই তিনি তাহাদিগের ভাষার অনুকরণ করিয়া বিদ্রূপ করিতেন। চট্টগ্রামনিবাসী মুকুন্দ দত্ত নামে জনৈক বৈদ্যকুমার নবদ্বীপে অধ্যয়ন করিতেন। ইনি যেমন সুগায়ক তদ্রূপ বৈষ্ণবচূড়ামণি ছিলেন। ইনি অদ্বৈত আচার্য্যের বাটীতে প্রতিদিন হরিনাম কীর্ত্তন করিতেন। এক দিবস, নিমাইপণ্ডিত ছাত্রগণপরিবৃত হইয়া রাজপথে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে মুকুন্দ রাস্তার একপার্শ্ব অবলম্বন করিয়া গমন করিতেছেন। নিমাইপণ্ডিত তাহাকে লক্ষ্য করিয়া শিষ্যগণকে কহিলেন "এই লোকটা পথের একপার্শ্ব দিয়া গমন করিতেছে কেন বলিতে পার? লোকটা বৈষ্ণব, তাই পাছে আমার সহিত শাস্ত্রীয় কথা উঠে, এই ভয়ে পলায়ন করিতেছে।" অতঃপর তিনি তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন "তুই, পলাইয়া কোথায় গমন করিবি, আমার হাত হইতে তোর রক্ষা নাই, আর কিছুদিন অতীত হইলে আমি তোকে এমনি সুদৃঢ় বন্ধনে বাঁধিব যে তুই আমার নিকট চির-আবদ্ধ থাকিবি।" অনন্তর তিনি শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া

কলা প্রভৃতি দাও, তাহা হইলে আমি আর তোমার সঙ্গে বিরোধ করিব না।” শ্রীধর মনে মনে ভাবিলেন “প্রতিদিন বিনা অর্থে দান করা আমার ক্ষমতাতীত হইলেও এই ব্রাহ্মণ বল প্রকাশপূর্ব্বক লইবে। ব্রাহ্মণে গ্রহণ করে, ইহাও আমার ভাগ্যের কথা।” এইরূপ চিন্তা করিয়া শ্রীধর কহিলেন “প্রভো, তোমায় মূল্য দিতে হইবে না, আমি প্রতিদিন তোমাকে থোড় কলা আদি যাহা পারি দিব। তুমি আমার সঙ্গে আর দ্বন্দ্ব করিও না।” নিমাই শ্রীধরের প্রতিজ্ঞাবাক্য শুনিয়াও ক্ষান্ত হইলেন না, পুনরায় কহিলেন “আচ্ছা শ্রীধর! তুমি আমার একটী প্রশ্নের উত্তর দান কর, তাহা হইলে আমি প্রস্থান করিব। আচ্ছা বল দেখি, তুমি আমার বিষয় কি মনে কর?” শ্রীধর বলিলেন “তুমি বিষ্ণু অংশে ব্রাহ্মণ-গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছ।” নিমাই তৎক্ষণাৎ কহিলেন “না না শ্রীধর! আমি গোপ-বালক।” নিমাইয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীধর হাস্য করিয়া উঠিলেন। তখন নিমাই কহিলেন “তুমি আমাকে চিনিলে না, তুমি যে গঙ্গাদেবীর সেবা কর, তাঁহার মাহাত্ম্য ত আমা হইতেই।” শ্রীধর কর্ণে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন “গঙ্গাদেবী বলিয়াও কি তোমার ভয় নাই? নিমাই, বয়স বৃদ্ধি হইলে লোকে স্থিরপ্রকৃতি হয়, কিন্তু তোমার চাঞ্চল্য দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে।”

শ্রীধরের সহিত এইরূপ রঙ্গ করিয়া প্রভু গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। ছাত্রগণও যে যাহার বাটী গমন করিল। গৌরাঙ্গ-সুন্দর তখন বিষ্ণুদ্বারে উপবিষ্ট হইয়া পৌর্ণমাসী রজনীর চন্দ্রশোভা নিরীক্ষণপূর্ব্বক বৃন্দাবন-বৃত্তান্ত সমুদয় স্মরণ করিলেন। তাঁহার মন আনন্দরসে পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। সেই আনন্দ হিল্লোলে প্রভু অপূর্ব্ব সুমধুর মনোমোহিনী মুরলী-ধ্বনি করিলেন। ত্রিভুবনমোহিনী সেই মুরলীধ্বনি শ্রবণমাত্র শচীদেবী মূর্চ্ছিতা হইলেন। ক্ষণকাল পরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সেই ধ্বনি শ্রবণপূর্ব্বক বহিরাগমন করিয়া বিষ্ণুদ্বারে পুত্রকে উপবিষ্ট দেখিলেন, কিন্তু

সে মধুর শব্দ আর শ্রবণগোচর করিলেন না। কতিপয় দিবস অতীত হইলে একদা রাজযোগ্য পরিচ্ছদে ভূষিত ও ছাত্রগণপরিবৃত নিমাই রাজপথ দিয়া গমন করিতেছেন, তাঁহার সুন্দর ললাটে তিলক, শ্রীকরে পুস্তক, অধর তাম্বুলরাগে রঞ্জিত, বোধ হইতেছে যেন সর্ব্বপাপতাপহারী স্বয়ং নারায়ণ দর্শনদানে জীবের পাপতাপ হরণার্থে ভ্রমণ করিতেছেন। দৈবযোগে পথিমধ্যে তাঁহার শ্রীবাসের সহিত সাক্ষাৎ হইল। শ্রীবাস তাঁহার পিতৃবন্ধু এবং শ্রীবাসের স্ত্রী মালিনীর সহিত তাঁহার মাতা শচীদেবীর বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল। শ্রীবাস ও মালিনী সর্ব্বদাই জগন্নাথের বাটী গমন করিতেন ও প্রশান্তমূর্ত্তি নয়নরঞ্জন শিশু নিমাইকে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক আদর আহ্লাদ করিতেন, সুতরাং তাঁহারা উভয়ই নিমাইকে বাৎসল্যভাবে দর্শন করিতেন। এক্ষণে শ্রীবাস চঞ্চলপ্রকৃতি নিমাইকে শিষ্যগণসহ আগমন করিতে অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন "উদ্ধতের চূড়ামণি! কোথায় গমন করিতেছ?" নিমাই পিতৃসখাকে প্রণাম করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, তাঁহার বদন হাস্যপ্রকটিত হইলেও তিনি পিতৃসখার সম্ভ্রমার্থ গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন। তখন শ্রীবাস পুনরায় কহিলেন "নিমাই! কৃষ্ণভক্তি পাইবার জন্য লোক বিদ্যাভ্যাস করে, তোমার যদি তাহা না হইল, তবে এ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ফল কি দর্শিল? সুতরাং আমার পরামর্শ যে, তুমি আর এ প্রকারে কালক্ষেপ না করিয়া যাহাতে কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত হও তন্নিবন্ধন যত্নবান্ হও।" প্রভু শ্রীবাসের বাক্যে আর হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না; অট্টহাস্য করিয়া তিনি কহিলেন "তোমার অনুগ্রহ থাকে ত নিশ্চয়ই কৃষ্ণভক্তি হইবে।" এই বলিয়া নিমাই শিষ্যগণসহ প্রস্থান করিলেন। অতঃপর নিমাই সুরধুনীতীরে আগমন করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। শিষ্যগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন। তখন তাঁহার যেরূপ সৌন্দর্য্য প্রকটিত হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে :—

গ্রীষ্মকাল, জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। চন্দ্রালোকে দূরস্থিত দ্রব্যও স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে, এমন সময়ে কেশব ভ্রমণ করিতে করিতে সেই স্থান দিয়া গমন করিতেছিলেন। অদূরে কয়েকজন লোককে উপবিষ্ট ও শাস্ত্রালাপে নিযুক্ত দেখিয়া, কেশব অধ্যাপকের পরিচয় জিজ্ঞাসিলেন। উত্তরে নিমাইপণ্ডিতের নাম শ্রবণমাত্র তিনি তথায় উপস্থিত হইলেন। নিমাইপণ্ডিত শিষ্যগণসহ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। অতঃপর সকলে আসনপরিগ্রহ করিলে কেশব কহিলেন "তুমিই নিমাই পণ্ডিত ? তোমার ব্যাকরণে সম্যক ব্যুৎপত্তি আছে, তাহা আমি অগ্রেই শ্রবণ করিয়াছি।" নিমাই উত্তর করিলেন "আমি ব্যাকরণ পড়াই বটে, কিন্তু আমার কিংবা আমার শিষ্যগণের ব্যাকরণে কিছুই ব্যুৎপত্তি নাই।" উভয়ের মধ্যে দুই একটী কথোপকথনের পর, নিমাইপণ্ডিত কেশবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "আপনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, আপনার সুখ্যাতি অনেক শ্রবণ করিয়াছি। আপনি এই গঙ্গা সম্মুখে গঙ্গাস্তোত্র প্রস্তুত করিয়া আমাদিগকে শ্রবণ করান, ইহাতে আমরা অন্তরে তৃপ্তিলাভ করিব ও ভীষণ পাপতাপ হইতে মুক্তিলাভ করিব।" কেশব তাহাতেই সম্মত হইয়া স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। বাগ্মী সভামাঝে যেরূপ বক্তৃতা করে, সেই-রূপ ঝড়াকারে তাঁহার মুখবিনির্গত শ্লোকগুলি যেন অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিল। স্তব শুনিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইলেন, সকলেরই ধারণা হইল ঈদৃশ শ্লোক গঠন মনুষ্যের কার্য্য নহে। নিমাইপণ্ডিতের উপর শিষ্য-গণের অগাধ ভক্তি সত্ত্বেও, তাহাদের বোধ হইতে লাগিল, তাহাদিগের নবীন পণ্ডিত এতাদৃশ অসীম কবিত্বশক্তি-সম্পন্ন দিগ্বিজয়ীর নিকট পরাস্ত হই-বেন। কিন্তু নির্ব্বিকারচিত্ত নিমাইপণ্ডিত অনুমাত্রও বিস্মিত না হইয়া দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতপ্রবরকে সমধিক প্রশংসা করিয়া, তাঁহারই পঠিত কোন একটী শ্লোক ব্যাখ্যা করিবার জন্য অনুনয় করিলেন। দিগ্বিজয়ী কহিলেন "কোন্ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে হইবে বল, আমি তাহারই ব্যাখ্যা করিব।"

উঠাইয়া কহিলেন, "তুমি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, আমার সহিত এরূপ ব্যবহার কি নিমিত্ত করিতেছ?" দিগ্বিজয়ী কহিলেন, "প্রভো! তুমি কলিযুগে বিপ্ররূপী নারায়ণ, তোমার ভজনা করিলে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হয়। তুমি জিজ্ঞাসিলে, কল্য যখন আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, তখনি আমার সংশয় জন্মিয়াছিল যে, তুমি সর্ব্বদেবকথিত অগর্ব্ব। দেবী স্বয়ং আমাকে বলিয়া দিয়াছেন যে, তুমি সরস্বতীপতি ও লক্ষ্মীকান্ত জনার্দ্দন। বড় ভাগ্যে যখন তোমার দর্শন পাইলাম, তুমি কৃপাদৃষ্টি করিয়া আমার উদ্ধারসাধন কর।" কেশবের ভারতী শ্রবণগোচর করিয়া গৌরাঙ্গসুন্দর তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ ভজনা করিবার উপদেশ দিলেন। অতঃপর কেশব, গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্বীয় সম্পত্তি সমুদায় বিতরণ করিলেন এবং দণ্ড-কমণ্ডলুধারী হইয়া জন্মের মত সংসার পরিত্যাগ করিলেন।

নবদ্বীপে আগমন করিবার সময়, পূর্ব্বাঞ্চল হইতে যে সকল ছাত্র নিমাইয়ের নিকট অধ্যয়নপ্রয়াসী হইয়া, তাঁহার সঙ্গেই আগমন করিয়াছিল, তাহাদিগকে ও পূর্ব্বের ছাত্রগণকে লইয়া নিমাই পুনরায় মুকুন্দ সঞ্জয়ের বাটীতে টোল স্থাপন করিলেন। অন্যান্য অধ্যাপকগণ অপেক্ষা নিমাই-পণ্ডিতের নিকট ছাত্রগণের পাঠ সহজে অভ্যস্ত হইত, একারণ প্রতিদিন তাঁহার ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; সুতরাং নিমাইয়ের টোল এক্ষণে নবদ্বীপে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ টোল হইয়া উঠিয়াছে।

লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু হওয়া অবধি শচীমাতা নিমাইয়ের পুনরায় বিবাহ দিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিতা আছেন। তিনি প্রত্যহ গঙ্গাস্নানে গমন করেন, ঘাটে উপনীত হইলে একটী পরমা সুন্দরী কন্যা বিনীতভাবে প্রত্যহ তাঁহাকে প্রণাম করে। কন্যাটী অবিবাহিতা। তিনি স্বকীয় ইচ্ছাবশতই শচীদেবীকে প্রণাম করেন; এজন্য শচীদেবীও অন্তরের সহিত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করেন। একদিবস শচীমাতা তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসিলে, বালিকা মধুরকণ্ঠে লজ্জাবনতবদনে কহিলেন, "আমার পিতার নাম সনাতন মিশ্র, এবং আমার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া।" এই অবধি শচীমাতা কন্যার ভক্তিগুণে বশীভূতা হইলেন। সুতরাং তাঁহাকে দর্শন করিলেই, তাঁহাকে পুত্রবধূরূপে প্রাপ্ত হইবার কামনা শচীদেবীর হৃদয়ে বলবতী হইত। কন্যা যখন শচীমাতাকে প্রণাম করিতেন, তখন তাঁহার বোধ হইত যেন কন্যা তাঁহারই পদাশ্রিতা হইয়া তাঁহাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিবার অনুনয় করিতেছে। সনাতন মিশ্র তাঁহারই আদান প্রদানের ঘর হইলেও, রাজপুরোহিত, বড় লোক, সুতরাং শচীমাতা সাহসপূর্ব্বক বিবাহের কথা উত্থাপন করিতে পারিতেছেন না। আবার সনাতন মিশ্রও নিমাই-পণ্ডিতকে বিলক্ষণ চিনিয়াছেন। দিগ্বিজয়ীপণ্ডিতকে পরাজয় করা অবধি নিমাইয়ের প্রশংসাধ্বনিতে নবদ্বীপ প্রতিধ্বনিত। সুতরাং সনাতনের কন্যাদানে সম্পূর্ণ ইচ্ছা সত্ত্বেও ভাবিতে লাগিলেন, "নিমাই

সনাতন মিশ্র বিবাহ অনুমোদন করিলে, কাশী মিশ্র সেই সংবাদ শচী-দেবীকে জানাইলেন। শচীদেবীরও হৃদয় আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিল। উভয়পক্ষ হইতেই আয়োজন আরম্ভ হইল। সনাতন বিবাহের দিন ও শুভলগ্ন নির্ণয়ার্থ গণক ডাকাইলেন। গণক সনাতন মিশ্রের বাটী গমন কালে পথিমধ্যে নিমাইয়ের সন্দর্শন লাভ করিলেন। নিমাই সর্ব্বদাই রঙ্গপ্রিয়। গণক নিমাইকে বিবাহের কথা কহিলে, নিমাই কহিলেন, "কাহার বিবাহ? কবে হইবে? আমি তাহার বিন্দুবিসর্গও জানি না।"

গণকমুখে নিমাইয়ের ঈদৃশবাক্য শ্রবণ করিয়া সনাতন বুঝিলেন নিমাই এক্ষণে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহার বোধ হয় এ বিবাহে মত নাই। সুতরাং সনাতনের বাটী নিরানন্দময় হইল। এই সংবাদ নিমাই শ্রবণ করিয়া ভক্তের দুঃখে সন্তপ্তহৃদয় হইয়া একজন ব্রাহ্মণকুমারকে এই বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন যে, "বিবাহ সম্বন্ধে নিমাইয়ের মতামত গ্রাহ্য নহে। শচী-দেবী তাঁহার মাতা, সুতরাং তিনিই কর্ত্রী, তিনি যেরূপ সাব্যস্ত করিবেন সেইরূপই কার্য্য হইবে।" সনাতনের নিরানন্দ হৃদয়ে পুনরায় প্রফুল্লতা দেখা দিল এবং বিবাহোপযোগী আয়োজন সংগ্রহ করিয়া শুভদিনে শুভলগ্নে শচীনন্দন গৌরসুন্দরের সহিত কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিলেন। পরদিবস বধূবর গৃহে আগমন করিলে শচীদেবী পুত্রবধূ ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন পূর্ব্বক আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

নিমাই এক্ষণে গৃহস্থ হইয়া ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এই প্রকারে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। গৌরাঙ্গ পিতৃদেবের পিণ্ডদানাভিলাষে গয়াধামে গমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। শচীমাতা শ্রবণমাত্র ব্যথিত-হৃদয়ে পুত্রকে কহিলেন, "বাবা! তুমি পিতৃঋণ পরিশোধন জন্য প্রবাসে গমন করিবে, আমি তোমাকে এ কার্য্য হইতে নিবারণ করিতে পারি না। কিন্তু বাবা! তুমি আমার অন্ধের যষ্টি, তোমাকে না দেখিয়া আমি কি

দীপ পতিত রহিয়াছে। বিপ্রগণ সেই বিষ্ণুপাদপদ্মের প্রভাব বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন, "হে সমবেত জনগণ! যে পদ দাসগণ হৃদয়ে পাইলে আর পরিত্যাগ করিতে চাহে না, অনন্তশয্যায় শায়িত শ্রীকৃষ্ণের যে চরণ লক্ষ্মীদেবীর অতি প্রিয়, যে চরণ হইতে ভাগীরথী উৎপত্তি লাভ করিয়াছেন, যোগরত ব্যক্তিদিগেরও যে চরণ দুর্লভ, তিলার্দ্ধমাত্র যে চরণ ধ্যান করিলে যমভয় হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় ও কাশীনাথ যে চরণ স্বয়ং হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন, সেই চরণ দর্শন করিয়া ভাগ্যবান্ হও।" বিপ্রগণ-মুখে চরণপ্রভাব শ্রবণ করিয়া প্রভু প্রেমানন্দ-সুখে আবিষ্ট হইলেন। চরণ দর্শন করিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইল, গাত্রকম্পন আরম্ভ হইল ও দুনয়ন দিয়া বারিধারা পতিত হইতে লাগিল। বিপ্রগণ স্তম্ভিত হইয়া নিমাইয়ের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। দৈবযোগে ঈশ্বর-পুরী তথায় উপনীত হইলেন। তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র নিমাই নমস্কার করিলেন, ঈশ্বরপুরীও তাঁহাকে সমাদরে আলিঙ্গন করিলেন। দুইজনেরই নয়নজলে দুই জনার অঙ্গ সিক্ত হইল। তখন প্রভু কহিলেন, "আপনার চরণদর্শন লাভ করিয়া বুঝিলাম, আমার গয়াযাত্রা সফল হইল। আপনি সর্ব্ব-তীর্থময়, কারণ তীর্থস্থানে যাহার নামে পিণ্ডদান করা যায় সেই মাত্র উদ্ধার হয়, আর আপনার দর্শনলাভ হইলে পিতৃগণ সর্ব্ববন্ধনমুক্ত হয়েন। অতএব প্রভো! আপনি আমাকে সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার করুন। আমি আপনকার নিকট আত্মসমর্পণ করিলাম।" অনন্তর ঈশ্বরপুরীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক নিমাই বহুতীর্থে শ্রাদ্ধাদিকার্য্য সম্পন্ন করিয়া, গয়াশিরে পিণ্ডদান করিলেন। বাসগৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক শ্রমাপ-নোদন হইলে, নিমাই স্বীয় হস্তে রন্ধন করিতে বসিলেন। রন্ধন সমাপন হইলেই দেখিলেন, কৃষ্ণনাম জপ করিতে করিতে ঈশ্বরপুরী তথায় আগমন করিলেন। নিমাই সানন্দহৃদয়ে ঈশ্বরপুরীকে অভ্যর্থনা করিয়া আসন পরি-গ্রহ করাইলেন। ঈশ্বরপুরী কহিলেন, "আমি নবদ্বীপে তোমাকে দর্শন

শচীদেবীর বাক্যে প্রভুর হৃদয় দ্রব হইয়া গেল। তখন তিনি গলদশ্রু আতাম্র লোচনে মাতার দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "মাতঃ! তুমি বৈষ্ণব-প্রসাদে অচিরে কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত হইবে।"

প্রত্যূষে প্রাতঃক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়া শ্রীমান্ পণ্ডিত শ্রীবাসের বাটীতে পুষ্পচয়ন করিতে গমন করিয়াছেন। শ্রীবাসের বাটীতে একটী প্রকাণ্ড কুন্দ পুষ্পের ঝাড় আছে। পাড়ার যাবতীয় লোক পূজার্থে এই বৃক্ষ হইতেই পুষ্প চয়ন করিয়া থাকেন। শ্রীমান্ যখন পুষ্পচয়ন করিতে গিয়াছেন, তখন শ্রীবাসাদি অনেকগুলি বৈষ্ণব তথায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমান্ তাঁহাদিগকে নিমাইয়ের কৃষ্ণ-প্রেমধন প্রাপ্তিবার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন, "অদ্য প্রাতে নিমাই আমাদিগকে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাটী গমন করিতে বলিয়াছেন, সেখানে তাঁহার হৃদয়ের দুঃখ আমাদিগকে কহিবেন।" এই সংবাদে সকলেই উল্লসিত হইয়া কহিল, "নিমাইপণ্ডিত বৈষ্ণব হইলে আমাদের বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই।" গদাধর নামে নিমাইয়ের একজন প্রিয় সুহৃৎ তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি শ্রবণ-মাত্র শুক্লাম্বরের বাটীর প্রকোষ্ঠমধ্যে লুক্কায়িত রহিলেন। মুরারি, সদাশিব ও শ্রীমান্ একত্র নিমাইয়ের জল্পনা করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন নিমাইপণ্ডিত আসিতেছেন। নিমাইয়ের আর সে স্ফূর্ত্তি নাই, সে চলন নাই। ধীরে ধীরে আগমনপূর্ব্বক প্রেমানুচরগণকে অবলোকন করিয়াই নিমাই "হা কৃষ্ণ! তুমি কোথায় গেলে?" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। পড়িবার সময় তিনি শুক্লাম্বরের গৃহে একটী খুঁটী ধারণ করিয়াছিলেন। সেই খুঁটী-সহ তিনি ভূপতিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই কৃষ্ণপ্রেমে সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। আবার ক্ষণকাল পরে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া নিমাই "হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ!" করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণপ্রেমের কি অপূর্ব্ব মহিমা! শুক্লাম্বরের গৃহে যে যে লোক বিদ্যমান আছেন, সকলেরই নয়ন দিয়া অবিরল ধারা বহির্গত হইতেছে, শুক্লাম্বরের গৃহ প্রেমময় হইয়াছে।

নিমাইপণ্ডিত তথা হইতে মুকুন্দ সঞ্জয়ের বাটী গমন করিলেন। মুকুন্দের পিতা পুরুষোত্তমের চণ্ডীমণ্ডপে তাঁহার পাঠশালা ছিল। মুকুন্দ, নিমাই আসিয়াছে শ্রবণ করিয়া, বহির্বাটী আগমনপূর্ব্বক তাঁহার চরণে পতিত হইলেন। মুকুন্দ নিমাইয়ের শিষ্য। তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া নিমাই স্নেহার্দ্র হইয়া রোদন করিলেন।

পরদিবস প্রাতঃকালে স্নানাহ্নিক সমাপনপূর্ব্বক নিমাই টোলে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। নিমাই পুনরায় টোল আরম্ভ করিয়াছেন শুনিয়া শত শত শিষ্য উপস্থিত হইল। শিষ্যগণ অধ্যাপককে বেষ্টন করিয়া বসিয়াছে। অধ্যাপকের বদনে যে এক্ষণে কৃষ্ণ ব্যতিরেকে বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না, তাহা তাহারা জানিত না, সুতরাং তাহারা বহুদিবসের পর পুঁথি খুলিবার সময় হরিনাম উচ্চারণপূর্ব্বক পুঁথির ডোর খুলিল। সেই হরিনাম শ্রবণমাত্রই নিমাই বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন। গ্রন্থারম্ভেই মঙ্গলাচরণে হরিনাম আছে। নিমাই তাহাই দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, "হরিনাম কি মধুর! আগম বল, বেদান্ত বল, সর্ব্বশাস্ত্রেই কৃষ্ণপদ ভজনা করিতে কহে। এরূপ কৃষ্ণনামে মতি না হইলে সর্ব্বশাস্ত্র পাঠেও কোন ফল দর্শে না।" এইরূপে নিমাই কৃষ্ণ-মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, আর শিষ্যগণ মোহিত হইয়া তাহা শ্রবণ করিতেছে, কারণ নিমাইয়ের মুখে হরিনাম বড় মধুর শুনা যায়। এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে করিতে নিমাইয়ের বাহ্য আসিল। তিনি, ছাত্রগণকে পাঠশিক্ষা দিতে আসিয়া ধর্ম্মশিক্ষা দিতেছেন দেখিয়া, বড়ই লজ্জিত হইলেন এবং শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ভাই সকল! আমি অদ্য কিরূপ ব্যাখ্যা করিলাম?" ছাত্রগণ কহিল, "আমরা ত কিছুই বুঝিলাম না। যে যাহা জিজ্ঞাসা করে তাহার উত্তরে আপনি কৃষ্ণমাহাত্ম্য ব্যক্ত করেন।" তখন নিমাই হাস্য করিয়া কহিলেন, "ভাই সকল! অদ্য এই খানেই বন্ধ কর, চল আমরা গঙ্গাস্নানে গমন করি।"

পরদিবস আবার নিমাই স্নানান্তে মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে উপবিষ্ট

বৈকালে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের আদেশমত ছাত্রসমভিব্যাহারে নিমাই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া চরণবন্দনা করিলেন। তিনিও "বিদ্যালাভ হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। অতঃপর গঙ্গাদাস নিমাইকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বাপ্! অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ব্রাহ্মণের মহৎ কার্য্য। বিশেষ তোমার মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ও তোমার পিতা জগন্নাথ মিশ্র, এই উভয়কুলে কখন মূর্খ সন্তান জন্মে নাই। তুমি তাহাদিগের উপযুক্ত বংশধর হইয়াছ, এবং তোমার টিপ্পনীও সর্ব্বত্র আদৃত। অধ্যয়ন ত্যাগ করাই যদি ভক্তির লক্ষণ হয়, তবে তোমার বাপ পিতামহ কি ভক্ত ছিলেন না? বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের অধ্যয়নই প্রধান কার্য্য, অতএব আমার অনুরোধ তুমি ভাল করিয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হও। এই ছাত্রগণ তোমাকে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া জ্ঞান করে এবং তোমার নিকট ব্যতিরেকে অপর কাহারও নিকট পাঠ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। অতএব বিদেশাগত এই বালকবৃন্দের মুখ তাকাইয়া কার্য্য কর।" নিমাই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট অপরাধ স্বীকার করিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন যে, এই অবধি তিনি ছাত্রগণকে ভালরূপে পড়াইবেন।

পরদিবস বৈকালে নিমাই পুনরায় বিদ্যাদানার্থে টোলে আগমন করিলেন। আবার পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের ন্যায় কৃষ্ণমাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে হঠাৎ নিমাইয়ের বাহ্য উপস্থিত হইলে তিনি লজ্জাবনত-বদনে কিয়ৎক্ষণ উপবিষ্ট রহিলেন, পরে ছাত্রগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "ভাই সকল! বল দেখি, আমি কিরূপ ব্যাখ্যা করিলাম? আমার বোধ হইতেছে তোমাদের রীতিমত পাঠ হইতেছে না।" তখন একজন ছাত্র কহিল, "গুরুদেব! আপনার ক্ষমতা অসীম, আপনার প্রস্তাবের খণ্ডন করে, এমন কেহ নাই। যে ছাত্র যাহা জিজ্ঞাসা করে, তাহারই অর্থে আপনি কৃষ্ণগুণ ব্যাখ্যা করিতেছেন। আপনার মুখে কৃষ্ণকথা আমরা অমৃত সমান শ্রবণ করিতেছি। কিন্তু গুরুদেব! আমাদের

না। আপনি আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনার নিকট যাহা শিক্ষা করিয়াছি তাহাই আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকে। গুরুদেব! আপনার সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে চলিয়া যাইতে হইবে, এই ভাবিয়া আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।"

ছাত্রগণের বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে অধ্যাপকের কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইল ও তাঁহার চক্ষু দিয়া দ্বিগুণ প্রবাহে ধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি একে একে ছাত্রগণকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক মুখচুম্বন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "আমার যদি শ্রীকৃষ্ণে মতি হইয়া থাকে, তবে তোমাদিগের অভিলাষ পূর্ণ হইবে। তোমরা যাহা পড়িয়াছ তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে; এক্ষণে সকলে মিলিয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণ লও, মুখে কৃষ্ণনাম গান কর ও শ্রীকৃষ্ণনাম শ্রবণ কর। ভাই সকল! এতদিন ধরিয়া একত্র পড়িলাম, আইস অদ্য সকলে শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন করিয়া জীবন সার্থক করি।"

তখন শিষ্যগণ ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে কহিল, "গুরুদেব! আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তন করিব, কিন্তু আমরা কৃষ্ণকীর্ত্তন কখন শুনি নাই, আপনি শিক্ষা প্রদান করুন। তখন নিমাই তালমানসহকারে করতালি দ্বারা শিষ্যগণকে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন শিক্ষা দিলেন,

"হরি হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণায় যাদবায় নমঃ
যাদবায় কেশবায় গোবিন্দায় নমঃ
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥"

সহজ কীর্ত্তনশিষ্যগণ অনায়াসে শিক্ষা করিল। তখন নিমাই মধ্যস্থানে থাকিয়া ও শিষ্যগণ চতুর্দ্দিকে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া করতালিসংযোগে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। নিমাই প্রেমাবিষ্ট হইয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছেন। ক্রমেই প্রেমতরঙ্গ উত্থিত হইল, শিষ্যগণও উন্মত্তের ন্যায় ধরণীতে পতিত হইতে

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কীর্ত্তনারম্ভ—নিমাইয়ের ভগবদ্ভাব।

নিমাইয়ের এখন দাস্যভাব উপস্থিত। কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াও পাইলেন না, এই ক্ষোভে তিনি দীনভাব অবলম্বন করিয়াছেন। নয়ন দিয়া ধারার বিরাম নাই, অবিরল অশ্রুপাতে নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়াই আছে। কাহারও সহিত মিশিতে আর তাঁহার ভাল লাগে না। প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নানে বহির্গমনকালে অপরিচিত লোক দেখিলে সরিয়া যান। পরিচিত হইলে কাহাকেও বা নমস্কার করেন, কাহাকেও বা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন। যে নিমাইপণ্ডিত বিদ্যাবলে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে জয় করিয়াছিল, সেই নিমাই-য়ের এতাদৃশ দীনতা দেখিয়া সকলেরই হৃদয় দ্রব হইয়া গেল; নিমাই-য়ের ধারণা হইয়াছে, ভক্তের দাসত্ব করিলে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হওয়া যায়; এজন্য গঙ্গার ঘাটে কাহারও বস্ত্র ধরিয়া থাকেন, কাহারও বা কাপড় নিংড়াইয়া দেন, পুষ্পচয়নে প্রস্থিত ব্যক্তির ফুলের সাজি বহন করেন। তাঁহারা নিমাইকে নিষেধ করিলে নিমাই বলেন, "ভক্তের দাস না হইলে কখন কৃষ্ণ পাওয়া যায় না।"

নবদ্বীপের অধিকাংশ নরনারী নিমাইয়ের ঈদৃশী অবস্থা দেখিয়া বায়ু-রোগ নির্ণয় করিয়া শচীমাতাকে কহিলেন "পুত্রকে বন্ধন দশায় রক্ষা কর

আসিবেন। প্রকৃতই এই সময়ে গদাধরকে সঙ্গে করিয়া নিমাই অদ্বৈত প্রভুর সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। অদ্বৈতের বাটী উপস্থিত হইয়াই নিমাই দেখিলেন, তিনি তুলসীর সেবায় নিযুক্ত, মুখে অনবরত হরিধ্বনি, এবং কখন বা ক্রন্দন, কখন বা হাস্য করিতেছেন। ভক্তচূড়ামণি অদ্বৈতকে দেখিবামাত্র নিমাইয়ের ভাব-তরঙ্গ উথলিয়া উঠিল, অমনি তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। অদ্বৈত ভক্তিযোগে তাঁহাকে অভীষ্ট-দেবতা বলিয়া চিনিতে পারিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি ধূপ, দীপ, পুষ্প, গন্ধাদি পূজার দ্রব্য লইয়া তাঁহার চরণতলে উপবিষ্ট হইলেন এবং গঙ্গাবারি দ্বারা তাঁহার সুন্দর পদদ্বয় ধৌত করিলেন। অতঃপর তুলসী ও চন্দন তাঁহার পদে অর্পণ করিয়া "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ" এই শ্লোক পাঠ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। নিমাইয়ের পরমবন্ধু গদাধর ইহাতে তদীয় অকল্যাণভয়ে ভীত হইয়া কহিলেন, "গোসাঞি! তুমি পরম পণ্ডিত, বিশেষতঃ বয়োবৃদ্ধ; বালককে এরূপে প্রণাম করিতেছ, ইহাতে যে পণ্ডিতের অকল্যাণ হইবে।" অদ্বৈত ইহা শুনিয়া কেবলমাত্র এই বলিলেন, "গদাধর! নিমাই কেমন বালক, আর কিছুদিন গত হইলেই বুঝিতে পারিবে।" ইহাতে গদাধরও বড় ভীত হইলেন। তাঁহার ভয়, নিমাই যদি ঈশ্বর হয়েন, তবে ত তিনি সকলেরই হইবেন, কেবল আমাদের নিমাইপণ্ডিত আর থাকিবেন না।

নিমাই ইত্যবসরে বাহ্য পাইয়া পদসমীপে অদ্বৈতকে দেখিয়া করযোড়ে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আমি তোমার দর্শন পাইয়া অদ্য ধন্য হইলাম। প্রভু, আমি ভবসাগরে ভাসিয়া বেড়াইতেছি, তুমি আমাকে উদ্ধার কর। আমার এই অপবিত্র দেহ তোমাকে দিলাম, তুমি আমার মস্তকে পদস্পর্শ করিয়া আমার পবিত্রতা সাধন কর।"

নিমাই উল্লিখিত প্রকারে আত্মগোপন করিলে অদ্বৈত একটু সন্দিগ্ধ-

চিত্ত হইলেন। বিশেষ নিমাইয়ের দৈন্য দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এজন্য তিনিও নিজ মনোভাব গোপন করিয়া কহিলেন, "তুমি প্রিয়বন্ধু জগন্নাথের পুত্র, সুতরাং আমার প্রিয়, তোমাতে দেখিতেছি কৃষ্ণ-প্রেমের পূর্ণ মাত্রায় আবির্ভাব হইয়াছে, এস সকলে একত্র হইয়া কীর্ত্তন করিব।"

অতঃপর নিমাই প্রকৃতই অদ্বৈতের অভীষ্ট দেবতা কি না, পরীক্ষা করিবার জন্য, তিনি নবদ্বীপ ও নিমাইকে ত্যাগ করিয়া শান্তিপুর চলিলেন। তাঁহার মনোগত ভাব এই, সত্যই যদি নিমাই ভগবান্ এবং আমি তাঁহার দাস, তবে তিনি নিশ্চয়ই দাসকে প্রেমপাশে বদ্ধ করিয়া নিজস্থানে রক্ষা করিবেন।

শ্রীবাসের বাটী নিমাই প্রথম কীর্ত্তন করিতে গমন করিলেন। সেখানে মুরারি, সদাশিব, গদাধর প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছেন। নিমাই কি বলিতে গেলেন, আর বলিতে পারিলেন না, মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। এইরূপে নিমাই আবেশ বশতঃ কখন মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইতেছেন, কখন বা হাস্য করিতেছেন, আর মুখে কেবল, "আমাকে কৃষ্ণ আনিয়া দেও।" ভক্তগণ, এমন কি স্ত্রীলোকসকলও নিমাইয়ের এই ভাবে আনন্দে বিভোর হইতেছেন। কতক্ষণ পরে বাহ্য প্রাপ্ত হইয়া নিমাই স্বীয় দুঃখের কাহিনী কহিলেন; বলিলেন, "গয়া হইতে প্রত্যাগমন কালে কানাই-নাট্যশালায় নবদূর্ব্বাদলশ্যামবর্ণ একটী বালক শিখিপুচ্ছ-চূড়াশিরে, বাঁশরিহস্তে হাস্য করিতে করিতে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আলিঙ্গন করিলেন। তৎপরে যে কোথায় পলাইলেন, আমি আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না।" এই কথা বলিতে বলিতে তিনি পুনরায় মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। মূর্চ্ছা অপগমে "কোথা রে কৃষ্ণ" বলিয়া আবার ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সে ক্রন্দন শ্রবণ করিলে পাষাণও দ্রব হইয়া যায়। তথা হইতে বাটী প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নিমাই আবেশে উপবিষ্ট আছেন,

হাস্য করিয়া কহিলেন, "কল্য প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিলেই তুমি কৃষ্ণ-প্রেম পাইবে।" রাত্রিকালে আর গদাধরের নিদ্রা হইল না। প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিয়াই "প্রেমায় অবশ তনু টলমল করে।"

নিমাই ভাবকে বশ করিয়াই শ্রীবাসের বাটী কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সমস্ত রাত্রি কীর্ত্তন করিয়া প্রত্যূষে নিমাই গদাধরসঙ্গে বাটী আসিয়া শয়ন করিতেন। এই কীর্ত্তন লইয়া নানা লোকে নানা কথা রটনা করিতে লাগিল। নিদ্রার ব্যাঘাত হওয়াতে পাড়ার লোক তাঁহাদের উপর ক্রুদ্ধ হইল। কেহ বলিতে লাগিল "নর্ত্তন ও কুর্দ্দন করিয়া ও পাড়া প্রতিবেশীর বিরক্তি উৎপাদন করিয়া এ আবার কি প্রকার ধর্ম্ম? লোকে মনে মনে ভগবান্ ভজনা করে, ইহারা দেখিতে পাই প্রকাশ্যে হট্টগোল করিয়া ভগবান্ ভজনা করে। কেহবা ইহাদিগকে বাতিকগ্রস্ত উন্মাদ বলিয়া স্থির করিলেন। ফলতঃ সকলেই এই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মুসলমান কাজির নিকট ইহাদের নামে অভিযোগ করা হইল। কাজি কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া দিবেন প্রতিশ্রুত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে জনরব উঠিল নিমাইপণ্ডিত ও তাঁহার পার্ষদগণকে ধরিবার জন্য কাজি একজন সেনাপতিকে সসৈন্যে পাঠাইতেছেন। বৈষ্ণববিরোধিগণের বড়ই আনন্দ হইল। ক্রমে এই সংবাদ বৈষ্ণবগণের কর্ণে উঠিল। তাহারা সকলে ভীত হইয়া গৌরাঙ্গকে জানাইল। গৌরাঙ্গ এই সময়ে অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার মনে ভয়ের উদ্রেক হইল না। বরং তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অকুতোভয়ে দেশভ্রমণে বহির্গত হইতে লাগিলেন। মদনসুন্দর গৌরাঙ্গদেব দিব্য সুচিকণ বস্ত্র পরিধান করিয়া, তুষার-শুভ্র উপবীত-স্কন্ধে, চন্দনচর্চ্চিত-অঙ্গে, তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে কখন বা নগরভ্রমণে বহির্গত হইতেন, কখন বা সুরধুনীতীরে ভক্তগণসহ উপবিষ্ট থাকিতেন। একদিবস গঙ্গাতীরে নিমাই একাকী উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে পুলিনে একদল

গঙ্গাদাস-শিষ্য-পদে মোর নমস্কার।
কোটিচন্দ্র জিনি রূপ বদন যাঁহার॥
বনমালা করে, দধি ওদন যাঁহার।
জগন্নাথ-পুত্র-পায়ে মোর নমস্কার॥
শৃঙ্গ-বেত্র-বেণু-চিহ্ন ভূষণ যাঁহার।
সেই তুমি, তোমার চরণে নমস্কার॥
চারি বেদে যারে ঘোষে নন্দের কুমার।
সেই তুমি, তোমার চরণে নমস্কার॥
তুমি বিষ্ণু, তুমি কৃষ্ণ, তুমি যজ্ঞেশ্বর।
তোমার চরণোদকে গঙ্গা তীর্থবর॥
জানকী জীবন তুমি, তুমি নরসিংহ।
অজ ভব আদি তব চরণের ভৃঙ্গ॥
তুমি সে বেদান্ত বেদ, তুমি নারায়ণ।
তুমি সে ছলিলা বলি হইয়া বামন॥
তুমি হয়গ্রীব, তুমি জগতজীবন।
তুমি নীলাচল-চন্দ্র সবার কারণ॥" (চৈতন্য ভাগবত)।

শ্রীবাস এইরূপ স্তবপাঠ করিয়া ধরণীলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন। এবং বলিতে লাগিলেন, "প্রাণনাথ! আজি তোমার চরণ দর্শন করিয়া আমার জন্ম সার্থক হইল; আমার সকল দুঃখ নাশ হইল, আমার কুল পবিত্র হইল। অদ্য আমার ভাগ্যের আর সীমা রহিল না।" তখন শ্রীবাসের স্তবে পরিতুষ্ট প্রভু আদেশ দিলেন, "শ্রীবাস তোমার বাটীর সকলকেই আমার এই মূর্ত্তি দর্শন করাও ও তোমার অভিমত বর প্রার্থনা কর।" তখন শ্রীবাস সপরিবারে বিষ্ণুপূজার্থে সজ্জিত পুষ্পরাজি গ্রহণপূর্ব্বক প্রভুর চরণ পূজা করিলেন। তাঁহার ভ্রাতৃজায়া, দাস, দাসী সকলে

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

-(:-*:)-

নিত্যানন্দ।

কৃষ্ণভক্তিময় গৌরচন্দ্র এই অবধি বিভিন্ন আবেশে আবিষ্ট হইতে লাগিলেন। যখন তিনি দাস্যভাবে ক্রন্দন করেন, তখন দুনয়নে ধারা প্রবাহিত হইতে থাকে। যখন মূর্চ্ছাপন্ন হন, তখন প্রহরেক কাল রুদ্ধশ্বাস জড়ের ন্যায় পতিত থাকেন; যখন তাঁহার কৃষ্ণাবেশ হয়, তখন "আমি সেই, আমি সেই" হুহুঙ্কার রবে নাড়া বুড়া অর্থাৎ অদ্বৈতাচার্য্যের অনুসন্ধান লয়েন; অদ্বৈতাচার্য্যকে তিনি "নাড়া" বলিয়া সম্বোধন করিতেন; যথা, চৈতন্য ভগবতে :—

"কোথা গেল নাড়া বুড়া সে আনিল মোরে।
বিলাইমু ভক্তিরস প্রতি ঘরে ঘরে॥"

আবার অক্রূর সম্বন্ধীয় কোন শ্লোক পাঠ করিলে বা শুনিলে আপনাকে অক্রূর জ্ঞানে সেই মত বাক্য বলেন, ও তদনুযায়ী কার্য্য করেন। এইরূপে তাঁহার নানা ভাবের নানা কথা শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণবগণ আনন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। এক দিবস তিনি শ্রীকৃষ্ণের বরাহ ভাবের শ্লোক শ্রবণপূর্ব্বক গর্জ্জন ও হুহুঙ্কার রবে মুরারিগুপ্তের বাটী গমন করিলেন। ভগবান্ ও মনুষ্যে বিভিন্ন বোধ করিতেন না বলিয়া প্রভু শৈশবে

পবিত্রতা লাভ করা যায়। তিনি কোন্ সাহসে তাহা মিথ্যা বলিয়া বর্ণনা করেন?" অনন্তর তিনি মুরারিকে পুনরায় সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "মুরারি! তুমি আমার ভক্ত, এজন্য আমি তোমাকে কিঞ্চিৎ গুহ্য কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমিই পূর্ব্বে বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছিলাম, এই সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভে আবার আমার অবতার, দুষ্টের দলন ও ভক্তের পালন করিবেন। যে কালে আমি পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছিলাম, ধরণী আমার স্পর্শে গর্ভবতী হইয়া নরক নামে মহাবল দেব-দ্বিজভক্ত পরম ধার্ম্মিক পুত্র প্রসব করেন। পরে মৎপুত্র নরক বাণসংসর্গে ভক্তদ্রোহী হইলে, আমিই তাহার সংহারসাধন করিয়াছিলাম।"

এই প্রকারে নবদ্বীপে সর্ব্বত্র আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল। জগন্নাথ-গৃহে শচীদেবীর জঠরাকাশে নিমাই শ্রীকৃষ্ণের অবতাররূপে যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। ভক্তগণ এক্ষণে আর নিমাইয়ের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন না, দিবানিশি কীর্ত্তনানন্দে প্রমত্ত হইলেন।

এই সময়ে নিত্যানন্দ নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়েন। তিনি রাঢ়দেশীয় একচাকা গ্রামে হাড়াইপণ্ডিতের ঔরসে পদ্মাবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। নিত্যানন্দ বাল্যকালে বালক-বালিকাসহ ক্রীড়া করিতেন। কৃষ্ণ ও রামলীলা ব্যতিরেকে তাঁহার ক্রীড়া আর কিছুই ছিল না। বালক নিত্যানন্দের এতাদৃশ ক্রীড়া দর্শন করিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইতেন। তিনি হাড়াইপণ্ডিতের পুত্রগণমধ্যে জ্যেষ্ঠ হইলেও পিতামাতার বড় প্রিয় ছিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে একদণ্ড দর্শন না করিলে অস্থির হইতেন। বিশেষ নিত্যানন্দের শৈশবাবধি গৃহত্যাগের সঙ্কল্প তাঁহারা জানিতে পারিয়াছিলেন। দৈবযোগে কোন এক সন্ন্যাসী হাড়াইপণ্ডিতের বাটী উপনীত হইলেন। পরম কৃষ্ণভক্ত হাড়াইপণ্ডিত, সমাদরপূর্ব্বক তাঁহাকে ভিক্ষা করাইয়া, সমস্ত রজনী তাঁহার সহিত কৃষ্ণ-কথায় নিমগ্ন থাকিলেন।

র্য্যামী গৌরাঙ্গ এক্ষণে নিত্যানন্দের আগমন অবগত হইয়া ভক্তগণসকাশে কহিলেন, "আমি অদ্য স্বপ্ন দেখিয়াছি যে, প্রকাণ্ড এক রথে জনৈক সুদীর্ঘায়তন মহাপুরুষ আমার বাটীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পরিধান নীলবসন, মস্তকেও নীলবস্ত্র, হস্তে বেত্রবাঁধা কমণ্ডলু। আমি তাঁহার দর্শনমাত্র তাঁহাকে হলধর বলিয়া চিনিতে পারিলাম।" এই কথা বলিতে বলিতে প্রভুর বলরামভাব দেখা দিল। তখন তিনি 'মদ আন, মদ আন' বলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই স্বাভাবিক ভাব অবলম্বন করিয়া শ্রীবাস প্রভৃতি দুই তিন জন ভক্তকে নিত্যানন্দের অন্বেষণে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা নবদ্বীপের সর্ব্বত্র অনুসন্ধানপূর্ব্বক নিত্যানন্দনাম কোন মহাপুরুষকে না দেখিয়া গৌরাঙ্গের নিকট সংবাদ দিলেন। ভক্তগণের বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া গৌরাঙ্গসুন্দর তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া নন্দন আচার্য্যের বাটী উপনীত হইলেন। কোটি-সূর্য্যসমপ্রভাসমন্বিত, পরিহিতনীলবসন, পুরুষশ্রেষ্ঠকে দর্শন করিয়া বিশ্বম্ভর গণসহ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। অতঃপর সেই মহাপুরুষের সম্ভ্রমার্গ মৌনাবলম্বনে সকলে দণ্ডায়মান রহিলেন। বিশ্বম্ভরকে দর্শন করিয়া নিত্যানন্দ তাঁহাকে আপন ঈশ্বর বলিয়া চিনিতে পারিলেন। তিনি তখন স্থিরনেত্রে বিশ্বম্ভরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং ইচ্ছা করিতে লাগিলেন যেন তাঁহাকে হৃদয়মধ্যে স্থাপন করেন। এই সুখের মিলনকালে কাহারও মুখ দিয়া বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, সকলেই স্তম্ভিত। তখন গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দের প্রেমের গভীরতা জানাইবার জন্য, শ্রীবাসকে শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনাত্মক একটী শ্লোক পাঠ করিবার আদেশ দিলেন। শ্রীবাসের শ্লোকপাঠ শ্রবণ করিবামাত্র নিত্যানন্দের প্রেমদ্বার উদ্ঘাটিত হইল, তৎক্ষণাৎ তিনি হতচৈতন্য হইয়া ভূপতিত হইলেন। শ্রীবাসের মধুর কৃষ্ণরূপ-গানে মোহিত নিত্যানন্দ পুনরপি সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া কখন "মধু দেহ, মধু দেহ" বলিয়া রব করিতে লাগিলেন, কখন বা আছাড়িয়া ভূতলে

গদাধর বলে ভাল বলিলে পণ্ডিত।
সেহ বুঝি যেন রাম লক্ষ্মণ চরিত॥
কেহ বলে দুই জন যেন দুই কাম।
কেহ বলে দুই জন যেন কৃষ্ণ রাম॥
কেহ বলে আমি কিছু বিশেষ না জানি।
কৃষ্ণ কোলে যেন শেষ আইলা আপনি॥
কেহ বলে দুই সখা যেন কৃষ্ণার্জ্জুন।
সেই মত দেখিলাম যেন স্নেহ পূর্ণ॥ চরিতামৃত।

এই প্রকার নিত্যানন্দ-সমাগমে বিশ্বম্ভর প্রভৃতি সকলে কৃষ্ণরসে মত্ত হইলেন। সকলেরই নয়ন দিয়া আনন্দনীর প্রবাহিত হইতেছে। এমন সময়ে প্রভু বিশ্বম্ভর, আগামী কল্য পৌর্ণমাসী ব্যাসপূজার দিবস স্মরণ করিয়া, নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীপাদ! কল্য পৌর্ণমাসী, আপনি কোন্ স্থানে ব্যাসদেবের পূজা সমাধা করিবেন?" নিত্যানন্দ তৎক্ষণাৎ শ্রীবাসপণ্ডিতকে দেখাইয়া কহিলেন, "এই বামনার ঘরেই ব্যাসপূজা করিব।" শ্রীবাস ইহাতে বড়ই প্রীত হইয়া ভাবিলেন, "আমার বড় ভাগ্য, কল্য ব্যাসপূজা দর্শন করিব।" অনন্তর হরিধ্বনি করিতে করিতে তথা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সকলে শ্রীবাস-মন্দিরে গমন করিলেন। তথায় গমন করিলেই বহির্দ্বার রুদ্ধ হইল এবং সকলে একত্র হইয়া কীর্ত্তনে নিবিষ্ট হইলেন। এমন মধুর কীর্ত্তন কখনও হয় নাই। বিশ্বম্ভর ও নিত্যানন্দ উভয়ে উভয়ের হস্তধারণপূর্ব্বক অপরূপ অঙ্গভঙ্গিসহ নৃত্য আরম্ভ করিলেন। ভক্তগণ তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া গাইতে লাগিলেন। নিতাই চৈতন্যের চিরদিবসের প্রেম উথলিয়া উঠিল। উভয়ে উভয়ের ধ্যান করিতে লাগিলেন, ক্ষণে ক্ষণে কোলাকুলি করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন এবং উভয়ে উভয়ের চরণধারণের প্রয়াসী, কিন্তু উভয়েই চতুর বলিয়া কাহারও সে আশা ফলবতী হইল না। এইরূপে নৃত্য করিতে করিতে হঠাৎ প্রভু

বদন-মণ্ডল ঔৎসুক্যসহকারে দর্শন করিতে লাগিলেন। বহু দিবস অদর্শন-জন্য তাঁহার চিত্তপটে অঙ্কিত বিশ্বরূপের মূর্ত্তির সহিত নিতাইয়ের মূর্ত্তির কিঞ্চিৎ বিসাদৃশ্য লক্ষিত হওয়ায় বোধ হয় সন্দিগ্ধচিত্তে শচীমাতা নিতাইকে জিজ্ঞাসিলেন, "বাবা! তুমি কি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপ?" নিতাই উত্তর করিলেন, "হা মা! আমি তোমার পুত্র বিশ্বরূপ।" তখন শচীর আর আনন্দের সীমা রহিল না, তিনি নিতাইকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। বহু দিবসের হারাধন প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার চক্ষু দিয়া দর দর ধারা বহিতে লাগিল। দুই ভ্রাতা একত্র মিলিত হইল দেখিয়া নিমাইয়ের জন্য শচীমাতার অনেক ভাবনা দূরীভূত হইল।

পিতৃদেবকে বিবাহ দিবার উদ্যোগী দেখিয়া বিশ্বরূপ ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম কালে বাটী ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। পরে নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে পুনার নিকটবর্ত্তী পাণ্ডুপুর নামক গ্রামে জীবলীলা সংবরণ করেন। তিনিই একচাকা গ্রামবাসী মহাপুণ্যবান্ হাড়াই-পণ্ডিতের নিকট হইতে তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র নিত্যানন্দকে তীর্থ পর্য্যটনের দোসর করিবার জন্য ভিক্ষা লইয়াছিলেন। কথিত আছে তিনি নিজ দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক এই নিত্যানন্দ-দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। এবং সেই অবধি তিনি কৃষ্ণান্বেষণ করিতে করিতে সম্প্রতি এই নবদ্বীপে উপনীত হইয়াছিলেন।

তাহা সমস্ত অদ্বৈত শ্রবণ করিয়াছেন। এজন্য শ্রীরামকে দর্শন মাত্রই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার প্রতি নবদ্বীপ গমনের আদেশ হইয়াছে এবং শ্রীরাম তাহা জ্ঞাপনার্থ আগমন করিয়াছেন। তাঁহার মন যদিও আনন্দে উন্মত্তবৎ হইয়াছে তথাপি হৃদয়বেগ সংবরণ করিয়া শ্রীরামের আগমনাভিপ্রায় জিজ্ঞাসিলেন। শ্রীরাম কহিলেন, "আপনি সকলই অবগত আছেন, সুতরাং ত্বরায় নবদ্বীপগমনের উদ্যোগ করুন।" তখন গূঢ়াকারেঙ্গিত অদ্বৈত কহিলেন, "আমি কি জন্য নবদ্বীপ গমন করিব? তোমরা যেরূপ জনৈক বালককে প্রাপ্ত হইয়া উন্মত্ত হইয়াছ, আমি তাদৃশ নির্ব্বোধ নই। নবদ্বীপে আবার অবতার কোথা হইতে আসিল? এবং কোন্ শাস্ত্রেই বা নবদ্বীপে অবতারের কথার উল্লেখ করে? তোমরা আমার মর্ম্ম কি বুঝিবে? তোমার দাদা সে বিষয়ে সম্যক্ অবগত।" শ্রীরাম অদ্বৈতের চরিত্র অবগত ছিলেন, সুতরাং মনে মনে হাস্য করিয়া কহিলেন, "শাস্ত্র আমরা কি বুঝিব? তাহা আপনিই জানেন। তবে ভগবানের আজ্ঞা আপনাকে নিবেদন করি। তিনি বলিয়াছেন, 'তুমি যাঁহার জন্য এত উপবাস, এত আরাধনা, এত ক্রন্দন করিয়া আসিতেছ, সেই প্রভু এক্ষণে প্রকাশ হইয়াছেন।' তিনি ভক্তিযোগ বিতরণ পূর্ব্বক জীব উদ্ধার কল্পে বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। তিনি আপনার দর্শনাপেক্ষী, আপনি সস্ত্রীক তথায় গমন করুন। প্রভুর দ্বিতীয় দেহস্বরূপ নিত্যানন্দ প্রভুরও আগমন হইয়াছে। আপনি বোধ হয় তাঁহাকে বিলক্ষণ জানেন।"

অমৃত-বিন্দুসুন্দর রামাইবাক্য শ্রবণ করিয়া অদ্বৈতাচার্য্য বাহুদ্বয় উত্তোলিত করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, "প্রভু আমার জন্য বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করিয়া মর্ত্ত্যে আগমন করিয়াছেন, কি সৌভাগ্য!" অদ্বৈতকে এতাদৃশ কৃষ্ণ-প্রেমমুগ্ধ অবলোকন করিয়া তদীয় গৃহিনী সীতাদেবী ও পুত্র অচ্যুতানন্দও প্রেমপূর্ণ-হৃদয়ে ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন। নিমেষমধ্যে

হইয়াছি। এক্ষণে তুমি যদৃচ্ছা প্রেমভক্তি বিতরণ কর।” গৌরাঙ্গসুন্দরের অনুকম্পার বাক্য শ্রবণ করিয়া অদ্বৈত করযোড়ে কহিলেন, “প্রভো! আপনারই সৃষ্ট জীবগণকে উদ্ধার করিবার জন্য আপনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমার কি সাধ্য যে, আমি আপনাকে আনয়ন করিব? আমি ত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, এমন মহৎ কে আছে যে আপনাকে আনিতে পারে? আপনি সন্তানের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহাদের পাপতাপ-জর্জ্জরিতচিত্তে শান্তি-বিধান-জন্য ইচ্ছাসুখে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অধম, পাপী. কীটানুকীট আমরা এই যে সুযোগে আপনার চরণ-দর্শন পাইলাম, ইহাই আমাদের উদ্ধার-কারণ। আজি আমাদিগের জন্ম ও সর্ব্ব কর্ম্ম সার্থক হইল, এক্ষণে অনুমতি হইলে আপনার পূজা করিয়া চিত্তের চরিতার্থতা লাভ করি।” এই বলিয়া সস্ত্রীক অদ্বৈতাচার্য্য চৈতন্যদেবের চরণ সুবাসিত জলে ধৌত করিয়া গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ প্রভৃতি উপচারে ভক্তিসহকারে পূজাসমাপনপূর্ব্বক তাঁহার স্তবপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন।

“জয় জয় সর্ব্বপ্রাণনাথ বিশ্বম্ভর।
জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণাসাগর॥
জয় জয় সিন্ধু সুতা রূপ মনোরম।
জয় জয় শ্রীবৎস কৌস্তুভ-বিভূষণ॥
জয় জয় মহাপ্রভু অনন্ত শয়ন।
জয় জয় জয় সর্ব্ব জীবের শরণ॥
তুমি বিষ্ণু, তুমি কৃষ্ণ, তুমি নারায়ণ।
তুমি মৎস্য, তুমি কূর্ম্ম, তুমি সনাতন॥
তুমি সে বরাহ প্রভু, তুমি সে বামন।
তুমি কর যুগে যুগে দেবের পালন॥
তুমি সে প্রহ্লাদ লাগি কৈলে অবতার॥
হিরণ্য বধিয়া নরসিংহ নাম যাঁর।

নেও তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবৎস্বরূপ দর্শন করিয়া মহাজ্ঞানী, তপঃপরায়ণ, যাজক অদ্বৈত ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়াও আবার একটু নিমাই সম্বন্ধে সন্দিহানচিত্ত হইলেন। বালক নিমাই, তিনি ইঁহাকে কয়েক বৎসরমাত্র পূর্ব্বে নগ্নবেশে ক্রীড়াপরায়ণ অবলোকন করিয়াছেন, তিনি কিরূপে এরূপ ঐশ্বর্য্যশালী হইলেন? এই সন্দেহ মনোমধ্যে উদিত হওয়ায় তিনি পুনরায় নবদ্বীপে শ্রীবাসের বাটী আগমন করিলেন। গৌরাঙ্গ তখন শ্রীবাসের বাটী ভক্তগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া কৃষ্ণকথামৃতরসে নিমগ্ন ছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্যকে দেখিবামাত্র সকলে তাঁহার সম্ভ্রমার্থ দণ্ডায়মান হইলেন। তখন অদ্বৈত প্রভুকে প্রণাম করিলেন;—প্রভুও তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। সকলে কিছুক্ষণ কৌতুকালাপে অতিবাহিত করিলে শচীদেবীর নিকট হইতে একজন লোক আসিয়া অদ্বৈতাচার্য্যকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন অবগত করাইল। এই কথা শ্রবণমাত্র অদ্বৈত কহিলেন, "অদ্য আমার কি সৌভাগ্য! জগজ্জননীর নিমন্ত্রণে অদ্য আমি শ্রীভগবানের সহিত সুখে ভোজন করিব।"

শ্রীবাস তাহা শুনিয়া কহিলেন, "আমিও শ্রীভগবানের শরণাগত, তিনি যদি একান্তই দয়া না করেন, তবে স্বয়ং যাইয়া জগজ্জননীর নিকট মাগিয়া খাইব।"

মাতা অদ্বৈতকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ একটু চিন্তান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত অদ্বৈতের আহার বিহার ছিল না, সুতরাং তাঁহার বাটী গিয়া অদ্বৈত নিজে রন্ধন করিয়া আহার করিবেন কি না, এ কথা কি প্রকারে জিজ্ঞাসা করেন? শ্রীবাসের বাক্যে তাঁহার সে সঙ্কোচ ঘুচিয়া গেল, সুতরাং তিনি শ্রীবাসকেই লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "দুটী অন্ন খাইবে তাহাতে কুণ্ঠিত নই, তবে দুজনের জন্য রন্ধন করিতে আচার্য্যের অধিক পরিশ্রম হইবে।"

শ্রীবাসের প্রতি নিমাইয়ের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অদ্বৈত কহিলেন,

নবম পরিচ্ছেদ।

হরিদাস।

ভক্তগণ পূর্ব্বাধ্যায়ে বিবৃত আনন্দরসে নিমগ্ন আছেন, এমন সময়ে গৌরপদাম্বুজসন্নিকটে হরিদাস নামে জনৈক মহাশয় ব্যক্তি আগমন করিলেন। কৃষ্ণনামে তাঁহার অন্তর সর্ব্বদাই উল্লসিত, কৃষ্ণপ্রেমে তাঁহার চিত্ত পরিপূর্ণ, কৃষ্ণগুণানুকীর্ত্তনই তাঁহার একমাত্র কার্য্য। গৌরচন্দ্র তাঁহাকে দর্শনমাত্র "আইস, আইস" বলিয়া সাদর সম্ভাষণসহকারে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। ঠাকুর, হরিদাসকে আসন পরিগ্রহে অনুরোধ করিলে, হরিদাস প্রণতিপূর্ব্বক তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। গৌর তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক উঠাইয়া সুগন্ধি চন্দন তাঁহার অঙ্গে অনুলেপন করিলেন ও নিজ কণ্ঠ হইতে মাল্য তাঁহার গলদেশে অর্পণ করিলেন। তদনন্তর প্রচুর মহাপ্রসাদ দ্বারা তাঁহাকে তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইলেন।

এই হরিদাসের বাড়ী বনগ্রাম মহাকুমার অন্তর্ব্বর্ত্তী বুড়ন গ্রামে। ব্রাহ্মণ তনয়, শৈশবে মাতাপিতৃহীন ও আত্মীয়-স্বজনবিরহিত হরিদাস মুসলমান কর্ত্তৃক লালিতপালিত হইয়া মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া হরিদাস পরম কৃষ্ণভক্ত সাধুপুরুষ হইলেন। তিনি উচ্চ

কর, তাহা হইলে তোমার দণ্ডাজ্ঞা রহিত করিয়া তোমাকে রাজ-সরকারে শ্রেষ্ঠ কার্য্যে নিযুক্ত করিব।”

প্রকৃতভক্ত-হৃদয় ভয়প্রদর্শনে অভিভূত হয় না, বরং তাহার সাহস, উৎসাহ, তেজঃ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। হরিদাস উত্তর করিলেন—

“খণ্ড খণ্ড হই যদি যায় দেহ প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥”

কাজির দুষ্ট অনুচরগণ হরিদাসের বধার্থে বাইস বাজারে তাঁহাকে লইয়া গেল। দুর্ব্বুদ্ধি পিশাচগণ বাজারে বাজারে তাহার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত আরম্ভ করিল। মহাভক্ত, অবিচলিতচিত্ত হরিদাস কৃষ্ণনামানন্দে মুগ্ধ হইলেন। অত্যন্ত প্রহারেও হরিদাস কষ্ট অনুভব করিলেন না। সুজন-গণ, রাজা উজীরের এতাদৃশ নৃশংস আচরণে, রাজ্যের অনিষ্টপাতাশঙ্কায় ভীত হইলেন। কেহ বা তাঁহাদিগকে অভিসম্পাত দিলেন, কেহ তাঁহাদিগের সহিত কলহে উদ্যোগী হইলেন, কেহ বা তাঁহাদিগের পদধারণপূর্ব্বক ক্ষান্ত হইবার অনুনয় করিলেন। চোর যেমন ধর্ম্মের কাহিনী শ্রবণ করে না, তদ্রূপ এই পাপাচারী কর্ম্মচারিগণ সমবেত জনবর্গের অনুনয় বিনয়ে কর্ণ-পাতও করিল না। তাহারা যতই প্রহার করিতে লাগিল, হরিদাসের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। যে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে প্রহ্লাদ পিত্রনুচরগণের নিগ্রহকে নিগ্রহ বলিয়া বোধ করেন নাই, তাঁহারই প্রসাদে হরিদাস কাজীর অনুচরগণের সজোর বেত্রাঘাতে ক্লিষ্ট হইলেন না। বরং পাপিষ্ঠ প্রহারকারিগণের অপরাধ মার্জ্জনার জন্য শ্রীকৃষ্ণের দয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। দুই তিন বাজারে বেত্রাঘাত করিলেই মনুষ্যের প্রাণবিয়োগ হয়, কিন্তু হরিদাসকে বাইস বাজারে বেত্রাঘাত করিয়াও কর্ম্মচারিগণ দেখিল ইঁহার প্রাণ বিযুক্ত হইল না। তখন তাহারা মনে করিল ‘ইনি স্বয়ং পীর, অথবা পীরের অনুগৃহীত কোন সাধু পুরুষ হইবেন।’ সকলে

এজন্য পরস্পরে কহিতে লাগিল, "ইহার প্রাণ সংহার করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। ইহার বধসাধনে অকৃতকার্য্য হইলে কাজী আমাদিগের সকলের প্রাণ হন্তারক হইবেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।" অনুচরগণকে এইরূপ বাক্যালাপ করিতে শ্রবণ করিয়া সাধু হরিদাস কহিলেন," আমি জীবিত থাকিলে যদি তোমাদের সকলের অনিষ্ট সম্ভাবনা থাকে, তবে আমি স্বয়ংই প্রাণবিসর্জ্জন করিতেছি।" এই বলিয়া সর্ব্ব-শক্তিসমন্বিত শ্রীকৃষ্ণ-সহায় হরিদাস ধ্যান-নিয়ন্ত্রিত হইলেন। তাঁহার হস্ত পদাদি অবষ্টম্ভ হইল এবং শ্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া গেল। সকলে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া হরিদাসকে মুলুকপতির নিকট লইয়া গেল। মুলুকপতি তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া কবরিত করিবার আদেশ দিলেন। কিন্তু কাজীর ইহাতে মনস্তুষ্টি হইল না। তিনি কহিলেন, "কবরিত হইলে ইহার পরকালে সদ্গতি হইবে, ইহাকে নদীতে নিক্ষেপ কর, যেন চিরজীবন ইহার দুঃখে অতিবাহিত হয়।" কাজীর অনুমতিক্রমে সকলে হরিদাসের দেহ নদীজলে প্রক্ষেপ করিবার জন্য উঠাইতে গেল। ধ্যানানন্দে নিমগ্ন হরিদাস অটল অচলের ন্যায় রহিলেন। তদীয় শরীরে বিশ্বম্ভরের অধিষ্ঠান হেতু কাহারও নাড়িবার শক্তি হইল না। মহাস্তম্ভের ন্যায় পতিত নিশ্চল হরিদাসের দেহ মহাবলশালী পাইকগণও ঠেলিয়া সরাইতে পারিল না। লঙ্কাদগ্ধ করিবার জন্য হনুমান্ যেমন স্বেচ্ছায় রাক্ষসবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, জগৎ-শিক্ষার্থেও সেইরূপ হরিদাস যবনপ্রহার অঙ্গে সহ্য করিয়াছিলেন। হরিদাসের ঈদৃশী অদ্ভুত শক্তি দর্শনে উপস্থিত সকলেই তাঁহাকে পীর অথবা পরম যোগী জ্ঞানে নমস্কার করিলেন। যবনগণ হরিদাসের কৃপায় নিস্তার পাইল।

কতক্ষণে হরিদাস বাহ্যপ্রাপ্ত হইলে সম্মুখেই মুলুকপতিকে দর্শন করিলেন। মুলুকপতি তৎক্ষণাৎ করযোড়ে হরিদাসকে কহিলেন, "তুমি যে মহাপীর তাহা আমি অবগত হইলাম। অনেকেই জ্ঞানী ও যোগী বলিয়া পরিচয় দেয় বটে, কিন্তু তুমি বাস্তবিক সিদ্ধ পুরুষ, তোমার শত্রু কি মিত্র

মনে বিদ্যানিধি সম্বন্ধে বিপরীত ভাবের উদয় হইল। তাঁহার বিচিত্র খট্টাঙ্কোপরি দুগ্ধফেননিভ শয্যা, তাঁহার কেশবিন্যাস ও তদুপরি গন্ধদ্রব্য লেপন প্রভৃতি বিষয়ভোগেচ্ছা দর্শন করিয়া গদাধরের তাঁহার প্রতি বিরক্তি জন্মিল। মুকুন্দ তাহা জানিতে পারিয়া বিদ্যানিধির কৃষ্ণ ভক্তির গভীরতা গদাধরকে দেখাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনাত্মক একটী শ্লোক পাঠ করিলেন। গদাধর দেখিলেন, বিদ্যানিধি সংজ্ঞাশূন্য। নিমেষ মধ্যে ধূলায় পতিত হইয়া বিদ্যানিধি "কৃষ্ণ রে, বাপ আমার" বলিয়া রোদন করিয়া উঠিলেন। তাঁহার পরিহিত সুন্দর ও শুভ্র বহুমূল্য বসন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, বিন্যস্ত চিকুররাশি ধূলিজড়িত হইয়া অসম্বদ্ধভাবে মস্তকের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। তখন তিনি যেরূপ দীনভাবে কাতর নিনাদে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন তাহা শুনিলেও পাষাণহৃদয় দ্রবীভূত হয়। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "কৃষ্ণ রে! বাপ রে! আমার প্রাণের ঠাকুর, কবে আমাকে উদ্ধার করিবে? আমার হৃদয়ে তিলমাত্র ভক্তি নাই, আমাকে কাষ্ঠ ও পাষাণবৎ করিয়াছ। বাপ, আমিই দেখিতেছি একাকী এ অবতারে বঞ্চিত হইলাম, হে দেব, আমাকে ত্যাগ করিও না।"

বিষয়ী লোকের হৃদয় এতাদৃশ ভক্তির আধার হইতে পারে তাহা গদাধর অগ্রে জানিতে পারেন নাই। এক্ষণে তিনি বুঝিলেন যে, কৌপীন পরিধান করিলেই ভক্ত হয় না। এক্ষণে তিনি আপনাকে ভক্তদ্রোহী বলিয়া অপরাধী মনে করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য বিদ্যানিধির নিকট মন্ত্র গ্রহণে অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। বিদ্যানিধিও সন্তুষ্ট হইয়া শুক্ল দ্বাদশী তিথিতে তাঁহাকে মন্ত্রদানে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

মুকুন্দ ও গদাধর বিদ্যানিধির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলে রাত্রিযোগে বিদ্যানিধি অতিদীনবেশ ধারণপূর্ব্বক নিমাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নিমাইয়ের সম্মুখীন হইবামাত্র তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া

নিত্যানন্দ প্রতি এতাবৎ বিশ্বাস, তখন বুঝিলাম নিত্যানন্দকে তুমিই চিনিয়াছ, একারণ আমি তোমাকে এই বর দিতেছি যে, লক্ষ্মী দেবীও নগরে নগরে ভিক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু তোমার গৃহে কদাপি দারিদ্র্য উপস্থিত হইবে না, এবং তোমার বাটীর বিড়াল কুকুরও আমার প্রতি স্থিরভক্তি হইবে।”

অতঃপর বিশ্বম্ভর বাটী আগমনপূর্ব্বক মাতার অনুমত্যনুসারে নিত্যানন্দকে নিমন্ত্রণ করিয়া উভয়ে আহারে উপবিষ্ট হইলেন। জননী পরিবেশন করিতেছেন এমন সময়ে তাঁহাকে কৃষ্ণ বলরাম মূর্ত্তি দেখাইয়া স্তম্ভিত করিলেন। এই অবধি বিশ্বম্ভর ভাবাবেশে রহিলেন। শচীদেবী তাঁহাকে গঙ্গাস্নান করিতে কহিলেন। গৌরাঙ্গ তাহার উত্তরে তাঁহাকে রামকৃষ্ণ নাম গ্রহণ করিতে কহিলেন। গৌরচন্দ্রের এখন আর দিবারাত্রির ভেদ জ্ঞান নাই। কখন উদ্ধব, কখন অক্রূর, কখন বা রামভাবে আবিষ্ট হয়েন। একদিবস মহাপ্রভু শ্রীবাসের বাটী আগমন করিয়াছেন, ক্রমে ক্রমে গদাধর, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, বিদ্যানিধি, মুরারি, হিরণ্য, হরিদাস, গঙ্গাদাস, বনমালী, জগদানন্দ, কাশীশ্বর, গোবিন্দ, জগদীশ, শ্রীমান, শ্রীধর, বক্রেশ্বর, শুক্লাম্বর প্রভৃতি বহুতর ভক্ত আসিয়া একত্র হইলেন। সকলে মিলিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে বিশ্বম্ভর নৃত্য করিতে উঠিয়া একেবারে বিষ্ণুখট্টায় গিয়া উপবেশন করিলেন। প্রভুর তখনকার তেজঃপূর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া ভক্তগণ তাঁহার ভগবদ্ভাব অনুধাবনপূর্ব্বক করযোড়ে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। প্রভু তাঁহাদিগকে অভিষেক গীত গাইবার আদেশ দিলেন। তচ্ছ্রবণে ভক্তগণ প্রেমমুগ্ধ হইয়া তাঁহার অভিষেকে মনোনিবেশ করিলেন। ভক্তগণ, শ্রীবাসের দাস দাসী, ও বাটীর স্ত্রীলোকগণ গঙ্গা হইতে সহস্রাধিক কলসপূর্ণ বারি অভিষেক মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তাঁহার মস্তকে ঢালিলেন। শ্রীবাসের দুঃখী নামক একটী দাসীকে ভক্তিপূর্ব্বক জল আনয়ন করিতে দেখিয়া প্রভু স্বেচ্ছায় তাহার নাম সুখী রাখিলেন। প্রভুর

অদ্বৈতাচার্য্যের আদেশক্রমে শচীদেবীকে আনয়ন করা হইল, এবং যে ঘরে নিমাই ভগবদ্ভাবে উপবিষ্ট আছেন সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া পুত্র দর্শন করিতে অনুরোধ করা হইল। সত্বরগমনে শচী গৃহে প্রবিষ্ট হইয়াই দেখিলেন, পুত্র বিষ্ণুখট্টার উপর উপবিষ্ট, তাঁহার অঙ্গ দিয়া দিব্য জ্যোতিঃ বহির্গত হইতেছে। এরূপ জ্যোতিঃ কখন মনুষ্যের অঙ্গবহির্গত হয় না, সুতরাং শচীদেবী তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার পুত্র স্বয়ং ভগবান্। শচী তখন চারিদিক শূন্যময় দেখিলেন। রূপবান, গুণবান ও বিদ্যাবান একমাত্র পুত্রের উপর তাঁহার স্নেহাধিক্যবশতঃ তৎপ্রতি তিনি প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার সম্যক জ্ঞান হইল, নিমাই জগতের ঈশ্বর। সুতরাং তাঁহার উপর শচীদেবীর আর সম্যক অধিকার নাই। এতাদৃশী চিন্তামালা ও শৈশবে এই জগদীশ্বরকে তিনি পুত্রস্নেহে কত তাড়না করিয়াছেন এবং সেই তাড়নাকালে পুত্রের তাঁহার প্রতি উপদেশ বাক্যসকল স্মরণ পথে উদিত হইয়া শচীদেবীকে একবারে জড়ীভূত করিয়া ফেলিল।

শ্রীবাস মাতাকে সম্ভাষণ করিতে বলিলে নিমাই বিরক্তি সহকারে বলিলেন, "আমি উঁহার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু ইনি মদ্ভক্তগণের নিন্দাকারিণী, সুতরাং আমার প্রসাদ-পাত্রী নহেন।" তখন অদ্বৈত বলিলেন, "জগজ্জননী তোমারই প্রতি স্নেহাতিশয্য হেতু আমাদিগকে দোষারোপ করিলেও তোমার নিকট অপরাধিনী হইতে পারেন না।"

শচীদেবী পুত্রের মহিমা দর্শনে এরূপ মোহিতা হইয়াছিলেন যে, অদ্বৈত ও শ্রীবাসের সহিত তাঁহারই সম্বন্ধে যে কথা বার্ত্তা হইতেছিল তাহা অনুধাবন করিতে পারিলেন না। চমৎকৃতা শচীদেবী যতই পুত্রমুখদর্শন করিতে লাগিলেন, ততই তাহার মনে তাঁহাকে ভগবান বলিয়া দৃঢ় ধারণা হইল। এবং খট্টা সম্মুখে অগ্রসর হইয়াই ভগবানরূপী নিমাইকে

সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। নিমাই তৎক্ষণাৎ তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন।

অনন্তর শ্রীবাস ও অদ্বৈত দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া শচীদেবী, মালিনী, সীতা ও অপরাপর মহিলাগণসহ হুলুধ্বনি সহকারে নিমাইয়ের আরত্রিক আরম্ভ করিলেন। ভক্তগণের কেহ কেহ আরত্রিক মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। শঙ্খ, ঝাঁঝর, ঘণ্টা প্রভৃতি বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল।

নিমাই সপ্তপ্রহর ধরিয়া ভগবদ্ভাবে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহাকে মহাপ্রকাশ নামে বর্ণনা করা হইয়াছে। আরত্রিক-কার্য্য সম্পন্ন হইলে শচীদেবী নিমাইয়ের আদেশক্রমে বাটী প্রেরিত হইলেন।

অনন্তর মহাপ্রভু শ্রীধরকে আনয়ন জন্য আজ্ঞা দিলেন। ভক্তগণ আজ্ঞামাত্র সত্বর প্রস্থান করিয়া শ্রীধরের বাটী উপনীত হইলেন। এই শ্রীধর কলার খোলা ও পাতা বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। খোলা বিক্রয়দ্বারা যে অর্থ উপার্জ্জিত হইত, তাহার অর্দ্ধাংশ গঙ্গা দেবীর নৈবেদ্যার্থে ব্যয়িত হইত, এবং অপরার্দ্ধ দ্বারা জীবনোপায় নির্ব্বাহ হইত। এই কৃষ্ণভক্ত শ্রীধরের নিকট হইতে গৌরাঙ্গ প্রায়ই খোলা ও পাতা বিনামূল্যে গ্রহণ করিতেন। ভক্তগণ শ্রীধরের নিকট গিয়া যখন বলিলেন, "শচীদেবীর গর্ভজাত নিমাই অদ্য পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণরূপে প্রকাশ পাইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য তোমার প্রতি আদেশ হইয়াছে," তখন শ্রীধর প্রভুর নাম শ্রবণমাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ভক্তগণ তাহাকে ধরাধরি করিয়া আনয়নপূর্ব্বক প্রভুসকাশে অজ্ঞানাবস্থায় স্থাপিত করিলেন। প্রভু সংজ্ঞাশূন্য শ্রীধরকে অবলোকন করিয়া কহিলেন, "শ্রীধর! তুমি আমার বিস্তর আরাধনা করিয়াছ। এক্ষণে গাত্রোত্থান করতঃ আমার রূপ দর্শন কর। আমি অদ্য তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে অষ্টসিদ্ধি দান করিব।"

শ্রীধর নিমাইয়ের সুধামাখা বাক্যে চেতনা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার দিকে

হরিদাসকে আহ্বান করিয়া স্বীয় প্রকাশ অবলোকন করিবার অনুমতি দান করিলেন। দীনতম হরিদাস প্রভুকে দর্শন করিবেন কি? সেই অঙ্গনে পড়িয়া লুণ্ঠিত হইতেছেন ও বলিতেছেন, "বাপ্ বিশ্বম্ভর, জগতের প্রভু, অনাথের নাথ, তুমি পাতকী উদ্ধার করিয়া থাক। আমি নির্গুণ অধম, জাতিবহিষ্কৃত, আমাকে দর্শন করিলে লোকে পাতকী হয় ও স্পর্শ করিলে লোককে স্নান করিতে হয়, তবে এই মাত্র ভরসা, কীটও যত্তপি তোমাকে স্মরণ করে তুমি তাহাকে শ্রীপদে শরণ দান কর। দুর্য্যোধন-চালিত পাপমতি ক্রূর দুঃশাসন একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে সভা মধ্যস্থলে আনয়ন করিলে সঙ্কটে পতিতা সেই দেবী তোমাকে স্মরণ করিয়াছিল, তুমি অমনি তাঁহার বস্ত্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অনন্ত বস্ত্র উৎপাদন করিয়াছিলে। আমি শরণ বিহীন পাপিষ্ঠ, শরণ দান কর। হিরণ্যকশিপু কর্ত্তৃক পুণ্যাত্মা সত্যসন্ধ প্রহ্লাদ গলদেশে প্রস্তর বাধিয়া সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইলে, তোমার নাম স্মরণপূর্ব্বক তিনি সর্ব্ববাধা বিনির্ম্মুক্ত হইয়াছিলেন। হে প্রভো! তোমার স্মরণে ভয়ার্ত্ত ব্যক্তির ভীতিনাশ হয়, দরিদ্রের দারিদ্র্য বিদূরিত হয়, খঞ্জের চলৎশক্তি হয়, অন্ধের দৃষ্টিশক্তি হয়, এবং বধিরের বধিরতা নাশ হয়, বন্ধ্যা পুত্রমুখ দর্শন করে। তোমার চরণ শরণের মাহাত্ম্য আমি আর কি বলিব। আমি কখন তোমার চরণ সেবা করি নাই, কিন্তু দয়াল প্রভো! তুমি আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিতেছ, ইহাতে আমি চরিতার্থ হইলাম, তোমাকে দর্শন করিবার আমার কোন অধিকার নাই।"

প্রভু বলিলেন, "হরিদাস! তোমার দীনতা দেখিলে আমার হৃদয় ফাটিয়া যায়। তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই।"

হরিদাস কহিলেন, "প্রভো, আমার একমাত্র প্রার্থনা এই যে, আমি যেন তোমার ভক্তের প্রসাদ ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারি। হে প্রভো, হে নাথ, হে মোর বাপ বিশ্বম্ভর, আমি মৃত, আমার অপরাধ ক্ষমা কর, হে শচীনন্দন, আমাকে তোমার ভক্তের কুকুর করিয়া রাখিও।"

কিন্তু তাহা বলিয়া আমার এই অপরাধী শরীর ধারণ করা আর উপযুক্ত নহে। কিন্তু দেহত্যাগ করিলেই যে ভগবান্‌কে দর্শন করিতে পাইব, তাহারই স্থিরতা কি? যাহা হউক দেহত্যাগ করিবার পূর্ব্বে প্রভুর নিকট হইতে অবগত হওয়াই ভাল।" এইরূপ স্থির করিয়া মুকুন্দ শ্রীবাসকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ঠাকুর পণ্ডিত, আপনারা আমার জন্য আর প্রভুকে বিরক্ত করিবেন না। তবে আপনারা সকলে মিনতি করিয়া জিজ্ঞাসা করুন, আমি কোন কালেই কি উহার দর্শন পাইব না?" এই বলিয়া মুকুন্দ অজস্র নয়নবারি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ সকলে মুকুন্দের দুঃখে দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন। প্রভুও বিষ্ণু-খট্টার উপর উপবিষ্ট। তিনিও মুকুন্দকে অতি দীনভাবে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে শুনিয়া বাষ্পাকুলনেত্রে কহিলেন, "হাঁ দর্শন পাইবে। তবে কোটী জন্ম পরে।"

মহাপ্রভুর শ্রীমুখোচ্চারিত নিশ্চয় বাক্য শ্রবণ করিয়া মুকুন্দ পরমানন্দে নিমগ্ন হইলেন। প্রেমে বিহ্বল মুকুন্দ কহিলেন, "দর্শন পাইব তো, তবে আর কি? না হয় কোটী জন্ম পরে প্রভুকে যখন পাইব নিশ্চিত জানিলাম, তখন কোটী জন্ম অক্লেশে অতিবাহিত করিব। সে আর ক দিন?" এইরূপ জল্পনা করিতে করিতে 'পাইব পাইব' বলিয়া দুঃখ-সন্তপ্ত, ধূলিধূসরিতাঙ্গ, রোরুদ্যমান মুকুন্দ আনন্দে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। মুকুন্দের বিশ্বাস দেখিয়া বিষ্ণুখট্টায় উপবিষ্ট বিশ্বম্ভরের নয়ন দিয়া ধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন প্রভু তাঁহার প্রতি সদয় হইয়া কহিলেন, "মুকুন্দ! তোমার অপরাধ মর্জ্জিত হইয়াছে। ঘরে আগমনপূর্ব্বক প্রসাদ গ্রহণ কর।" মুকুন্দ মহানন্দে প্রমত্ত, সুতরাং প্রভুর বাক্য তাহার কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইল না। ভক্তগণে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "মুকুন্দ, প্রভু তোমাকে ডাকিতেছেন, শুনিয়াছ?" মুকুন্দের সম্যক্ বাহ্য নাই। সুতরাং নাচিতে নাচিতে তিনি উত্তর করিলেন, "হাঁ শুনেছি, কোটী জন্ম পরে

প্রভুকে পাইব।” তখন ভগবানের আদেশানুক্রমে ভক্তগণ মুকুন্দকে ধরিয়া প্রভুসমক্ষে লইয়া গেলেন। মুকুন্দ প্রভুর সেই জ্যোতিঃপূর্ণ কলেবর দেখিয়া ধরণীতে পতিত হইলেন। তখন বিশ্বম্ভর কহিলেন, “মুকুন্দ, উঠ। আর তোমার তিলার্দ্ধের অপরাধ নাই। আমি তোমার নিকট সম্যক্ পরাজিত হইলাম। আমি তোমাকে যে কোটী জন্মের কথা বলিলাম, তাহা তুমি তিলার্দ্ধ মধ্যে অতীত করিয়াছ। তুমি আমার গায়ন, সুতরাং পরিহাসপাত্র। এজন্য আমি তোমার সঙ্গে পরিহাস করিয়াছিলাম। প্রকৃত পক্ষে তোমার ভক্তিময় শরীর আমার দাস, তোমার জিহ্বাগ্রে আমার নিরন্তর বাস।”

প্রভুর আশ্বাস বাক্য শ্রবণ করিয়া মুকুন্দ আপনাকে ধিক্কার দিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, “আমি ছার মুখে ভক্তি মানি না, ভক্তিশূন্য হইয়া কোন সুখের আশা নাই, দুর্য্যোধন তোমায় বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াও সবংশে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, তাহার হৃদয় ভক্তিশূন্য।”

মুকুন্দের কাতরতা দেখিয়া নিমাই দুঃখিত হইয়া কহিলেন, “মুকুন্দ, তোমার ভক্তি নাই কে বলিল? আমি প্রেমভক্তি বিতরণ করিব বলিয়া তোমার কণ্ঠে ভক্তিদান করিয়াছি। বৈষ্ণব সম্প্রদায় তোমার ভক্তিপূর্ণ কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিলে দ্রব হইয়া যায়। সুতরাং আমি তোমাকে এই বর দিতেছি যে, যেখানে যেখানে আমি অবতাররূপে অবতীর্ণ হইব, সেইখানে সেইখানে তুমি আমার গায়ন হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে।” মুকুন্দের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিয়া ভগবান্ মধুরভাব অবলম্বন করিলেন; করিয়া ভক্তগণকে চর্ব্বিত তাম্বুল বিতরণ করিলেন। ভক্তগণ সেই তাম্বুল ভক্ষণে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া ভগবানের চতুর্দ্দিকে নৃত্য গীত প্রভৃতি বিহারে নিমগ্ন হইলেন। ভগবানের অসীম ক্ষমতা, তাহার শ্রম বিশ্রাম নাই, কিন্তু মনুষ্যের তাহা নহে। বহুক্ষণ নৃত্য গীত বিহারাদিতে ভক্তগণ

এক প্রশ্নের আর এক উত্তর দেন দেখিয়া তিনি বাহিরে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে ধরিলেন। দেখিলেন নিতাই বাহ্যজ্ঞানশূন্য, এজন্য তাঁহার বস্ত্র পরিধান করাইয়া দিলেন। ইতিমধ্যে শচীদেবীর দর্শন পাইয়া নিতাই আহারীয় প্রার্থনা করিলেন। শচীদেবী তৎক্ষণাৎ পাঁচটী ক্ষীরের সন্দেশ দিলেন। নিত্যানন্দ একটী আহার করিয়া অপর চারিটী ভাঙ্গিয়া ছড়াইয়া ফেলিলেন। ইহা দেখিয়া শচীদেবী বড়ই দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "কেন ও চারিটী নষ্ট করিলে, আর ত নাই যে তোমাকে দিব?" নিত্যানন্দ কহিলেন, "সবগুলি একস্থানে দিলে কেন? আমাকে আর চারিটী দেও, খুঁজিয়া দেখ পাইবে।" শচীদেবী ঘরে প্রবিষ্ট হইয়াই দেখিলেন, সেই চারিটী সন্দেশ রহিয়াছে। তিনি হর্ষে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া সেই সন্দেশ আনিয়া দিলেন। নিত্যানন্দকে তৎপূর্ব্বেই সন্দেশ খাইতে দেখিয়া শচী কহিলেন, "বাবা! ইহা আবার কোথায় পাইলে?" নিত্যানন্দ কহিলেন, "তোমার দুঃখ দেখিয়া, যাহা ছড়াইয়া ফেলিয়াছিলাম তাহাই পুনরায় খাইতেছি।" শচীদেবী মনে মনে বুঝিলেন, "আমার পুত্র দুটী দুই দেবতা।"

মাতৃসন্নিধান হইতে শ্রীবাস-ভবনে আগমনপূর্ব্বক নিত্যানন্দ দেখিলেন, মালিনী 'হায় হায়' রবে ক্রন্দন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের ঘৃত-পাত্র বাহিরে রাখিয়া মালিনী কার্য্যান্তরে গমন করিয়াছেন, ইত্যবসরে একটী কাক সেই পিত্তল নির্ম্মিত বাটী চঞ্চুপুটে গ্রহণ করিয়া পলায়ন করিল। মালিনী কাকের অনুসরণ করিলে সে উড়িয়া বনমধ্যে গমন করিল। মালিনী স্বামীর তিরস্কারভাজনা হইবার ভয়ে ক্রন্দন করিতেছেন। এমন সময়ে নিত্যানন্দ তথায় উপনীত হইলেন। মালিনীকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া নিত্যানন্দ তাহার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসিয়া কহিলেন, "আমাকে বল, আমি তোমার দুঃখের নিরাকরণ করিব।" মালিনী কারণ বলিলে, নিত্যানন্দ তাঁহাকে প্রবোধদান করিয়া কহিলেন, "আমি তোমার বাটী আনিয়া

দিব, ক্রন্দন সংবরণ কর।” অনন্তর সেই বায়সকে তথায় পুনরায় আগমন করিতে দেখিয়া নিত্যানন্দ তাহাকে বাটীটি পুনরানয়ন করিতে কহিলেন। কাক তৎক্ষণাৎ প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বাটী আনয়ন করিল দেখিয়া মালিনী নিত্যানন্দের বহুতর স্তব করিলেন ঃ—যথা চৈতন্য ভাগবতে—

যে জন আনিল মৃত গুরুর নন্দন।
যে জন পালন করে সকল ভুবন॥
যমঘর হতে যেই উদ্ধারিতে পারে।
কাকস্থানে বাটী আনে কি মহত্ব তাঁরে॥
যে তুমি লক্ষ্মণ রূপে পূর্ব্বে বনবাসে।
নিরন্তর রক্ষক আছিলা সীতা পাশে॥
তথাপিও মাত্র তুমি সীতার চরণ।
ইহা বই সীতা নাহি দেখিলে কেমন॥
তোমার সেবনে রাবণের বংশনাশ।
সে তুমি যে বাটী আন এ কোন প্রকাশ॥
যাহার চরণে পূর্ব্বে কালিন্দী আসিয়া।
স্তবন করিল মহা প্রভাব জানিয়া॥
চতুর্দ্দশ ভুবন পালন শক্তি যাঁর।
কাক স্থানে বাটী আনি কি মহত্ব তাঁর॥

এক দিবস সশিষ্যে গৌরচন্দ্র উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে নিত্যানন্দ দিগম্বরবেশে তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রভু তাঁহার নগ্নবেশ নিরীক্ষণ করিয়া নিজ মস্তকাবরণ তাঁহাকে পরাইয়া দিলেন। তাঁহাকে সংজ্ঞাহীন দেখিয়া তাঁহার গাত্রে চন্দন লেপন করিলেন ও গলায় মাল্য-দানপূর্ব্বক স্বীয় সম্মুখে বসিবার আসন দিলেন। তিনি উপবিষ্ট হইলে বিশ্বম্ভর তাঁহার বহু স্তবস্তুতি করিয়া তাঁহার একখণ্ড কৌপীন ভিক্ষা করিলেন। কৌপীন প্রাপ্ত হইলে, তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্তগণের প্রত্যেককে মস্তকে বন্ধন

দয়ার উদ্রেক হইয়াছে, তখন প্রভুরও নিঃসন্দেহ দয়া হইয়াছে।” হরিদাসের বাক্যে নিত্যানন্দ হাস্য করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন দিয়া কহিলেন, “চল আমরা উহাদিগকে প্রভুর আজ্ঞা জানাই। তাহারা শুনে, ভাল; না শুনে, সে তাহার দায়।” তাঁহাদিগকে জগাই-মাধাই-সন্নিকটে গমনোদ্যত দেখিয়া সাধুগণ নিষেধ করিয়া বলিলেন, “আমরা অন্তরে থাকিয়া যাহাদের ভয়ে কম্পান্বিতকলেবর, তোমরা কি সাহসে তাহাদের নিকট গমন করিবে? যাহারা ব্রহ্মবধ ও গোবধে সঙ্কুচিত নহে, তাহাদের নিকট সন্ন্যাসী আর কি পদার্থ?”

হরিদাস ও নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভরস্মরণ করিয়া তাহাদের সন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিলেন—

“বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লও কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ প্রাণধন॥
তোমা সবাকার লাগি কৃষ্ণ অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ, সব ছাড় অনাচার॥”

সন্ন্যাসীদ্বয়কে দর্শন করিয়া ক্রোধান্বিত জগাই মাধাই তাঁহাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য তাঁহাদিগের পশ্চাৎ ধাবিত হইল। সন্ন্যাসীদ্বয় উভয়েই স্থূলকায়, তাঁহারা প্রাণপণে যতই পলায়ন করিতে লাগিলেন, ততই পশ্চাতে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া জগাই মাধাই ধাবিত হইল।

নিত্যানন্দ দৌড়িতে দৌড়িতে বলিতে লাগিলেন, “ভাল বৈষ্ণব করিতে গিয়াছিলাম, এক্ষণে অদ্য যদি প্রাণ বাঁচে, তবে সব রক্ষা হয়।” হরিদাস কহিলেন, “ঠাকুর! যেমন মদ্যপায়ীকে উপদেশ দিতে লইয়া গিয়াছিলে, অদ্য দেখি অপমৃত্যু হয়।”

দস্যুদ্বয় পশ্চাতে ধাবিত হইতেছে, ও বলিতেছে “এখানে জগাই মাধাই আছে, তাহা কি তোরা জানিস্ না? জগাই মাধাইয়ের হাত ছাড়াইয়া কোথায় পলাইবি?”

করিতে করিতে নিমাইয়ের গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। খোল করতাল প্রভৃতির বাদ্যধ্বনি ও হরিবোল শব্দে নবদ্বীপ নগরে আনন্দ-হিল্লোল উত্থিত হইল।

জগাই মাধাই মদ্যপানে প্রমত্ত হইয়া অপরাহ্লে নিদ্রা যাইতেছিল। হরি-বোল ও খোল-করতাল-শব্দে তাহাদের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রাতৃদ্বয় কিঙ্করদ্বারা নিমাই পণ্ডিতকে সংবাদ পাঠাইল, "যদি জীবন ধারণের সাধ থাকে তবে নিঃশব্দে এস্থান হইতে প্রত্যাগমন কর, নতুবা আমাদিগের হস্তে জাতি, কুল, মান সমস্তই হারাইবে।"

দূতমুখে জগাই মাধাইয়ের শাসনবাক্য শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ জীমূত নির্ঘোষে মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং দুই বাহু উত্তোলিত করিয়া অধিকতর উচ্চরবে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শত শত জনের একত্র সংযোগে হরিবোল-ধ্বনি আকাশে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। নরপশু জগাই মাধাইয়ের নিকট হরিধ্বনি বড়ই কঠোর বোধ হইল। ক্রোধান্ধ, রোষকষায়িতলোচন ভ্রাতৃদ্বয় দুর্ব্বাক্য বর্ষণ করিতে করিতে তদভিমুখে ধাবিত হইল। বিশ্বম্ভর, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, হরিদাস, মুরারি প্রভৃতি জগাই মাধাইকে আগমন করিতে দেখিয়াও নির্ভীক হৃদয়ে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। প্রবর্দ্ধিত কোপে প্রজ্বলিত হইয়া মাধাই সম্মুখে ভগ্নকলসমুখাগ্র প্রাপ্ত হইয়া তাহাই সজোরে তাহাদের প্রতি নিক্ষেপ করিল। ভগ্নকলসখণ্ড দ্বারা নিত্যানন্দ ললাটে আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। আহতস্থান হইতে বেগে রুধির ধারা প্রবাহিত হইতে দেখিয়া ভক্তগণ হাহাকার রবে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। আর নিত্যানন্দ 'গৌর' 'গৌর' রবে আনন্দে নৃত্য করিয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভাই, তোমরা কলসখণ্ড মারিয়াছ, তাহা আমি অক্লেশে সহ্য করিলাম, কিন্তু তোমাদের দুর্গতি আমি সহ্য করিতে অসমর্থ। তোমরা মারিয়াছ তাহাতে আমি ক্ষতিবোধ করি না, কিন্তু ভাই বদনে একবার হরিবোল বল।"

মাধাই ইহাতে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় কলসীখণ্ড ধারণ করিয়া মারিতে উদ্যত হইলে জগাই তাহার হস্তধারণ করিয়া কহিল, "বিদেশী সন্ন্যাসীকে বৃথা আঘাত করিয়া কোন ফলোদয় হইবেক না।"

বিশ্বম্ভর সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র নিত্যানন্দ-সন্নিধানে উপনীত হইলেন এবং তাঁহাকে আহত দেখিয়া ক্রোধপূর্ণনয়নে ভ্রাতৃদ্বয় জগাই মাধাইয়ের প্রতি নিরীক্ষণপূর্ব্বক রোষবিকম্পিতস্বরে কহিতে লাগিলেন, "রে নরপিশাচ দুরাত্মগণ! পাপাসক্ত থাকিয়া তোদের হৃদয় বজ্রসম কঠিন হইয়াছে, তাই অদ্য এই ধর্ম্মাত্মা পরহিতকারী বিদেশী সন্ন্যাসী নিত্যানন্দের রক্তপাত করিয়া পাপের পূর্ণাহুতি দিলি? বলিতে বলিতে প্রবর্দ্ধিত কোপে প্রভু "চক্র চক্র" বলিয়া রব করিলেন। তৎক্ষণাৎ প্রলয়াগ্নিতুল্য জ্বলন্ত সুদর্শন উপস্থিত হইল। আরক্তনয়নে প্রভু জগাই মাধাইকে নিরীক্ষণ করিয়া সুদর্শনকে আজ্ঞা দিলেন, "নরহন্তারক পামর এই ভ্রাতৃদ্বয়ের বধসাধন করিয়া আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।"

প্রভুকে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিতে দেখিয়া নিত্যানন্দ করযোড়ে কহিলেন, "প্রভো! তুমি ক্রোধান্ধ হইয়া সকলই বিস্মৃত হইলে? তুমি বহুবার চক্রধারণপূর্ব্বক দৈত্যসংহার করিয়াছ, কিন্তু তুমি বলিয়াছিলে, এ যুগে আর অস্ত্রধারণ না করিয়া করুণা প্রকাশপূর্ব্বক দীনহীন, পতিত, পামর, ও দুষ্টজনকে উদ্ধার করিবে। তুমি করুণাগুণে জগাই মাধাইকে ত্রাণ করিয়া তোমার পতিতপাবন নামের গৌরব রক্ষা কর। দুষ্ট জনগণকে নিধন করিয়া জগতে আর কাহাকে উদ্ধার করিবে?"

সুদর্শনকে প্রভুবাক্য পালনে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তাহাকেও কর-যোড়ে নিত্যানন্দ কহিলেন, "সুদর্শন! তুমি ক্ষণেকের জন্য স্থির হও, আমি প্রভুপদে এই দুই ব্যক্তির প্রাণ ভিক্ষা করিয়া লইব।" অনন্তর প্রভুকে বিনীতভাবে কহিলেন, "প্রভো! তুমি দুইজনেরই প্রাণবধের উদ্যোগী হইয়াছ, কিন্তু জগাই ত কোন দোষ করে নাই, বরং সে আমাকে

কেহ সন্ধ্যার পর গৃহ হইতে বহির্গত হইতে পারিত না, সেই জগাই মাধাই এক্ষণে শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় বিভিন্ন প্রকৃতির লোক হইয়াছে। ইহা দেখিবার নিমিত্ত অন্য ইতর ভদ্র সকলেই সুরধুনীতীরে সমবেত হইয়াছে।

গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ ও ভক্তগণ হতচৈতন্য জগাই মাধাইকে লইয়া গঙ্গার ঘাটে উপনীত হইলেন। গঙ্গাজলস্পর্শে তাহাদিগের চৈতন্যোদয় হইল। সকলেই গঙ্গাজলে স্নান করিলেন। পরে পার্ষদগণ পরিবেষ্টিত হইয়া গৌরাঙ্গ ও জগাই মাধাই জল মধ্যে দণ্ডায়মান হইলেন। জগাই মাধাইয়ের হস্তে তামা তুলসী প্রদত্ত হইল। তখন নিমাই দর্শক-বৃন্দের শ্রুতিগোচর হয় এরূপভাবে জগাই মাধাইকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে মাধব, হে জগন্নাথ, তোমরা তামা তুলসী ও গঙ্গাজল সহ উৎসর্গ করিয়া তোমাদের পাপ আমাকে অর্পণ কর। তাহা হইলে তোমরা নিষ্পাপ ও নির্ম্মল হইবে।" জগাই মাধাইয়ের এই ব্যাপার অবলোকন করিবার জন্য সুরধুনী-তীরে নবদ্বীপের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সমবেত হইয়াছে। যে জগাই মাধাইয়ের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে সমগ্র নবদ্বীপ সশঙ্ক ছিল, তাহাদের এক্ষণে এতাদৃশী দীনতা দেখিয়া সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইল।

প্রভুর বাক্য শ্রবণ করিয়া জগাই মাধাই ক্রন্দন করিতে করিতে কহিল, "আপনি বিশ্বসংসারে পূজিত, যাবতীয় লোকে আপনাকে কুসুম চন্দন উপহার দিয়া থাকে, আর আমরা এরূপ অধম পাপাত্মা যে, আপনার শ্রীকরে পাপ উৎসর্গ করিব? প্রভো! আমরা অপরাধী, আপনি আমাদিগের সমুচিত দণ্ড বিধান করুন, আর এই আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা আর জন্ম-জন্মান্তরেও আপনার শ্রীচরণ বিস্মৃত না হই। আমাদিগকে ক্ষমা করুন, আমরা আপনাকে পাপ দিতে পারিব না।"

গৌরাঙ্গদেব পুনরায় অঞ্জলি পাতিয়া পাপ চহিলেন ও জগাই মাধাইকে

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

চাপাল গোপাল ও শুক্লাম্বর।

একদিন বিশ্বম্ভর দলবলসহ কীর্ত্তন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "আজি কেন নৃত্য করিতে পারিতেছি না? আমার উল্লাস নাই—, ইহাতে বোধ হইতেছে, কেহ যেন কোন স্থানে লুক্কায়িত আছে।" প্রভুর বাক্যে পার্ষদগণ মহাত্রস্ত হইয়া সকল দিকে অনুসন্ধান করিয়াও কিছু দেখিতে পাইলেন না। প্রভু পুনরায় কহিলেন, "আমি নর্ত্তনে অদ্য সুখ পাইতেছি না, বোধ হয় অদ্য আমার প্রতি কৃষ্ণের অনুগ্রহ নাই।" পার্ষদগণ ভাবিল, "আমরাই বা কোন অপরাধ করিয়াছি, তজ্জন্য প্রভুর আনন্দ নাই।" এবার স্বয়ং শ্রীবাস গৃহমধ্যে অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, নিজের শ্বশ্রূঠাকুরাণী ডোলমুড়ি দিয়া গৌরাঙ্গের নৃত্য দেখিবার জন্য বসিয়া আছেন। প্রেমানন্দে বিহ্বল শ্রীবাস-আজ্ঞায় তিনি বহিষ্কৃত হইলে সকলে পরমানন্দে নৃত্য করিলেন। গৌরাঙ্গ ইচ্ছাসহকারে নৃত্য না দেখাইলে কেহ তাঁহার এই মধুর নৃত্য দেখিতে পায় না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে অদ্বৈত আচার্য্য মহাজ্ঞানী ও কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। এক্ষণে গৌরাঙ্গদেবকে প্রাপ্ত হইয়া আর তাঁহার সঙ্গ ছাড়েন না। তিনি গৌরাঙ্গকে যেমন ভক্তি করিতেন, গৌরাঙ্গও তাঁহাকে তদ্রূপ ভক্তি করি-

ঘর্ষণ করিলেন এবং সেই পদ বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া বলিলেন, "এই দেখ চোর নিজক্রোড়ে বন্ধন করিলাম।" অদ্বৈত ভক্তিগদগদ বাক্যে কহিলেন, "প্রভো, তুমি সংহার করিলে কে রাখিতে পারে? হর্ষ ও দুঃখ তুমি সকলকে দান করিয়া থাক। তুমি শাস্তি দিলে কার বাপে রক্ষা করিতে পারে?" গৌরাঙ্গ কৃতার্থ হইয়া কহিলেন, "তুমি ভক্তির ভাণ্ডার, তোমার চরণধূলি সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিলে লোকের কৃষ্ণভক্তি হয়।"

এক দিবস নিমাই শ্রীবাসমন্দিরে আগমন করিতেছেন, পথিমধ্যে জন কয়েক লোক তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া কহিল, "নিমাই পণ্ডিত! তুমি নিশাভাগে প্রত্যহ কীর্ত্তন কর, লোকগণ বিরক্ত হইয়া রাজদ্বারে জানাইয়াছে, শীঘ্রই তোমাকে ধরিতে লোক আসিবে। তোমাকে বন্ধুভাবে আমরা সাবধান করিয়া দিলাম।" প্রভু উত্তর দিলেন, "সে ভাল কথা, আমারও রাজদর্শনে বড় ইচ্ছা, তাহা যদি অনায়াসে সিদ্ধ হয়, তাহা ভাগ্য বলিয়া মানিব।" অনন্তর গৌরচন্দ্র শ্রীবাসমন্দিরে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "অদ্য পাষণ্ড সম্ভাষণে যে পাপার্জ্জন হইয়াছে, আইস সংকীর্ত্তন করিয়া তাহা ক্ষালন করি।" তখন সকলে কীর্ত্তনে মগ্ন হইলেন। কিন্তু বিশ্বম্ভর বার বার বলিতে লাগিলেন, "ভাই সব! অদ্য আমার কেন প্রেম অনুভব হইতেছে না? নগরে পাষণ্ড সম্ভাষণ হইয়াছে বলিয়াই বা প্রেম স্ফূর্ত্তি পাইতেছে না। অথবা তোমাদের নিকট কোন অপরাধ করিয়াছি তাই আমার নর্ত্তনে সুখ হইতেছে না। ভাই সকল, আমাকে প্রেমদান করিয়া আমার প্রাণ বাঁচাও।" অদ্বৈত আচার্য্যকে প্রেমভরে ভ্রূকুটী করিয়া নর্ত্তন করিতে দেখিয়া বিশ্বম্ভর কহিলেন, "নাড়া! আমার সব প্রেম তুমি শুষিয়াছ। আমি প্রেম-বঞ্চিত হইয়া বড় দুঃখ পাইতেছি। তুমি সকলকেই প্রেমধন বিতরণ করিয়া থাক। দেখ, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ তোমার নিকট প্রেমলাভ করিয়া নৃত্য করিতেছেন। গোসাঞি, তুমি আমাকেও কৃপা কর, নতুবা আমার প্রাণ যায়।" অদ্বৈতকে কোন উত্তর দিতে না শুনিয়া

তেন। এজন্য কেহ বড় আর তাঁহাকে প্রণাম করিত না। অপ্রকাশ অবস্থায় নিমাই অতি দীন, তাঁহার ন্যায় দীন যেন ত্রিজগতে আর নাই। কৃষ্ণ প্রতি কিরূপে তাঁহার ভক্তি আসিবে, তাহাই যাহাকে পাইতেন জিজ্ঞাসা করিতেন। এই অপ্রকাশ সময়ে এক দিবস এক বৃদ্ধা মান্যা ব্রাহ্মণ-নারী নিমাইকে প্রণাম করিয়া বলিল, "তুমি ভগবান্, আমাকে উদ্ধার কর।"

ইহাতে নিমাই স্তম্ভিত হইলেন, তাঁহার পূর্ণচন্দ্র সদৃশ বদন জ্যোতির্হীন হইয়া গেল। বিষাদিত-হৃদয়ে প্রাণত্যাগে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া তীরবৎবেগে ছুটিয়া গঙ্গায় ঝম্প প্রদান করিলেন। ভক্তগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিলেন। কিন্তু প্রভু স্নানার্থে গঙ্গায় যাইতেছেন ও ঝম্প প্রদান করিয়া জলে পতিত হইয়াছেন, এক্ষণেই উঠিবেন ভাবিয়া ক্ষণেক স্থির থাকিয়া যখন দেখিলেন প্রভু উঠিলেন না, তখন সকলে জলে নামিয়া তাঁহার অন্বেষণ করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়া সকলে ক্রন্দন করিতে লাগিল। এই সংবাদ মুহূর্ত্তমধ্যে চতুর্দ্দিক রাষ্ট্র হইল। শচীদেবী বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে জলে ঝম্প প্রদানে উৎযোগী হইয়াছেন দেখিয়া নিত্যানন্দ সকলকে আশ্বস্ত করিয়া স্বয়ং জলে নামিলেন এবং অনেক অন্বেষণ করিয়া তাঁহাকে তীরে উঠাইলেন।

ক্ষণপরে চেতনা প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দকে কহিলেন "শ্রীপাদ! ব্রাহ্মণ-নারী আমাকে কৃষ্ণ সম্বোধনপূর্ব্বক প্রণাম করিল, ইহাতে আমি শ্রীকৃষ্ণের নিকট অপরাধী হইলাম। আমার এ অপরাধ-যুক্ত জীবন রাখিয়া পরিতপ্ত হইবমাত্র। এই বলিয়া তিনি একান্ত কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। দুই তিন দিবস রোদন করিয়া পরে প্রভু ক্ষান্ত হইলেন।

শ্রীবাসের বাটীতে যে মহাপ্রভুর কীর্ত্তন হইত অনেকেই ইহার বাদী ছিল। চাপাল গোপাল নামক জনৈক ব্রাহ্মণ এজন্য শ্রীবাসকে বড় ঘৃণা

করিত। শ্রীবাসকে দুঃখ দিবার জন্য এক দিন নিশিযোগে শ্রীবাসের ভিতর আঙ্গিনায় কীর্ত্তন হইতেছে জানিয়া বহির আঙ্গিনায় মদ্যপায়ী তান্ত্রিকগণের পূজার উপযোগী সজ্জা করিয়া রাখিলেন। প্রাতঃকালে বহির আঙ্গিনায় এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া শ্রীবাস পাড়ার লোককে দেখাইলেন। পরে ইতর জাতি দ্বারা সেই স্থান পরিষ্কার করাইয়া লইলেন। ক্রমে এই চাপাল গোপালের কুষ্ঠ ব্যাধি হইল। ব্যাধি যত বাড়িতে লাগিল, চাপালের পুত্র পরিবার বাহিরে একখানি চালায় তাহাকে থাকিবার স্থান করিয়া দিল। চাপালের স্ত্রী নাসিকায় বস্ত্র দিয়া চাপালকে মুষ্টি-পরিমিত অন্ন দিয়া পলাইতেন। চাপাল স্ত্রীর প্রতি বড় অত্যাচার করিতেন। এক্ষণে স্ত্রীকর্ত্তৃক ঘৃণা-সহকারে প্রদত্ত অন্ন ভক্ষণ করিয়া মনোদুঃখে গঙ্গাতীরে গিয়া উপবিষ্ট থাকিতেন। নিমাই দয়া করিলে সর্ব্বব্যাধি আরোগ্য করিতে পারেন শ্রবণ করিয়া একদিবস চাপাল স্নানার্থে আগত নিমাইকে কহিল, "নিমাই! তুমি আমার দেশের লোক, এক গ্রামে বাস, তোমার শুনিতে পাই রোগ আরাম করিবার অসাধারণ ক্ষমতা আছে, তুমি আমাকে আরাম করিয়া দেও না?"

নিমাই দীনভাবে থাকিলে তাহাকে করযোড়ে বলিতেন, "আমি সামান্য লোক, আমার প্রতি এরূপ বাক্য, আমাকে অপরাধী করা মাত্র।" কিন্তু নিমাই তখন ভগবদ্‌ভাবে ছিলেন, সুতরাং তাহাকে কহিলেন, "দুরাচার ব্রাহ্মণ! তুমি বৈষ্ণবের নিন্দা করিয়া থাক। আমি ভক্তদ্রোহীর প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করি না। তোমাকে এখনও অনেক দুঃখ পাইতে হইবে।" এই বলিয়া নিমাই প্রস্থান করিলেন। অতঃপর চাপাল গোপাল কাশীধামে বিশ্বেশ্বর দেবের নিকট হত্যা দিয়া স্বপ্ন প্রাপ্ত হয়েন যে, নবদ্বীপের শচীপুত্র গৌরাঙ্গ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, তাঁহার শরণাগত হইলে রোগমুক্ত হইবে। অনন্তর গৌরাঙ্গ-আদেশে তিনি শ্রীবাসের পাদোদক পান করিয়া ব্যাধিমুক্ত হয়েন এবং সেই অবধি পরম গৌরভক্ত হন।

জিতেন্দ্রিয়; তিনি ব্যতিত কেহ সেখানে যাইতে পারিবেন না। প্রভু লক্ষ্মী-দেবীর বেশ ধারণ করিয়া নৃত্য করিবেন ইহা শুনিয়া ভক্তগণ বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে প্রভু যে অজিতেন্দ্রিয়তা সম্বন্ধে কথা কহিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া সকলেই বিষাদিত হইলেন এবং অদ্বৈত প্রভু কহিলেন, "আমি ত অজিতেন্দ্রিয়, তবে আমার আর সেখানে যাইবার প্রয়োজন নাই।" শ্রীবাসও সেই কথায় সায় দিলেন, তখন প্রভু বড় ফাঁপরে পড়িলেন। যে কৌতুক করিবার অভিপ্রায়ে তিনি কথাটী বলিলেন, সেই কথাই সত্য অবধারণপূর্ব্বক অদ্বৈত একবারে লীলাস্থলে যাইতে অস্বীকৃত হইলেন। তখন প্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "তোমরাই যদি না যাও, তবে আর নৃত্য কাহাকে লইয়া হইবে?" এই বলিয়া প্রভু কহিলেন, "তোমাদের অদ্য কোন ভয় নাই, আমার বরে তোমরা জিতেন্দ্রিয় হইবে।" প্রভুবাক্যে সকলেই তখন উল্লাসিত হইলেন। গণসহ বিশ্বম্ভর তখন চন্দ্রশেখরের বাটী গমন করিলেন। এদিকে শচী, বিষ্ণুপ্রিয়া ও আত্মীয় স্বজনবর্গের পরিবারগণ প্রভুর নৃত্য দেখিবার জন্য ভাগ্যবান্ চন্দ্রশেখরের বাটী উপনীত হইলেন। বৈষ্ণবগণ উপবিষ্ট হইলে প্রভু যাহাকে যে অভিনয় করিতে হইবে, তাহাকে তাহার উপযুক্ত সাজে সজ্জীভূত হইবার আদেশ করিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো! আমাকে কি সজ্জা করিতে হইবে?" প্রভু কহিলেন, "তুমি ইচ্ছানুরূপ সাজ সাজিবে।"

প্রথমতঃ মুকুন্দ, রামকৃষ্ণ, নরহরি, গোপাল এবং গোবিন্দ এই পাঁচজনে মঙ্গল গীত গাহিলেন। তদনন্তর হরিদাস নাসিকাপ্রান্তে প্রকাণ্ড গুম্ফ ও মস্তক শিরস্ত্রাণে সুশোভিত হইয়া হস্তে যষ্টিগ্রহণপূর্ব্বক রঙ্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ইঁহাদিগকে কাহার কি বলিতে হইবে, তাহা কেহ শিক্ষা দেয় নাই। গৌর-প্রেমে রঙ্গমধ্যে আবির্ভূত হইলে, যাহার যাহা বক্তব্য স্বতই তাহার তাহা মুখবিনির্গত হইতে লাগিল। হরিদাস রঙ্গ-ভূমিতে

লেখনী হইল। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে মিনতি করিয়া লিখিলেন, কল্য আমার বিবাহের দিন স্থিরীকৃত হইয়াছে, সুতরাং আপনি যদি সৈন্যসামন্ত সহকারে এখানে আগমনপূর্ব্বক আমার উদ্ধারসাধন না করেন, তবে আমি শিশুপালকরে অর্পিত হইব। হে ভগবন্! তুমি চেদিসৈন্য মন্থনপূর্ব্বক তোমার বনিতাকে গ্রহণ করিবে। এখানকাব কুলধর্ম্ম এইরূপ যে, বিবাহের পূর্ব্ব দিনে নববধূ ভবানীর পূজা কবিবার জন্য তাঁহাব মন্দিবে গমন করিয়া থাকে। তুমি সেই অবসরে আমাকে হবণ করিবে। এ রূপ পত্র লিখিয়া তিনি পত্রবাহক ব্রাহ্মণকে শ্রীকৃষ্ণস্থানে প্রেরণ কবিলেন। প্রভুর রুক্মিণী-আবেশে উক্ত মর্ম্মস্পৃক বাক্য শ্রবণ করিয়া সভাস্থ সকলেই হাস্য, ক্রন্দন ও হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। হরিদাস গোফ মোড়া দিতে দিতে চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছেন ও নারদবেশী শ্রীবাস নৃত্য করিতেছেন। ইতিমধ্যে গদাধব রাধিকাবেশে, নিত্যানন্দ বড়াই-সাজে সুপ্রভা সখীকে লইয়া রঙ্গে প্রবেশ করিলেন। হরিদাস তাঁহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন "তোমরা কাহারা ?"

বড়াই। আমরা মথুরা গমন করিতেছি।

নারদ। তোমার সঙ্গে দুটী কাহার বনিতা ?

বড়াই। সে সংবাদে তোমার প্রয়োজন কি ?

এইরূপ উত্তর-প্রত্যুত্তর হইতেছে এমন সময় অদ্বৈত কহিলেন, "পরনারী মাতৃসম, উঁহাদিগকে লজ্জা দিবার প্রয়োজন নাই।" অনন্তর তিনি বড়াইকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "আমাদের ঠাকুর বড় নৃত্য-গীত-প্রিয়। তোমরা এইখানে নৃত্য করিলে প্রচুর অর্থ পাইবে।" এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রমা-বেশে গদাধর মধুব নৃত্য করিলেন। অনুচরগণ সময়োচিত গান গাহিতে লাগিল।

গদাধর নিমাইয়ের ন্যায় গৌরবর্ণ ছিলেন। তাঁহার চেহারাও নিমাই-

য়ের ন্যায় মধুর। তিনি যখন রমাবেশে নৃত্য করিলেন, তখন যে প্রেম-তরঙ্গ উত্থিত হইল, তাহাতে সেই সভা মধ্যে ক্রন্দন করেন নাই, এমন লোকই ছিল না। গদাধরের নয়ন বহিয়া প্রেমনদী প্রবাহিত হইয়া পৃথিবী সিক্ত হইতে লাগিল। হরিধ্বনি সহকারে বৈষ্ণবগণ ক্রন্দন ও কোলাহল করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে প্রভু বিশ্বম্ভর আদ্যাশক্তির বেশধারণ পূর্ব্বক সভায় আগমন করিলেন। বড়াই-বুড়ী বেশে নিত্যানন্দ তাঁহার অগ্রে অগ্রে উপস্থিত হইলেন। যে নিমাইয়ের সাধারণ রূপ দেখিয়া সকলে মোহিত হইত, সেই নিমাই এক্ষণে ভগবতী সাজিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিলে আর নিমাই বলিয়া বোধ হয় না। বস্তুত নারীবেশে নিমাইকে দেখিয়া সকলে ভাবিতে লাগিলেন, এরূপ রূপবতী স্ত্রী কে? ইনি কি কমল, সিন্ধু হইতে উত্থিত হইলেন, অথবা ইনি শ্রীরাম গৃহিণী জানকী বা মহেশ্বরী পার্ব্বতী? যাহারা সতত প্রভুর সহিত একত্র শয়ন ও উপবেশন করে কিম্বা যাহারা সর্ব্বদা তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া আসিযাছে, তাহারাও প্রভুকে এ বেশে চিনিতে পারিল না। কৃপা সিন্ধু বিশ্বম্ভর জগৎজননী-আবেশে নর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। অনুচরগণ সময়োচিত মধুময় গীত গাহিল। প্রভু নর্ত্তন করিতে করিতে আপনার অনন্তশক্তি প্রকাশ করিলেন; তখন সকলে দেখিল, তিনি কখন বা কৃষ্ণ হইয়া নৃত্য করিতেছেন, কখন রুক্মিণী রূপে, কখন মূর্ত্তিমতী গঙ্গা মূর্ত্তিতে, এইরূপ বিভিন্ন শক্তিতে বিভিন্ন মূর্ত্তি অবলম্বনে নৃত্য করিতেছেন, আর নিত্যানন্দ বড়াই সাজে প্রভুর হস্ত ধারণপূর্ব্বক নাচিতেছেন। এইরূপ নাচিতে নাচিতে নিত্যানন্দ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিসাৎ হইলেন, অমনি তাহার বড়াই সজ্জা অন্তর্হিত হইল। তখন নিমাই মহালক্ষ্মীভাবে গোপীনাথকে ক্রোড়ে লইয়া খট্টাঙ্কোপরি উপবিষ্ট হইলেন। সকলে করযোড়ে সেই জগজ্জননীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। নিমাইয়ের আদেশে সকলে মহামায়ার স্তব আরম্ভ করিল:—

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

-০ঃ*ঃ০-

অদ্বৈতের শাস্তি।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে অদ্বৈত গৌরাঙ্গের প্রধান ভক্ত ছিলেন, কিন্তু মধ্যে মধ্যে তিনি গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে যেরূপ কথা বলিতেন তাহাতে গৌর ভক্তগণের অনেকেরই সন্দেহ হইত যে, অদ্বৈত গৌরাঙ্গভক্ত নহেন। অপরের কথা কি, স্বয়ং শ্রীবাস এক দিন প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "প্রভো! অদ্বৈত কি তোমার ভক্ত?" তাহাতে প্রভু বলিয়াছিলেন, "অদ্বৈতের মত ভক্ত ত্রিলোকে আর নাই।" অদ্বৈত গৌরভক্ত হইলেও তাহার এক মহৎ কষ্টের কারণ এই ছিল যে, গৌরাঙ্গ অদ্বৈতকেও ভক্তি করিতেন, এবং তাঁহার পদধূলিও গ্রহণ করিতে ছাড়িতেন না। আবার অদ্বৈত চরণধূলি না দিলেও গৌর বলপূর্ব্বক তাহা লইতেন। অদ্বৈত তাঁহার সহিত বলে পারিতেন না। এক দিন অদ্বৈত ভাবিলেন, "আমি বিশ্বম্ভরের সহিত বলে পারি না, সে বলপূর্ব্বক আমার চরণধূলি গ্রহণ করে। আচ্ছা, আমার সম্বল ভক্তিবল, দেখি এই ভক্তিবলে বিশ্বম্ভরকে ক্রয় করিতে পারি কি না? ভৃগুকে জয় করিয়া উঁহার স্পর্দ্ধা বাড়িয়া গিয়াছে। সেই ভৃগুর ন্যায় আমার শত শত শিষ্য আছে। আমি বিশ্বম্ভরের এমন ক্রোধ উৎপাদন করিব যে, তিনি স্বহস্তে আমার শাস্তি করিতে বাধ্য হইবেন।" প্রভু মানবহৃদয়ে ভক্তিপ্রদান করিবার নিমিত্ত অবতার হইয়াছেন, সেই

ব্রাহ্মণ-কুমার। আমি পরম সন্তোষ সহকারে তোমার ধন প্রাপ্তির আশীর্ব্বাদ করিলাম, আর তুমি কি না আমার প্রতি দোষারোপ করিলে? কি জন্যই বা আমি দোষের ভাগী হইলাম? পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া যাহার উত্তম কামিনীর সহিত বিবাহ না হইল, তাহার সুখ কোথায়? যাহার ধন নাই সে কি প্রকারে জীবন ধারণ করিবে? শুদ্ধ বিষ্ণুভক্তি-দ্বারা জীবনধারণ হয় না।" প্রভু সন্ন্যাসীর বচন শ্রবণ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, "লোক নিজ কর্ম্মের ফলাফল ভোগ করে। লোকে ধন, বংশ কামনা করে বটে কিন্তু তাহার ধনক্ষয় বংশ-নাশও ত হয়? রোগের কামনা কেহ না করিলেও রোগ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হয়।" সন্ন্যাসী নিমাইয়ের কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "আমি বাল্যাবধি সন্ন্যাসী হইয়া কত দেশ, কত তীর্থ পর্য্যটন করিলাম, আমি ভাল মন্দ কিছু বুঝিলাম না, এখন একজন দুধের বালক আমাকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে আসিল?"

নিত্যানন্দ সন্ন্যাসীকে ক্রোধ কবিতে দেখিয়া কহিলেন, "বালকের সহিত আপনার বিচারে প্রয়োজন নাই, আপনাকে দর্শন মাত্রই আমি আপনার মহিমা বুঝিয়াছি।" নিতাইয়েব প্রবোধবাক্যে শান্ত হইয়া সন্ন্যাসী কহিলেন, "ভাগ্যক্রমে যদি আজ শুভ আগমন হইয়াছে, তবে অদ্য এই স্থানেই অবস্থিতি করুন।" নিতাই কহিলেন, "আমাদের স্থানান্তরে বিশেষ প্রয়োজন, এজন্য আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না। যদি দুঃখিত হয়েন, তবে না হয় কিঞ্চিৎ জলযোগ করাইয়া দিন।"

সন্ন্যাসীর স্ত্রী দিব্য ফলমূল কাটিয়া উভয়কে আহার করিতে দিলেন। স্নান সমাপনান্তে নিতাই ও নিমাই আহারে বসিয়াছেন এমন সময়ে বামাপন্থী সেই সন্ন্যাসী ইসারা দ্বারা নিত্যানন্দকে আনন্দ দিবার অভি-প্রায় জানাইলেন। সন্ন্যাসীর স্ত্রী, নবীন প্রিয়দর্শন সন্ন্যাসিদ্বয়ের পাছে ভোজনে ব্যাঘাত হয়, এজন্য সন্ন্যাসীকে ভিতরে আহ্বান করিলেন। প্রভু

ইত্যবকাশে নিত্যানন্দের নিকট আনন্দ কি পদার্থ জিজ্ঞাসা করিলেন; নিত্যানন্দ বহুদেশ পর্য্যটনপূর্ব্বক বহুপ্রকারের সন্ন্যাসী দেখিয়াছেন, সুতরাং আনন্দ অর্থে মণ্ড তাহা সহজেই বুঝিয়া প্রভুকে জানাইলেন। প্রভু শ্রবণমাত্র বিষ্ণু বিষ্ণু রব করিয়া আচমনপূর্ব্বক সন্ন্যাসীর আগমনের পূর্ব্বেই তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পাছে সন্ন্যাসী তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ পায়, এই ভয়ে তাঁহারা উভয়ে গঙ্গাগর্ভে ঝম্পপ্রদানপূর্ব্বক সন্তরণ দ্বারা শান্তিপুর উত্তীর্ণ হইবেন স্থির করিলেন। কিয়দ্দূর যাইতে যাইতে নিমাই-য়ের ভগবদ্‌ভাব উদিত হইল। তদীয় অঙ্গজ্যোতিতে গঙ্গার নির্ম্মল সলিলে যেন সহস্র দীপশোভা প্রতিবিম্বিত হইল। তখন নিমাই নিত্যা-নন্দকে কহিলেন, "নাড়া পুনরায় শান্তিপুরে গিয়া জ্ঞান ব্যাখ্যা করিতেছে, আর ভক্তি মানে না, অদ্য তাহার শাস্তি-প্রদান করিব।" নিত্যানন্দ শান্তিপুর গমনের কারণ জানিতেন না, এক্ষণে নিমাইমুখে তাহা অবগত হইলেন। এইরূপে উভয়ে শান্তিপুরে অদ্বৈতের ঘাটে উঠিলেন। তাঁহারা সেই আর্দ্রবসনে আচার্য্যবাটীতে উপনীত হইয়া দেখিলেন, তিনি দুই তিনটী শিষ্যকে জ্ঞানযোগ ব্যাখ্যা করিয়া দিতেছেন। প্রভুর আগমন হইতেছে তাহা অগ্র হইতেই অদ্বৈত বুঝিতে পারিয়া প্রভু-কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইবার অভিলাষেই শিষ্যগণকে জ্ঞানযোগ বুঝাইয়া দিতেছেন। নিমাই ও নিত্যানন্দ অদ্বৈতের গৃহে দণ্ডায়মান। হরিদাস প্রণাম করিলেন। অদ্বৈতের পুত্র অচ্যুতও প্রণাম করিল। প্রভু তাঁহাদিগকে লক্ষ্যও করি-লেন না। তখনও নিমাইয়ের ভগবদ্-ভাব আছে। তাঁহার দেহজ্যোতিঃ নিরীক্ষণ করিয়া সকলে ভীত হইলেন। বিশ্বম্ভর তখন কর্কশস্বরে অদ্বৈতকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন "হা রে নাড়া! বল্ দেখি, ভক্তি ও জ্ঞান এত-দুভয়ের মধ্যে কোন্‌টী বড়?" অদ্বৈত একটুও চিন্তিত না হইয়া কহিলেন, "জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান না থাকিলে ভক্তিতে কি প্রয়োজন?" ক্রোধ-বিকম্পিতকলেবর বিশ্বম্ভর তৎক্ষণাৎ বলপূর্ব্বক তাঁহাকে আঙ্গিনায় আন-

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

মুরারির স্বপ্ন ও মৃত্যু কল্পনা।

এক দিবস বিশ্বম্ভর ও নিত্যানন্দ শ্রীবাস-ভবনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে মুরারি গুপ্ত তথায় উপনীত হইয়া মহাভক্তিভরে প্রথমতঃ বিশ্বম্ভর ও তৎপরে নিত্যানন্দকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। প্রভু তখন অকপটে মুরারিকে কহিলেন, "মুরারি! তুমি এ ব্যবহারের ব্যতিক্রম প্রণাম কোথায় শিখিলে? কোথায় তুমি অব্যবহারাজ্ঞ লোকদিগকে ব্যবহার শিক্ষা দিবে, তাহা না করিয়া তুমি নিজেই ব্যবহারের ব্যতিক্রম করিলে?" মুরারি সকল অপরাধ নিমাইয়ের শীর্ষে আরোপ করিয়া কহিলেন, "প্রভো! আমরা কি করিতেছি? তুমিই আমাদিগকে যেরূপ ভাবে পরিচালিত করিতেছ, আমরা সেইরূপ ভাবেই চলিতেছি।" প্রভু তাহাতে উত্তর দিলেন, "আচ্ছা, অদ্য তুমি গৃহে যাও, কল্য তোমাকে বলিব, কল্য তুমি সব জানিতে পারিবে।"

মুরারি উভয়ের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক আহারাদি করিয়া শয়ন করিলেন। নিদ্রাগত হইলে তিনি স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন, নিত্যানন্দ মল্লবেশে অগ্রগামী হইতেছেন ও শিখিপুচ্ছশোভিত-মস্তক বিশ্বম্ভর তাঁহার অনুগমন করিতেছেন। নিত্যানন্দের মস্তক মহাফণাধর-বেষ্টিত ও তাঁহার হস্ত হল ও মুষলশোভিত। নিত্যানন্দকে এক্ষণে তিনি হলধর বলিয়া

ও তোমাকে স্কন্ধে আরোপণপূর্ব্বক ব'ণপুরে লইয়া গিয়াছিলাম। প্রভো। এক্ষণে আমার স্কন্ধারোহণপূর্ব্বক কোন্ ব্রহ্মাণ্ডে লইয়া যাইব আদেশ কর। নিমাই গুপ্তস্কন্ধে আরোহণ করিলে জয়ধ্বনি শঙ্খধ্বনি ও হুলু-ধ্বনিতে শ্রীবাসভবন শব্দিত হইল। কমলাপতিকে স্কন্ধে লইয়া গুপ্ত অঙ্গনময় দৌড়িয়া বেড়াইলেন। চেতনাপ্রাপ্তি হইলে নিমাই গুপ্তের স্কন্ধ হইতে অবতরণ করিলেন।

এক দিবস মুরারিগুপ্ত নিজভাগ্যের বিষয় পর্য্যালোচনা করিতেছেন, "জীবনে সুখের একশেষ হইয়াছে। ভগবানের সহিত একত্র অবস্থান, ক্রীড়া যদৃচ্ছামত করিলাম। তিনিও আমাকে ভ্রাতৃ-সম্বোধনপূর্ব্বক আলি-ঙ্গন করেন। কিন্তু এই সুখ ত চিরস্থায়ী নহে। ভগবান এই অপবিত্র ধরাধাম ত্যাগ করিয়া গেলে তখন আমার উপায় কি হইবে? তিনি যে কখন যাইবেন তাহারও স্থিরতা নাই। কৃষ্ণলীলা হৃদয়ঙ্গম করা বড়ই কঠিন। যে সীতাদেবীর জন্য লঙ্কাধিপ রাবণকে সবংশে নিধন করা হইল, সেই লক্ষ্মীরূপিনী সীতাদেবীকে গৃহে আনয়ন করিয়াই পরিত্যাগ করা হইল। যে যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের সমান, সেই যাদবগণ পর-স্পরে বিবাদ-করিয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে, তাহা তিনি অবলীলাক্রমে দর্শন করিতেছেন। সুতরাং প্রভুর অবতার থাকিতে থাকিতেই আমার দেহ বিসর্জ্জন দেওয়াই শ্রেয়ঃকল্প।" এইরূপ স্থির করিয়া মুরারি একখান খরসান কাটারি আনয়নপূর্ব্বক কক্ষমধ্যে রক্ষা করিলেন। রাত্রি সমা-গমে দেহ উৎসর্গ করিবেন, এই সঙ্কল্প করিয়া পরমানন্দে আছেন। বিশ্বম্ভর মুরারির এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া তৎসন্নিধানে আগমন করিলেন। মুরারি বসিবার আসন দিলে নিমাই তাঁহার সহিত কিয়ৎক্ষণ কৃষ্ণকথা কহিয়া মুরারিকে কহিলেন, "মুরারি! আমার একটী কথা রাখিবে?" মুরারি উত্তর করিলেন, "প্রভো! আপনার কথা রাখিব, ইহা কি বড় কথা? আমার এই দেহই আপনার।"

নিমাই। সত্য করিতেছ ?

মুরারি। হাঁ, সত্য করিতেছি।

নিমাই তখন মুরারির কাণে কাণে কহিলেন, "যে ছুরীখানা রাখিয়াছ, আমাকে আনিয়া দাও।" মুরারি একটু স্তম্ভিত হইয়া কহিলেন, "তোমার নিকট কেহ মিথ্যা কথা বলিয়া থাকিবে। আমি কাটারির কথা কিছুই জানি না।" নিমাই বলিলেন, "আমাকে আবার কে বলিবে ? তুমি যাহা দ্বারা কাটারি গড়াইয়াছ, যে জন্য গড়াইয়াছ ও যেখানে রাখিয়াছ, আমি সব জানি।" এই বলিয়া নিমাই কক্ষামধ্য হইতে কাটারিখানি লইয়া মুরারির সম্মুখে রক্ষা করিয়া বলিলেন, "মুরারি! তোমার এই কর্ম্ম ? আমি তোমার নিকট কি অপরাধী যে, তুমি আমাকে ফেলিয়া পলাইতে চাও ?"

মুরারি অধোবদনে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। নিমাই বলিলেন, "তুমি গেলে আমার এ লীলা আর কাহাকে লইয়া ? তুমি এ বুদ্ধি কাহার কাছে শিক্ষা পাইয়াছ ? এক্ষণে আমাকে এই ভিক্ষা দেও, যেন এমন বুদ্ধি আর করিও না।" এই বলিয়া নিমাই মুরারিকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন এবং তাঁহার মস্তকে মুরারির হস্ত উঠাইয়া দিয়া কহিলেন. "আমার মাথা খাও মুরারি, আর কখন এরূপ সঙ্কল্প করিও না।" মুরারি তখন প্রভুর ক্রোড় হইতে অবতরণপূর্ব্বক নিমাইয়ের চরণে নিপতিত হইলেন এবং প্রভু-চরণ-যুগল ধারণপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং প্রভুও মুরারিকে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আর মুরারির স্ত্রী প্রভুর কৃপা দর্শনপূর্ব্বক দ্বারে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল এইরূপ অবস্থিত থাকিয়া প্রভু আবার জিজ্ঞাসিলেন, "মুরারি! তবে আমাকে ছাড়িয়া যাইবে না ত ?" মুরারি কহিলেন, "প্রভো! তোমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইব ? তুমি পাছে আমাকে ফেলিয়া পলাও, এই ভয়ে আমি পথ আগুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। প্রভো! আমাকে ক্ষমা কর।" মুরারিকে সান্ত্বনা দিয়া প্রভু নিজগৃহে গমন করিলেন।

আন” রব করিতে লাগিলেন। শ্রীবাস তখন গললগ্নীকৃতবাসে কহিলেন, “প্রভো, ক্ষমা দিন, এখানে মণ্ডপের বসতি, তাহারা না বুঝিয়া বৃথা কলঙ্ক রটাইবে।” “বলরাম প্রথমতঃ তাহা শুনিলেন না। তখন শ্রীবাস কহিলেন, “প্রভো! যদি না শুনেন, তবে আমি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিব।” তখন কাজেই বলরাম ক্ষান্ত হইলেন। নিমাইয়ের “বলরাম-ভাব অন্তর্হিত হইল। মণ্ডপগণ নিমাই পণ্ডিত আসিয়াছেন শুনিয়া নিমাইয়ের নিকট আসিল। কেহ নিমাইকে নাচিতে, কেহ বা গীত গাইতে অনুরোধ করিল। নিমাই হাস্য করিতেছেন দেখিয়া তাহাদের কেহ কেহ গীত গাইবার উপক্রম করিল। নিমাই তাহাদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তাহারা হরিহরি বলিয়া নৃত্য করিল। ইহারা তখন আর একরূপ মদ্যের আস্বাদ পাইয়া নিমাইয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। শ্রীবাস এই প্রকাশ দেখিয়া আনন্দে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

দেখিয়া লইবার ক্ষমতা আমার নাই, তবে তুমি যখন অনুমতি করিতেছ তবে প্রাতে উঠিয়াই যাহার মুখ দর্শন করিব তাহাকেই শিষ্য করিব।" সারঙ্গদেব ভাবিলেন ইহাতে নিমাই একটু জব্দ হইবেন। কিন্তু নিমাই অম্লানবদনে কহিলেন, "আচ্ছা, তুমি তাহাই করিও।"

প্রাতঃকালে গত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃক্রিয়াদি সমাধানান্তে সারঙ্গদেব গঙ্গায় স্নানার্থে গমন করিয়াছেন। স্নানান্তে সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া মুদ্রিত নয়নে ইষ্টদেবতা ধ্যান করিতেছেন, ইতিমধ্যে কি যেন তাহার ক্রোড়ে আসিয়া উঠিল। সারঙ্গদেব অমনি চক্ষুরুন্মীলন পূর্ব্বক দেখিলেন, একটী মৃত বালক। কিন্তু আবার বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন, বালকের অঙ্গপ্রভা একবাবে বিবর্ণ হয় নাই, তাহার নয়নদ্বয় অর্দ্ধনিমীলিত। তাহার মুখশ্রী দর্শন করিয়া সারঙ্গদেবের বোধ হইল, যেন বালক এখনও মৃত হয় নাই। তিনি আরও বুঝিলেন সেই বালকের প্রতি তাঁহার মন যেন আকৃষ্ট হইতেছে। বালকের বয়ঃক্রম, অনুমানে বুঝিলেন, দ্বাদশ বৎসর, মস্তক মুণ্ডিত, তাহার গলদেশে যজ্ঞোপবীত ও পবিধান পট্টবস্ত্র।

বালকের প্রতি মন এতাদৃশ আকৃষ্ট হইতে দেখিয়া পুর্ব্বদিবসের প্রতিজ্ঞা সারঙ্গদেবের স্মরণপথে উদিত হইল। প্রাতঃকালে উঠিয়া এই বালকের মুখদর্শন করিলেন। কিন্তু বালক মৃত হউক অথবা জীবিত হউক, তাহা তাঁহার দেখিবার প্রয়োজন নাই। তিনি প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করিলেন। সেই সংজ্ঞাহীন বালকের কর্ণে মন্ত্রদান করিলেন। মন্ত্রপ্রাপ্তিমাত্র বালকের জীবনলক্ষণ প্রকাশ পাইল। তখন তাহাকে ধরাধরি করিয়া বাটী লইয়া গেলেন। স্নানার্থে সমাগত লোকসকল এই ব্যাপার দর্শনে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল।

নিমাই প্রাতঃকালে কীর্ত্তন সমাপন করিয়া ভক্তগণকে কহিলেন, "চল যাই, সারঙ্গের নূতন শিষ্য দেখিয়া আসি।" সারঙ্গও বালকটীকে লইয়া বাটী আসিলেন, নিমাইও সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বাটীতে উপনীত হইলেন।

দেবকী, তিনিই যশোদা, তিনিই পতিব্রতা ও বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপিণী।' এই-রূপে শচীমাতার প্রভাব কীর্ত্তন করিতে করিতে পরমজ্ঞানী অদ্বৈতাচার্য্য সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। শচীদেবীও অমনি অবসর বুঝিয়া বাহিরে আগমনপূর্ব্বক বাহ্য-বিরহিত অদ্বৈতের চরণধূলি মস্তকে ধারণমাত্র স্বয়ং বাহ্য হারাইয়া ভূপতিত হইলেন। বৈষ্ণবগণ জয় জয় হরিধ্বনি করিয়া উঠিল।

অনন্তর বিশ্বম্ভর ভক্তগণ-সকাশে জননী শচীদেবীর অপরাধ জ্ঞাপন করিতে আরম্ভ করিয়া আদ্যোপান্ত বিশ্বরূপ চরিত্র বর্ণন করিলেন। বিশ্বরূপ সংসারে কোন স্থানে বিষ্ণুভক্তি না দেখিয়া অদ্বৈত আচার্য্যের বাটী ভাগবত শ্রবণ করিতেন। আচার্য্যের ভক্তি দর্শনে প্রীত হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার আলয়েই থাকিতেন, এমন কি আহারের সময়ও বাটী আসিতেন না। পরে পিতৃদেব জগন্নাথ মিশ্রকে তাঁহার বিবাহের উদ্যোগ করিতে দেখিয়া বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক বাটী পরিত্যাগ করেন। নিমাইকেও তদ্রূপ অদ্বৈত-সহচর হইতে দেখিয়া জগজ্জননী বলিয়াছিলেন, "অদ্বৈত গোঁসা-ইকে কে অকপট বলে? আমি ত তাঁহাকে কপটাচারী বলিয়া জানি। তিনি আমার চন্দ্রসম এক পুত্রকে গৃহ পরিত্যাগ করাইয়াছেন, আবার এটীকেও স্থির হইতে দিতেছেন না। সুতরাং আমি যে অনাথিনী, আমার উপরেও তাঁহার দয়ার লেশমাত্রও নাই?" এই অপরাধে নিমাই গর্ভ-ধারিণী শচীদেবীকে ভক্তিপ্রদান করেন নাই। কারণ তাঁহার নিকটে সকলেই সমান। তাঁহার পক্ষপাতিত্ব নাই।

নিমাই যখন যাহার বাড়ী কীর্ত্তন করিতেন, বাহিরের লোক কেহ তাহা দেখিতে পাইত না। কেবল নিমাইয়ের পার্ষদগণ একত্র হইয়া নিমাই ও নিত্যানন্দ সহযোগে কীর্ত্তন করিতেন। অপর লোক কেহ থাকিলে নিমাই তাহা জানিতে পারিতেন ও তৎক্ষণাৎ তাহাকে বাহির করিয়া দিতেন। পাষণ্ড দুর্জ্জন-সহবাসে প্রেমভক্তি প্রচারের বিঘ্নই ঘটিয়া থাকে। সদসদ্

বাছিয়া লওয়াও বড় কঠিন ব্যাপার, এজন্য নিমাই কাহাকেও তাঁহার নৃত্য দেখিতে দিতেন না। ইহাতে অনেক সুজন মনে ব্যথা পাইত। সুতরাং এই ভাবিয়াই মন সান্ত্বনা করিত, "যদি তাঁহার প্রতি আমাদের অকপট ভক্তি থাকে, তাহা হইলে কোন না কোন প্রকারে তাঁহার নৃত্য দেখিবই।" কেহ বা বলিত, "নিমাই পণ্ডিত জগতের উদ্ধারসাধনকল্পে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি নগরে নগরে, ঘরে ঘরে, দ্বারে দ্বারে সংকীর্ত্তন করিবেন। ফল। কথা নবদ্বীপে এই সময়ে কীর্ত্তন লইয়া মহা হুলুস্থূলু পড়িয়াছে। নিন্দুকগণ, রাত্রিতে কীর্ত্তন জন্য নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মে, এই কারণে কাজির নিকট নালিশ করিতে লাগিল। সাধুগণ নিমাইয়ের অসাধারণ কীর্ত্তিকলাপে চমৎকৃত হইয়া প্রতিদিন তাঁহাকে দেখিতে আইসেন। কত রোগী নিমাই স্পর্শে রোগমুক্ত হইবার আশয়ে তাঁহার বাটীর সম্মুখভাগে অপেক্ষা করে। প্রভুর দর্শন পাইলেই তাহারা দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করে। প্রভুও 'সবার কৃষ্ণভক্তি হউক,' এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। অনন্তর প্রভু তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন, তোমরা সকলে কৃষ্ণ নামগুণ ব্যাখ্যা করিবে ও

"হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে॥"

এই মহামন্ত্র জপ করিবে এবং দশ পাঁচ জন একত্র হইয়া বহির্ব্বাটীতে করতালি সংযোগে কীর্ত্তন করিবে। যাহাদের বাহিরের লোক পাইবার সম্ভাবনা নাই, তাহারা পিতা, পুত্র, স্ত্রী প্রভৃতি একত্র হইয়া সংকীর্ত্তন করিবে।" এইরূপে প্রভুর মন্ত্র পাইয়া নবদ্বীপের সর্ব্বত্রই হরিনামে পূর্ণ হইল। হরিনামামৃত-পানবিমুখ দুর্জ্জনগণের হৃদয়ে এই সকল মৃদঙ্গ, মন্দিরা ও করতালি শব্দে বড়ই আঘাত লাগিত, সুতরাং তাহারা বারংবার কাজিকে জানাইতে লাগিল।

একদিন দৈবযোগে কাজি নগরের মধ্যদিয়া গমন করিতে করিতে মৃদঙ্গ, মন্দিরা, শঙ্খ প্রভৃতির শব্দ শ্রবণগোচর করিয়া কীর্ত্তনকারিগণকে

সরোবর দিয়া ধারা প্রবাহিত হইতেছে যেন কৃষ্ণচন্দ্রাকর্ষণে উদ্বেলিত নেত্রনীর তীর অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। বৃন্দাবন দাস নিমাইয়ের এই সময়কার রূপ নিম্নলিখিত মত বর্ণনা করিয়াছেন :—

জ্যোতির্ম্ময় কনক বিগ্রহ দেব সার।
চন্দন ভূষিত যেন চন্দ্রের আকার॥
চাঁচর চিকুরে শোভে মালতীর মালা।
মধুর মধুর হাসে জিনি সর্ব্বকলা॥
ললাটে চন্দন শোভে ফাগু বিন্দুসনে।
বাহু তুলি হরি বলে শ্রীচন্দ্র বদনে॥
আজানুলম্বিত মালা সর্ব্ব অঙ্গে দোলে।
সর্ব্ব অঙ্গ তিতে পদ্ম-নয়নের জলে॥
দুই মহাভুজ যেন কনকের স্তম্ভ।
পুলকে শোভয়ে যেন কনক কদম্ব॥
সুন্দর অধর অতি সুন্দর দশন।
শ্রুতিমূলে শোভা করে ভ্রূযুগ পত্তন॥
গজেন্দ্র জিনিয়া স্কন্ধ হৃদয় সুপীন।
তহি শোভে শুক্ল যজ্ঞসূত্র অতি ক্ষীণ॥

এইরূপ নৃত্য কবিতে করিতে নিমাই সুরধুনী তীরে নিজঘাটে আইলেন। তথায় কিয়ংক্ষণ নৃত্য করিয়া পুনরায় অগ্রসর হইলেন। তাঁহার অগ্রে ও পশ্চাতে জনসমূহ হরিধ্বনি ও নৃত্য করিতে করিতে চলিল। তথা হইতে সকলে মাধাইয়ের ঘাট, বারকোনা ঘাট, সিমুলিয়া ঘাট ইত্যাদি অতিক্রম করিয়া চলিলেন। যতই তাঁহারা অগ্রসর হইতেছেন ততই গৌরাঙ্গ লোকের নিকট অতি মধুর বলিয়া বোধ হইতে লাগিলেন এবং ততই লোক সমারোহ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। গৌরাঙ্গের কারুণ্য দেখিয়া ও ক্রন্দন

বিবাহ নিমিত্ত অথবা কোন ভূতের মাতন?" তিনি বাহিরে আগমনপূর্ব্বক দেখিলেন, পথ আলোকিত করিয়া তুরি, ভেরী, খোল, করতাল বাদ্যসহকারে কীর্ত্তনের দল আগমন করিতেছে। নিমাই যে সামান্য আদেশমাত্র অতি অল্পকাল মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা কাজি কোন ক্রমেই ধারণায় আনিতে পারিলেন না। সামান্য কীর্ত্তন দল ভাবিয়া তাঁহার ক্রোধ হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন, "নিমাই যদি পুনর্ব্বায় কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এবার তাহাদিগের জাতি নষ্ট করিব। এই বলিয়া তিনি কয়েকজন প্রহরীকে দেখিবার জন্য প্রেরণ করিলেন।"

অনন্ত অর্ব্বুদমুখে মধুময় হরিধ্বনি শ্রবণ করিয়া দ্বিজকুলমণি বিশ্বম্ভর ঊর্দ্ধবাহু হইয়া "হরিবোল হরিবোল" রব করিতেছেন। এই লক্ষ লক্ষ নরসমাগম মধ্য হইতে সেই কনকগৌরকান্তি, উন্নতদেহ, ভাবে বিভোর পুরুষবরকে দৃষ্টিপাতমাত্র চিনিয়া লওয়া যায়। যতই তিনি প্রেমে মুগ্ধ হইয়া নৃত্য করিতেছেন, যতই ঊর্দ্ধবাহু হইয়া "হরিবোল হরিবোল" রব করিতেছেন, ততই যেন তদীয় অঙ্গ হইতে তাড়িত শক্তি বহির্গত হইয়া সেই অসংখ্য জনমণ্ডলীকে নাচাইতেছে ও হরিধ্বনি করিতে উৎসাহিত করিতেছে। কাজি-প্রেরিত প্রহরিগণ এই লোকসমাগম দেখিয়া ভীত হইল। তথা হইতে পলায়নপূর্ব্বক দ্রুতপদে কাজিসকাশে আগমন করিয়া কহিল, "কোটী কোটী লোকসঙ্গে নিমাইপণ্ডিত এইদিকে আগমন করিতেছে। লক্ষ লক্ষ লোক বাতি হস্তে 'মার্ কাজি, মার্ কাজি' ধ্বনি করিতেছে।" তাহারা আরও সংবাদ জানাইল যে, নবদ্বীপের প্রতি দ্বারে মঙ্গলঘট ও কদলীবৃক্ষ স্থাপিত, রাজপথ পুষ্পময়, সৌধরাজি আলোকসজ্জিত, ফলতঃ এতাদৃশ জাঁকজমক রাজ-আগমনেও আমরা কখন হইতে দেখি নাই।

কাজি শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন, "নিমাইপণ্ডিত বুঝি বিবাহোপলক্ষে কোন দিকে যাইতেছে। কিন্তু তাহা না হইয়া যদি কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া থাকে তাহা হইলে নিশ্চয় আমি তাহাদিগের জাতি নষ্ট করিব।"

ইতিমধ্যে সর্ব্বলোকচূড়ামণি বিশ্বম্ভর কাজির বাটীর সন্নিহিত হইতেছেন। কোটী কোটী মনুষ্যমুখবিনিঃসৃত হরিধ্বনিসহ মহাকোলাহলে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, ও পাতাল প্রপূরিত হইল। ভেক যেমন সর্পভয়ে পলায়ন করে, কাজির প্রহরিগণ তদ্রূপ বিশ্বম্ভরের গণ হইতে পলায়নপর হইল। কিন্তু পলাইবার সুযোগ পাইল না। বিশ্বম্ভরের গণ অচিরে তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহারাও মস্তকে কাপড় বাঁধিয়া হরিসংকীর্ত্তনে যোগদান করিল। গুম্ফ ও শ্মশ্রুবিশিষ্ট জনবর্গ লজ্জায় অবনতমস্তকে হরিনাম করিতে করিতে অগ্রসর হইল। এই লোক সমুদ্রের মধ্যে কে কাহাকে চিনে? সুতরাং কাজির প্রহরিগণ যে নিরাপদে রহিল তাহার আর বিচিত্রতা কি? দেখিতে দেখিতে শ্রীগৌরাঙ্গের লোক কাজির বাটী বেষ্টনপূর্ব্বক অবরোধ করিল। নিমেষমধ্যে সেই উন্মত্তজনবর্গ কাজির বহির্ব্বাটী ভাঙ্গিয়া ফেলিল, এবং উদ্যানে প্রবিষ্ট হইয়া পুষ্পবৃক্ষ সকল উৎপাটিত করিতে লাগিল। এই প্রকার অনিষ্টাচরণে রত দেখিয়া নিমাই নিজগণকে শান্তভাব ধারণ করিবার আদেশ দিলেন।

নিমাই সমস্ত ভাব সংবরণপূর্ব্বক কাজি কোথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কাজি অন্দরমহলে লুক্কায়িত আছেন শ্রবণ করিয়া বহিরাগমনের জন্য তাঁহাকে সংবাদ পাঠাইলেন। একে ত হিন্দু মুসলমানে শক্রতা আছে, তাহার উপর কাজি সংকীর্ত্তনে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া আরও শক্রতা প্রবর্দ্ধিত করিয়াছেন। এজন্য ভয়বিহ্বল হইয়া একবারে অন্দরমহলে লুক্কায়িত হইয়াছেন। এক্ষণে নিমাইপণ্ডিত ডাকিতেছেন শুনিয়া আশ্বাসিত হইলেন। বিশেষতঃ বাহিরে আর লোকজনের কোলাহল নাই, দর্শন করিয়া তাঁহার সাহস উৎপন্ন হইল। তখন তিনি বাহিরে আগমন পূর্ব্বক করযোড়ে নিমাইসমক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন।

কাজিকে উপস্থিত দেখিয়া নিমাই মহাসমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা

দুই চারি দিবস উৎপীড়ন করিলে পর, আমি রাত্রিযোগে স্বপ্ন দেখিলাম যেন সিংহবদন নরদেহ কোন পুরুষ আমাকে কীর্ত্তনরোধের জন্য তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন আমি যে সকল অনুচরগণকে নবদ্বীপ প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহাদের অনেকেই মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরি হরি, বলিয়া নাচিতে লাগিল। আমি প্রথমে তাহাদিগকে হিন্দু বিদ্রূপকারী বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু যখন দেখিলাম যে প্রকৃতই তাহা নহে, তাহারা যেন ভূতাবিষ্টের ন্যায় হইয়াছে, তখন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কহিল, 'কি জানি, আমরা হরিনাম ও কৃষ্ণনাম ছাড়িতে পারিতেছি না'।"

তখন কীর্ত্তনে বাধা দেওয়া আমার আর যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইল না। মুসলমানে হরিনাম গ্রহণ করে দেখিয়া আমি নিশ্চয় করিলাম ঐশ্বরিক শক্তি ব্যতিরেকে এরূপ কখনই হইতে পারে না। এইরূপ বলিতে বলিতে কাজি যেন স্বপ্নদৃষ্ট সেই মূর্ত্তির আভাস নিমাই দেহে দর্শন করিলেন। অকস্মাৎ তাড়িতবৎ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া আনন্দের লহরী চলিয়া গেল। কাজি অমনি বিশ্বম্ভরের পদতলে পতিত হইয়া কহিলেন, "আমার বোধ হয়, তুমিই হিন্দুদিগের নারায়ণ ও আমাদিগের আল্লা।"

গৌরাঙ্গ তখন কাজিকে স্পর্শ করিলেন, এবং বলিলেন, "তুমি যখন মুখে হরি, কৃষ্ণ ও নারায়ণের নাম গ্রহণ করিয়াছ তখন তোমার সর্ব্ব পাপক্ষয় হইয়াছে।" নিমাই স্পর্শে কাজির নয়ন দিয়া ধারা প্রবাহিত হইল। তিনি গৌরাঙ্গ-চরণ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ভক্তি কামনা করিলেন।

নিমাই তাঁহাকে উঠাইয়া কহিলেন, "তুমি আমাকে এই ভিক্ষা দাও যে, আর কখন কীর্ত্তনে বাধা প্রদান করিবে না।"

কাজি কহিলেন, "আমি ত করিব না, আমার বংশের কেহ যাহাতে বাধা প্রদান না করে, তজ্জন্য সাবধান করিয়া দিব।"

এই কথা শুনিয়াই নিমাই নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন। কাজিও

হরিনাম করিতে করিতে তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। তখন গৌরাঙ্গ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া স্বগৃহে পাঠাইলেন।

অনন্তর বিশ্বম্ভর স্বগণসহ সেই জনস্রোত নর্ত্তন সহকারে হরিনাম করিতে করিতে বণিক নগরে উপনীত হইলেন। তথায় দীপাবলি-পরি-শোভিত, স্থাপিত-মঙ্গলঘট-দ্বার সৌধরাজির মধ্য দিয়া পুষ্প-বিকীর্ণ পথে নৃত্য করিতে করিতে তন্তুবায় নগরে এবং তথা হইতে শ্রীধরের বাটী উপনীত হইলেন। পরমভক্ত শ্রীধরকে আপ্যায়িত করিবার নিমিত্ত তাহার জলপূর্ণ লৌহঘট হইতে প্রভু জলপান করিলেন, এবং তথা হইতে বাটী প্রত্যাগত হইলেন।

শ্রীনিমাইয়ের কার্য্য সকলই লোকাতীত। বিদ্বজ্জনবহুল নবদ্বীপ মধ্যে যে নিমাই বিদ্যাবলে কেশব কাশ্মীরীকে জয় করিয়াছিলেন, প্রেমভক্তি-দানে দুর্দ্দান্ত, নরহন্তা, পাষণ্ড জগাই ও মাধাইকে বশীভূত করিয়াছিলেন, আদেশমাত্র যে নিমাই লক্ষ লক্ষ লোক সংগ্রহ করিয়া হরিনামমন্ত্র সহায়ে বিধর্ম্মী, কঠোর-হৃদয় কাজিকে দমন করিলেন, স্বয়ং পণ্ডিত হইয়া যিনি নুপুরালঙ্কৃত ও মধুর শিঞ্জিতপদে রাজবর্ত্মে নৃত্য করিতে লজ্জা বোধ করেন নাই, লোকশিক্ষার নিমিত্ত প্রেম-ভিক্ষা করিয়া যিনি সাধা-রণের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন, যিনি লোকের উৎসাহে উৎসাহিত হন নাই, লোকের ভীতি-প্রদর্শনে উৎসাহশূন্য হন নাই, যিনি ভক্তের জন্য সদাই উৎকণ্ঠিত, সেই নিমাই সামান্য মানব হইলে কখন ঈদৃশ কার্য্য করিতে পারিতেন না।

কয়েক জন সঙ্গী তাঁহার সেবায় নিযুক্ত। কখন বা রাধাভাবে তিনি সমস্ত রাত্রি শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষায় জাগ্রত আছেন। একটু শব্দ হইলেই সঙ্গিগণকে কহেন, "সখি! দেখ দেখি, শ্রীকৃষ্ণ এলেন বুঝি?" এইরূপ শ্রীকৃষ্ণবিরহে রাধিকার যেরূপ উৎকণ্ঠা হইয়াছিল, নিমাই তাহারই অভিনয় করিয়া শিষ্যগণকে দেখাইতে লাগিলেন। নিত্যানন্দকে দেখিলেই তিনি জড়সড় হয়েন, কারণ তিনি শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা।

কিন্তু গৌরাঙ্গ, ভাবে বিভোর হইলেও, কীর্ত্তন বন্ধ হয় নাই। তিনি অদ্বৈত প্রভৃতিকে শ্রীবাসের বাটীতে কীর্ত্তন করিবার আদেশ দিয়াছেন। সেই আদেশমত অদ্বৈত শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তগণ মিলিয়া সংকীর্ত্তন করিতেন। একদিবস তিনি বাহ্যজ্ঞান পাইয়া শ্রীবাসমন্দিরে গমনপূর্ব্বক সুখে কীর্ত্তন করিতেছেন, সকলে বহুদিবস পরে শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রাপ্ত হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া নৃত্য করিতেছেন। ইতিমধ্যে শ্রীবাসের একমাত্র পুত্র বহুদিবস হইতে রোগভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। বাড়ীতে ক্রন্দনের রোল উঠিল। তাহা শ্রবণমাত্র শ্রীবাস বাটীর মধ্যে গমন করিলেন, গিয়া দেখিলেন তাঁহার পুত্রটী পরলোকগত হইয়াছে। তজ্জন্য মালিনী ও অপরাপর কামিনীগণ রোদন করিতেছেন। শ্রীবাস তত্ত্বজ্ঞানী, পরমগম্ভীর ও মহাভক্ত ছিলেন। তিনি স্ত্রীলোকগণকে প্রবোধ দান করিয়া কহিলেন, "তোমরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের মহিমা অবগত আছ। অন্তিমকালে যাঁহার নাম একবার মাত্র কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে মহাপাতকীও মোক্ষপ্রাপ্ত হয়, সেই প্রভু সাক্ষাতে নৃত্য করিতেছেন, এমন সময়ে যে পুত্র পরলোকগত হইল তজ্জন্য ক্রন্দন করা কি উচিত? এই শিশুর ন্যায় ভাগ্য যদি আমাদিগের হয়, তবে ত আমরা কৃতার্থ হই। যদি বা তোমরা একান্তই বিয়োগ সহ্য করিতে না পার, তবে না হয় কিঞ্চিৎ বিলম্বে কাঁদিও। এক্ষণে ক্রন্দন শব্দ উত্থিত হইলে যদি প্রভু বাহ্যজ্ঞান পাইয়া নৃত্য ভঙ্গ করেন, তবে আমিও আর প্রাণ রাখিব না। গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া দেহ বিসর্জ্জন করিব।"

তখন কাজেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রভুকে কেহ সংবাদ জানাইল। প্রভু জিজ্ঞাসিলেন, "কতক্ষণ প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে ?" একজন জানাইল, "চারি দণ্ড রাত্রি কালে, সে প্রায় আড়াই প্রহর হইল।"

গৌরাঙ্গ শ্রীবাসের মুখের দিকে তাকাইলেন, দেখিলেন তাঁহার মুখ উজ্জ্বল, বিষাদের চিহ্নমাত্রও পতিত হয় নাই। ইহা দেখিয়া গৌরাঙ্গ বড় সুখী হইলেন, কহিলেন, "শ্রীবাস! তুমিই ধন্য, তুমিই শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়-মধ্যে স্থান দিয়াছ।" গৌরাঙ্গ শ্রীবাসকে এইরূপ বলিয়া আর হৃদয়াবেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না, বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, "আমার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া যাহারা পুত্রশোককেও হৃদয়ে স্থান দেয় না, এমন ভক্তসঙ্গ আমি কিরূপে ত্যাগ করিব ?"

অনন্তর মৃতশিশু সৎকার করিবার জন্য বাহিরে আনীত হইলে, গৌরাঙ্গ তাহার নিকট গমন করিলেন। শ্রীবাস-পত্নী মালিনী ও অপরাপর সকলে তাহাকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইলে, প্রভু জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি শ্রীবাসের গৃহত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত গমন করিতেছ ?" তখন সেই মৃতশিশু প্রভুবাক্যে উত্তরদান করিয়া কহিল, "প্রভো! আপনার যেরূপ নির্ব্বন্ধ তাহার অন্যথা করে কাহার সাধ্য? এ দেহ যত দিবস ভোগ করিবার কথা তাহা ভোগ করিয়াছি, এক্ষণে অন্যত্র গমন করিতেছি। প্রভো! অনুগ্রহপূর্ব্বক এই করুন যেন আপনার চরণে আমার মতি অচলা থাকে। পার্ষদগণ সহ আপনাকে নমস্কার।"

ভক্তগণ শ্রীবাসের মৃত পুত্রকে প্রভুর সহিত কথোপকথন করিতে শ্রবণ করিয়া যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইলেন। তখন শ্রীবাসের স্ত্রীর ও আত্মীয় স্বজনের এই মৃতের জন্য দুঃখ দূরীভূত হইল। তাঁহারা সগোষ্ঠী প্রভুর চরণ ধারণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। প্রভু শ্রীবাসকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "শ্রীবাস, তুমি দুঃখ করিও না, আমাকে ও নিত্যানন্দকে তোমার দুই পুত্র বলিয়া জানিবে।" প্রভুর মুখে এতাদৃশ

মধুর বচন শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি করিল। অনন্তর প্রভু মৃত বালককে লইয়া সর্ব্বগণসহ কীর্ত্তন করিতে করিতে গঙ্গাতীরে গমন করিলেন। তথায় যথারীতি শ্রীবাসপুত্রের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া স্নানান্তে সকলে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

গৌরাঙ্গ আবার ভাবে বিভোর হইলেন। আর গৃহ হইতে বহির্গত হয়েন না। গৃহের অভ্যন্তরে যেন সর্ব্বদা শশব্যস্ত,সর্ব্বদাই যেন ভয়ে ভীত। কি জন্য প্রভুর এরূপ অবস্থা, কিসের ভয় তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে, তাহা কাহারও জিজ্ঞাসা করিবার সাহস নাই। জিজ্ঞাসা করিলেও যে তিনি উত্তর দিবেন তাহারও কিছুই স্থিরতা নাই। তিনি সর্ব্বদাই এদিক ওদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। কোন শব্দ হইলেই ভক্তগণকে বলেন, "কে আসিল, তোমরা দেখিয়া আইস।" ভক্তগণ বাহিরে কাহাকেও না দেখিয়া সংবাদ জানাইলেন, "কেহই আসে নাই।" তখন প্রভু একটু শান্ত হয়েন, কিন্তু পরক্ষণেই আবার উতলা হইয়া উঠেন।

একদিবস তিনি ভক্তগণ মধ্যে উপবিষ্ট আছেন এমন সময়ে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "অক্রূর! তুমি আমার প্রাণনাথকে লইয়া গেলে আমি কিরূপে বাঁচিব? তুমি কৃষ্ণকে লইয়া যাইও না।" এই বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ভক্তগণও দাঁড়াইলে নিমাই কহিলেন, "তোমরা যে কথা কহ না, তোমরা চুপ করিয়া রহিলে? কৃষ্ণকে লইয়া গেল দেখিতেছ না?" ভক্তগণ উত্তর না করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

ক্রমে নিমাই কৃষ্ণের উপর বিরক্ত হইলেন, কারণ তিনি বড় কৃতঘ্ন ও নির্দ্দয়। তিনি অনুগতা সরলপ্রাণা গোপীগণকে মোহিত করিয়া পরিশেষে তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। ইহা অতীব নিষ্ঠুরের কার্য্যবোধে, তিনি কৃষ্ণভজন পরিত্যাগপূর্ব্বক গোপীগণকে ভজন করাই কর্ত্তব্য মনে করিলেন। সুতরাং কৃষ্ণনাম-জপ পরিহার করিয়া গোপীনাম জপ আরম্ভ করিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

গৃহ পরিত্যাগ।

নিমাই গৃহ পরিত্যাগ করিবেন শ্রবণ করিয়া অবধি নিত্যানন্দ আকুল-প্রাণে ভাবিতে লাগিলেন, "প্রভু দেশত্যাগী হইলে জননী শচীদেবী কি প্রকারে প্রাণধারণ করিবেন, কি প্রকারেই বা এই সুদীর্ঘব্যাপী দিবারাত্রি প্রাণসম পুত্রবিহনে অতিবাহিত করিবেন?" এই সকল নিদারুণ চিন্তায় নিত্যানন্দ ধৈর্য্যধারণ করিতে না পারিয়া মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন এবং বিরলে বসিয়া কেবল জননীর দুঃখে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

নিত্যানন্দের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক গৌরাঙ্গ মুকুন্দের বাটী গমন করিলেন। গৌরাঙ্গকে দর্শন করিয়া মুকুন্দ পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। প্রভু প্রথমেই তাঁহাকে কৃষ্ণগীত গাইতে আদেশ করিলেন। মুকুন্দের হৃদয়ানন্দকারী শ্রুতিমধুর কণ্ঠস্বরে গীত কৃষ্ণগীত শ্রবণ করিয়া প্রভু হুহুঙ্কারপূর্ব্বক "বোল বোল" রব করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রভু ভাব সংবরণ করিয়া মুকুন্দকে কহিলেন, "মুকুন্দ! আমি গৃহবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক শিখাসূত্র-বিবর্জ্জিত ও করঙ্গধারী হইয়া দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিব মনন করিয়াছি।" মুকুন্দ শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং মিনতি সহকারে প্রভুকে কহিলেন, "প্রভো আপনার ইচ্ছা রোধে কেহ সমর্থ নহে, তবে যদি একান্তই আপনি সন্ন্যাসগ্রহণ করেন,

যেখানে, আমিও সেইস্থানে। তোমরা কদাপি ভাবিও না যে, আমি সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব। আমি সর্ব্বকাল তোমাদের সঙ্গেই থাকিব। শুদ্ধ এই জন্মে নহে, জন্মে জন্মে তোমরা আমার সঙ্গী হইবে। এ জন্মে যেমন তোমরা আমার সহিত সংকীর্ত্তনামোদে লিপ্ত আছ, যুগে যুগে আমার সকল অবতারেই তোমরা সঙ্গী হইয়াছ।" প্রভু এই কথা বলিয়া একে একে সকলকে হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন। শচীদেবী ক্রমে প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের অভিপ্রায় অবগত হইলেন। বজ্রপাতসম এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তনয়গতপ্রাণা শচীদেবী ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। পুত্রের ভগবদ্ভাব ধারণ তিনি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই চিন্তামালা তাঁহার হৃদয়কে বিলোড়িত করিয়া তুলিল, তিনি স্বয়ং কোথায় আছেন বা কি করিতেছেন, সে বিষয়ে সংজ্ঞাহীনা হইলেন।

এক দিবস কমললোচন বিশ্বম্ভরকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া জগন্মাতা শচীদেবী ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, "বাবা বিশ্বম্ভর! আমি তোমার মুখ চাহিয়া জীবন ধারণ করিতেছি, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিও না। তোমার কমলনয়ন, চন্দ্রবদন, সুরক্ত অধর, মুক্তাগঞ্জিতদশন, অমৃতবর্ষি বচন ও গজেন্দ্র গমন; এই সকল না দেখিয়া না শুনিয়া আমি জীবন ধারণ করিতে পারিব না। বাপ্! তোমার প্রাণের দোসর নিত্যানন্দ, তোমার অনুচর অদ্বৈত, শ্রীবাস, গদাধর প্রভৃতি সঙ্গে কীর্ত্তনামোদে লিপ্ত থাকিয়া গৃহে বাস কর। জগজ্জনে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার নিমিত্ত তোমার অবতার। তুমি ধর্ম্মময় হইয়া যদি জননী পরিত্যাগ কর তবে কি প্রকারে তুমি ধর্ম্মশিক্ষা দিবে? তোমার অগ্রজ যখন আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন ও তোমার পিতা বৈকুণ্ঠবাসী হইলেন, তখন কেবল তোমারই চন্দ্রবদন নিরীক্ষণ করিয়া আমি জীবন ধারণ করিয়াছিলাম। সেই চন্দ্র এক্ষণে আমার হৃদয়াকাশ

ভাবিলেন, "এ লাউ আমার ভক্ষণ করা হইল না।" কিন্তু আবার ভক্তের অলাবু, না আস্বাদন করিলে পাছে শ্রীধর মনঃকষ্ট পায়, এই ভাবিয়া জননীকে সেই রাত্রিকালেই অলাবু রন্ধন করিতে কহিলেন। ইতিমধ্যে আর একজন এক ঘটী দুগ্ধ আনয়নপূর্ব্বক প্রভুর সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিল। প্রভু কহিলেন, "ভালই হইয়াছে, এই অলাবু দুগ্ধ সহযোগে রন্ধন করিলে উত্তম হইবে।" শচীমাতা নিমাইয়ের ইচ্ছামত রন্ধন করিলেন।

ভক্তগণ চলিয়া গেলে নিমাই আহার করিলেন। আহারান্তে আচমন করিয়া উঠিলে শচীমাতা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "নিমাই! আমার বড় সাধ ছিল, তুমি নবদ্বীপগ্রামে বড় পণ্ডিত হইয়া ধনে, মানে, মর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ হইবে। আমিও পুত্র, পুত্রবধূ ও পৌত্র লইয়া কিছু দিন বাস করিব। ধন, মর্য্যাদা, পুত্রবধূ সকলই হইল, কিন্তু সে সকলই আমার দুঃখের কারণ-ভূত হইল। বাবা! চলিতে গেলে তোমার পা দিয়া রক্ত ফাটিয়া পড়ে, তুমি কেমন করিয়া পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে? ভিক্ষোপজীবী হইয়া তুমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবে, মনে হইলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। কে তোমাকে রাঁধিয়া দিবে? তুমি সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া থাকিলে, কে তোমাকে চারিটী খাওয়াইয়া দিবে?"

মাতার দুঃখসূচক বাক্যে নিমাই অত্যন্ত ব্যথিতচিত্ত হইয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিবার জন্য বলিতে লাগিলেন, "মা! তুমি জঠরে ধারণ করিয়া আমাকে লালন পালন করিয়াছ, তোমারই যত্নে আমি বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছি। তুমি নিজের সুখ বিসর্জ্জন দিয়া আমার সুখের জন্য লালায়িত ছিলে। তুমি দণ্ডে দণ্ডে আমার যে স্নেহ করিয়াছ, কোটি কল্পেও আমি তাহা পরিশোধ করিতে পারিব না। আমি এক জন্মে নয়, জন্মে জন্মে তোমার নিকট ঋণী। মা! লোকে স্বাধীন নয়, সকলেই ঈশ্বরাধীন, সংযোগ, বিয়োগ সকলই সেই জগন্নাথ কর্ত্তৃক সংঘটিত। সেই জগন্নাথের

পতিকে নিদ্রিত দেখিয়া তাঁহার চরণ দুখানি ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতেছেন। নয়নজল বক্ষঃস্থলের বসন আর্দ্র করিয়া নিমাইয়ের চরণে নিপতিত হইল। অমনি নিমাইয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল। দেখিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার চরণ-ধারণপূর্ব্বক ক্রন্দন করিতেছেন। নিমাই তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আদরে তাঁহাকে ধরিয়া যত্নপূর্ব্বক উৎসঙ্গে উপবেশন করাইলেন। নিমাই বিবাহ করিয়া অবধি সংকীর্ত্তনে মত্ত ছিলেন, সুতরাং বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিত কখন আমোদ আহ্লাদ বা ভাল করিয়া কথা কহিবার সময় পান্ নাই। অদ্য সহসা পতির ঈদৃশ সোহাগে তাঁহার অন্তর কাঁদিয়া উঠিল। তিনি বাষ্পাকুল-লোচনে পতিমুখকমলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "আমাকে একটা কথা সত্য বলিবে?" নিমাই উত্তরে কহিলেন, "তুমি আমার প্রাণপুত্তলী, তোমাকে কেন ভাঁড়াইব।" তখন বিষ্ণুপ্রিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি নাকি সন্ন্যাসী হইবে?" নিমাই কহিলেন, "হাঁ, তুমি ঠিক বলিয়াছ, আমি সন্ন্যাসী হইব। শ্রীকৃষ্ণের সেবার নিমিত্ত আমি সন্ন্যাসী হইব, ইহাতে তোমার ও আমার উভয়েরই ভাল হইবে। এক্ষণে তুমি মনের সুখে আমাকে অনুমতি দেও।"

বিষ্ণুপ্রিয়া স্তম্ভিতা হইয়া কহিলেন, "সে কি কথা? তুমি যাবে কোথা? আর কেনই বা তুমি যাইবে? সন্ন্যাসী হইবে, ইহার অর্থ ত আমাকে ছাড়িবে। আচ্ছা আমি না হয় পিত্রালয়ে থাকিব। এখানে আর আসিব না। তাহা হইলে তোমাকে ত আর বাড়ী ত্যাগ করিতে হইবে না। বিশেষ, যা কর আর না কর, বৃদ্ধা মাতাকে ছাড়িও না। তিনি তোমার বিরহ সহ্য করিতে পারিবেন না। তাঁহার মৃত্যু হইলে তুমিই জননী-বধের পাতকী হইবে।"

গৌরাঙ্গ প্রণয়িনীর উপদেশপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "প্রিয়ে! তুমি এখনও সম্যক্ বুঝিতে পার নাই। ক্রন্দন করিবার জন্যই আমার জন্ম, এবং এতাবৎ ক্রন্দন করিয়া আসিয়াছি কিন্তু তথাপি কঠিন-হৃদয়

মায়া অপসারিত হইলে নিমাইয়ের বাক্য বিষ্ণুপ্রিয়ার শান্তিপ্রদ হইল। তিনি মুখ উত্তোলন করিবামাত্র দেখিলেন, তাঁহার পতি শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-ধারী। তখন তিনি গললগ্নীকৃতবাসে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ একটু হাস্য করিয়া পত্নীকে পুনরায় ক্রোড়দেশে বসাইয়া কহিলেন, "প্রিয়ে! আমি কি তোমাকে ত্যাগ করিতে পারি? তবে যে আমি গৃহত্যাগ করিতেছি, তাহাতে লোকে দেখিবে, আমি তোমাকে ত্যাগ করিলাম। কিন্তু তুমি যখনই আমার জন্য কাতর হইবে, তখনই আমার দর্শন পাইবে।"

তখন বিষ্ণুপ্রিয়া শান্তি প্রাপ্ত হইয়া কহিলেন, "নাথ! তুমি দয়াময়, দয়া করিয়া আমাকে দাসী বলিয়া স্মরণ রাখিও। তুমি জীব উদ্ধারে ব্রতী হইয়াছ, তোমার কার্য্য সফল হউক। আমার কষ্টকে আমি কষ্ট বলিয়া মনে করিব না, বরং তোমার সুখে আমি আপনাকে সুখী জ্ঞান করিব।"

গৌরাঙ্গ, পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া নানা কথার প্রসঙ্গে প্রায় সমস্ত রজনী যাপন করিলেন। রাত্রি প্রায় ছয় দণ্ড আছে, এমন সময়ে উভয়ে নিদ্রিত হইলেন। ক্ষণকাল পরে নিমাই জাগ্রত হইয়া দেখিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়া গাঢ় নিদ্রাগতা। তখন তিনি ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া সতর্কতা সহ খট্টা হইতে অবতরণপূর্ব্বক দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। অনন্তর আঙ্গিনায় আসিয়া জননীর উদ্দেশে প্রণামপুরঃসর বহির্দ্বার উন্মোচনপূর্ব্বক গৃহ, নবদ্বীপ ও জননীকে পুনরায় প্রণাম করিয়া দ্রুতপদে গঙ্গা অভিমুখে গমন করিলেন। গঙ্গাতীরবর্ত্তী হইলে অগ্রজ বিশ্বরূপকে স্মরণ করিয়া সুরধুনী-জলে ঝম্প প্রদান করিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

-০ঃ।ঃ০-

কাটোয়ায় কেশব ভারতী সন্নিধানে।

গৌরাঙ্গেব বাটীতে দুইটী ভক্ত সর্ব্বদা থাকিতেন। তাঁহারা দাসের ন্যায় শচীমাতার সেবা কবিতেন। ইঁহাদের একজনের নাম ঈশান ও অপবটীব নাম গোবিন্দ। ঈশান বহুদিবস হইতেই প্রভুর বাটীতে আছেন।

গোবিন্দ গৃহস্থ ছিলেন। তাঁহাব স্ত্রীর মৃত্যুর পর, পুত্র ও পুত্রবধূর অত্যাচাবে গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া কোথায় যাইবেন, কি করিবেন কিছুই স্থিব করিতে না পারিয়া নবদ্বীপে আসিলেন, কারণ, শুনিয়াছিলেন নবদ্বীপে নূতন অবতার হইয়াছে। নবদ্বীপে আগমনপূর্ব্বক গৌরাঙ্গের বিষয় কাহারও নিকট জিজ্ঞাসা করায় সে দেখাইয়া দিল, তিনি ঘাটে স্নান করিতেছেন। গোবিন্দ আসিয়া দেখিল, জন কয়েক পার্ষদ-পবিবেষ্টিত একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর যুবক স্নান করিতে করিতে ভক্তগণসহ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। গোবিন্দও গঙ্গাস্নান করিয়া দূর হইতে গৌরাঙ্গের বাক্য শুনিতেছিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া অবধি গোবিন্দের জ্ঞান হইল, ইনি ভগবান্, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। গৌরাঙ্গ স্নান করিয়া তীরে উঠিলে গোবিন্দ ও তীরে উঠিলেন। ভক্তগণসহ গৌরাঙ্গ বাটী পৌঁছিলে, সকলে বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন জন্য যে যাহার বাটী গমন

ঊষাকালে ভক্তগণ ও নবদ্বীপবাসী অধিকাংশ লোক প্রাতঃস্নানার্থ আগমন করিয়া প্রভুর চরণদর্শন করিতেন। প্রথমেই শ্রীবাস প্রভুর দ্বারে উপনীত হইয়া জননীকে ভূপতিতা অবলোকন করিলেন। কারণ জিজ্ঞাসিলে বাষ্পাবরুদ্ধকণ্ঠা সুতরাং উত্তরদানে অসমর্থা শচীদেবী অজস্র বাষ্পবারি বিগলিত করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে গৌরাঙ্গ দেবের ভক্তগণ তথায় উপনীত হইলেন। শচীমাতা কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া গৌরাঙ্গস্মরণে বিলাপ করিতে লাগিলেন, "আমার গৃহাকাশের মধ্যাহ্নসূর্য্য কোথায় পলায়ন করিল? আমার সংসার-সরোবরের রাজহংস কোথায় উড়িয়া গেল? আমার দশদিক শূন্য বোধ হইতেছে। কে আর আমাকে মা বলিয়া আমার তাপিত-প্রাণ শীতল করিবে? নিমাই নিদারুণ হইয়া কোনদেশে চলিয়া গেল, কেই বা আমার সোনার বাছাকে আমার ক্রোড়ে আনিয়া দিবে?" অনন্তর শচীমাতা বৈষ্ণবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখ বাপ সকল, বৈষ্ণবগণই বিষ্ণুর দ্রব্যের অংশ পাইয়া থাকেন, অতএব নিমাইয়ের যাহা কিছু দ্রব্যাদি আছে, তাহা শাস্ত্রানুসারে তোমাদেরই। তোমরা সকলে মিলিয়া তাহা বিভাগ করিয়া লও। আমার আর জীবনে প্রয়োজন নাই। আমি এস্থান হইতে চলিয়া যাইব।" জননীর ক্রন্দন শুনিয়া ভক্তগণ ধরণীলুণ্ঠিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

এদিকে নিমাই গৃহবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইতেছেন শ্রবণ করিয়া নবদ্বীপ-বাসিগণ দলে দলে প্রভুর বাটীতে আগমন করিতে লাগিল। নিমাই পণ্ডিতের শূন্যগৃহ এবং শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া তাহারাও ক্রন্দন করিল। পাষণ্ড, পরনিন্দক ও নিমাইয়ের বিরুদ্ধাচারী ব্যক্তিবর্গও পূর্ব্বকৃত অপরাধ স্মরণ করিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হইল।

মাতাকে বিলাপ করিতে দেখিয়া নিত্যানন্দের করুণ হৃদয় দ্রব হইয়া গেল। তিনি মাতাকে আশ্বাসদান করিয়া কহিলেন, "জননি! ক্ষান্ত হও,

যাঁহার লোমকূপে, আমি তাঁহার নিকট হইতে পলাইয়া কোন স্থানে যাইব ?" এজন্য তিনি গৌরাঙ্গকে পুনরায় ডাকিলেন। ডাকিয়া কহিলেন, "বিশ্বম্ভর! তুমি কেন আমায় বিড়ম্বনা করিতেছ? যিনি জগতের গুরু, তাঁহার গুরু আবার কে হইতে পারে? এজন্য তোমাকে মন্ত্রদান করিবার সাহস আমার নাই।"

নিমাই তখন অত্যন্ত আর্ত্তি সহকারে সন্ন্যাসীর পদধারণপূর্ব্বক কহিলেন, "প্রণতজনকে এমন দুর্ব্বচন বলিবেন না, আমি মরিলেও আপনার পদকমল ছাড়িব না। তবে এক নিবেদন আছে তাহা শ্রবণ করুন, 'আমি এক দিবস রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম যে, জনৈক ব্রাহ্মণ আসিয়া আমার কর্ণে মন্ত্র দিলেন।" এই বলিয়া প্রভু সেই মন্ত্র সন্ন্যাসীর কাণে কাণে বলিয়া নিজেই নিজের গুরু হইলেন। মন্ত্র শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন, "আচ্ছা, আমি তোমাকে মন্ত্র দিব।" প্রভু সন্ন্যাসীর বাক্যে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন, তাঁহার অরুণলোচন দিয়া অবিরতধারে অশ্রু পতিত হইতে লাগিল।

কাটোয়াবাসী যাবতীয় লোক সেই বটবৃক্ষ মূলে সমবেত হইয়াছে। কি বৃদ্ধ, কি অন্ধ, কি যুবা, কি পুরুষ, কি নারী, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি শিশু, কি কুলের যুবতী, কি পঙ্গু, কি আতুর, কি গর্ভবতী নারী সকলেই, গৌরাঙ্গকে সন্ন্যাসমন্ত্র দান করিবেন শুনিয়া, কেশব ভারতীকে গালি দিতে লাগিল। সকলেই একবাক্যে প্রভুর স্ত্রী ও মাতাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলিল, "এমন রূপবান্ গুণবান্ পুত্র যাঁহার, সেই ধন্যা ও এমন পতি যাঁহার, সেও ধন্যা।" কিন্তু সকলেই আবার তাঁহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল, "ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে ইঁহার দুঃখিনী জননী ও হতভাগিনী স্ত্রী কি প্রকারে জীবন ধারণ করিবেন? তাঁহারা বোধ হয় সংসারে জলাঞ্জলি দিয়া সুরধুনী জলে জীবন বিসর্জ্জন করিবেন।"

নিমাই এই সকল জল্পনা কর্ণগোচর করিয়া পুরুষগণকে পিতৃসম্বোধন

ও স্ত্রীগণকে মাতৃ-সম্বোধন পূর্ব্বক অতি বিনীতভাবে কহিলেন, "তোমরা আমার মাতা পিতা, আমাকে প্রসন্ন হইয়া সকলে আশীর্ব্বাদ কর যেন আমি শ্রীকৃষ্ণের চরণ প্রাপ্ত হই। মা! তোমাদের যেমন পতিই একমাত্র পূজ্য, তোমাদের রূপ বল, যৌবন বল, লাবণ্য বল, পতি ভজন করিলে তাহা ধন্য হয়। সেইরূপ কৃষ্ণপদ বিনা আমার গতি নাই, কৃষ্ণ ভজন করিতে পারিলেই আমি ধন্য হই।" এই বলিয়া নিমাই রোদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সে দিবসও অতিক্রান্ত হইল। রাত্রিকাল সেই স্থানেই নানা কৃষ্ণালাপে অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালে সন্ন্যাসমন্ত্র গ্রহন করিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, তাম্বুল, চন্দন, পুষ্প প্রভৃতি উপচয়ন আসিতে লাগিল। কে কোথা হইতে আনয়ন করিতেছে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। প্রভু চন্দ্রশেখরকে আদেশ দিলেন, "বিধি অনুসারে যত কার্য্য, তুমিই আমার হইয়া সম্পন্ন কর, আমি তোমাকে প্রতিনিধি করিলাম।"

চন্দ্রশেখর, নিত্যানন্দ প্রভৃতি শচীদেবীর নিকটে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন যে, নিমাইকে পুনরায় দেশে লইয়া যাইবেন। সেই উদ্দেশ্যে তাঁহারা নিমাইয়ের অনুসন্ধানে এখানে আসিয়াছেন। কিন্তু ব্যাপার অবলোকন করিয়া নিমাইকে কিছু বলিতে তাঁহাদের সাহস হইল না। চন্দ্রশেখর নিজজন বলিয়া শচীমাতা নিত্যানন্দের সঙ্গে তাঁহাকেই পাঠাইয়াছেন। গৌরচন্দ্র এক্ষণে সেই চন্দ্রশেখরকেই সন্ন্যাসমন্ত্র গ্রহণের সকল কার্য্য সম্পাদনার্থে প্রতিনিধি করিলেন। ইহাতে চন্দ্রশেখরের মনে যে কষ্ট হইল তাহা বর্ণনাতীত। কোথায় তিনি নিমাইকে মাতার নিকট ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন, তাহা না করিয়া তিনিই সেই শচীদেবীর স্নেহের পুত্তলীকে ভাসাইয়া দিতে উদ্যোগী হইলেন। বাটী প্রত্যাগত হইয়া তিনি কি বলিয়া শচীদেবীকে প্রবোধ দান করিবেন? কিন্তু তাহা বলিয়া চন্দ্রশেখর প্রতিনিধিত্ব গ্রহণে অস্বীকৃত হইতে পারিলেন না।

অনুমতি দিয়াছেন, আপনারাও সকলে তদ্রূপ আমাকে অনুমতি দান করুন।" এই বলিয়া নিমাই হরিদাসকে পুনরায় কহিলেন, "হরিদাস! আমি বন্ধন অবস্থায় বড় কষ্ট পাইতেছি, আমাকে উদ্ধার করিয়া দেও, ইহাতে তোমার শুভ ভিন্ন অশুভ হইবে না।"

হরি। প্রভো! আমি ঠারে ঠোরে তোমাকে বলিলাম, তুমি শুনিতেছ না? আমি পারিব না। আমি হীন জাতি, আমাদের কার্য্যে সকলের পদস্পর্শ করিতে হয়। তুমি ভগবান্, তোমার মস্তকে হাত দিয়া আমি আবার কাহার পদস্পর্শ করিব?

সদয়হৃদয় প্রভু তখন হরিদাসকে কহিলেন, "তোমাকে আর ব্যবসায় বৃত্তি করিতে হইবে না। আমার আশীর্ব্বাদে তুমি সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইবে এবং অন্তে আমারই লোকে তোমার বসতি হইবে।"

মস্তক মুণ্ডিত হইলে ন্যাসিবর ভারতী শুভক্ষণে গৌরাঙ্গকর্ণে গৌরাঙ্গ-শিক্ষিত মন্ত্রদান করিলেন। মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া গৌরাঙ্গ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার অরুণ নয়ন দিয়া অবিরত ধারা প্রবাহিত হইল, কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গে তাঁহার হৃদয় উল্লসিত হইয়া উঠিল। অনন্তর নাম করণোদ্দেশে ভারতী গোসাঞি নিমাইকে কহিলেন, "তুমি জগৎশুদ্ধ লোককে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করাইয়াছ, এবং সংকীর্ত্তন দ্বারা তাহাদিগের চৈতন্যোদয় করাইয়াছ এজন্য তোমার নাম **কৃষ্ণ-চৈতন্য** হইল। নাম-করণ শ্রবণে বৈষ্ণবগণ উল্লাসে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল।

অনন্তর সে রাত্রি গৌরাঙ্গ তথায় অতিবাহিত করিলেন।

পিতার কার্য্য করিয়াছিলে, এক্ষণে আমার ভববন্ধন মোচনের সাহায্য করিয়া নিঃস্বার্থ সুহৃদের কার্য্য করিলে। আমি তোমার হৃদয়মন্দিরে বন্দী রহিলাম জানিও।" এই বলিয়া গৌরচন্দ্র পশ্চিম অভিমুখে দ্রুতপদে গমন করিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের আলিঙ্গনমুক্ত হইবামাত্র চন্দ্রশেখর সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। ক্ষণকাল পরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া তিনি নবদ্বীপ প্রত্যাগমন করিলেন। চন্দ্রশেখর মুখে গৌরাঙ্গের বনগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ আর্ত্তনাদে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অদ্বৈত শ্রবণমাত্র মূর্চ্ছাগত হইলেন। শচীদেবী শোকে দুঃখে একান্ত অভিভূতা হইয়া পুত্তলিকাবৎ একস্থানেই দণ্ডায়মান রহিলেন। ভক্তগণ ধীরবুদ্ধিসম্পন্ন হইলেও গৌরাঙ্গ-শোকে ধৈর্য্য হারাইয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়া উঠিলেন।

কাটোয়ার ভারতীর আশ্রম হইতে গৌরচন্দ্র পশ্চিমাভিমুখে গমন করিলে নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, গদাধর প্রভৃতি সকলে তাঁহার অনুসরণ করিলেন, তৎপশ্চাতে লক্ষ লক্ষ লোক গৃহত্যাগ করিয়া গৌরপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তাহাদিগকে দেখিয়া প্রভু কহিলেন, "তোমরা সকলে গৃহগমন করিয়া কৃষ্ণনাম জপ কর, শ্রীকৃষ্ণই যেন তোমাদের প্রাণধন হন।" গৌরাঙ্গের আশীর্ব্বাদবাণী শ্রবণ করিয়া তাহারা আশ্বস্তমনে যে যাহার গৃহে গমন করিল।

অনন্তর গৌরাঙ্গ কাটোয়ার পশ্চিমপ্রান্তে যে বন ছিল তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, গদাধর প্রভৃতি পাঁচজন ভক্ত ও কাটোয়াবাসী অনেক লোক তাঁহার অনুসরণ করিলেন। কিন্তু গৌরাঙ্গ অতি দ্রুত দৌড়িতেছেন, সুতরাং নিত্যানন্দ ব্যতিরেকে আর সকলেই মধ্যে মধ্যে প্রভুকে দেখিতে পাইতেছেন না। নিত্যানন্দ প্রভুর ন্যায় দৌড়িতে পারিতেন, সুতরাং তিনি প্রভুর সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় যাইতেছেন। ভক্তগণের সহিত যে সকল কাটোয়াবাসী প্রভুর অনুসরণ করিতেছিল, তাহারা

কৃষ্ণরে আমার! তুমি কি আমাকে দেখা দিবেনা?" বলিয়া করুণ রোদন করিতেছেন। ভক্তগণ প্রভুর দশা দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে নিমাই উঠিলেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান নাই পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এজন্য তিনি স্খলিতপদে অগ্রসর হইতেছেন। অদ্য তিন দিবস তিনি অনাহারে অনিদ্রায় অবিশ্রামে ঘুরিতেছেন। কিন্তু অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। এই কাটোয়ার পশ্চিম রাঢ় প্রদেশেই তিন দিবস পর্য্যটন করিতেছেন। তাঁহার অনুগামী ভক্তগণও অনাহারে তাঁহার অনুসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। নিমাই সকলের প্রেমবন্ধন ছেদন করিয়া বৃন্দাবন গমনে উদ্যোগী হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মাতা কাতর নিনাদে "নিমাই রে! তুই কোথা গেলি, তুই ফিরে আয়, আমি আর তোর কীর্ত্তনে বাধা দিব না" বলিয়া ভূতলশায়িনী অবস্থায় ক্রন্দন করিতেছেন; তাঁহার স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া পূর্ণযৌবনে স্বামিবিযুক্তা হইয়া হাহাকার করিতেছেন; তাঁহার ভক্তবৃন্দ তাঁহার বিরহ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া 'প্রভু প্রভু' রবে ক্রন্দন করিতেছেন ও তাঁহাদের প্রাণহীন জীবন বিসর্জ্জন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইতেছেন; এই সকল আকর্ষণবলে আবদ্ধ নিমাই অগ্রসর হইতে পরাঙ্মুখ হইতেছেন। কিন্তু আবার তাঁহার বৃন্দাবন গমনলালসা অতি প্রবল; বৃন্দাবন গমনপূর্ব্বক কৃষ্ণভজন করিয়া ভব-সাগর উত্তীর্ণ হইবেন এই বলবতী-লালসাপ্ররোচিত হইয়া মাতা, স্ত্রী ও ভক্তগণের আকর্ষণ ছিন্ন করিতে সমর্থ হইতেছেন। তিনি মহাপুরুষ, অতিতেজস্বী, এজন্য সেই প্রবল আকর্ষণ ছিন্ন করিতে সমর্থ হইতেছেন। মনুষ্যের সাধ্য কি?

নিমাই অশ্বত্থ-বৃক্ষের নিম্নদেশ হইতে উত্থানপূর্ব্বক উত্তরপশ্চিমাভিমুখে গমন করিতেছিলেন। তাঁহার চক্ষু মুদ্রিত, কোন দিকে যাইতেছেন তাহা তাঁহার জ্ঞান নাই। তিনি, নিজের ভ্রম বশতই হউক, অথবা ভক্তগণের আকর্ষণ বলেই হউক, দিক পরিবর্ত্তন করিয়া পূর্ব্বাভিমুখ হইলেন।

তিন দিবস ও তিন রাত্রি অনাহারে ও অনিদ্রায় সতত পর্য্যটন করিয়া কণ্টকে অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়াও কোনরূপ কষ্ট অনুভব করেন নাই, কিন্তু তিন দিবস হরিনাম শ্রবণ না করিয়া তিনি আপনাকে উপবাসী ও মৃতকল্প মনে করিতেছিলেন।

গৌরাঙ্গ মনে মনে জানিতেছেন তিনি বৃন্দাবন যাইতেছেন; সুতরাং রাখাল-বালকগণের মুখোচ্চারিত হরিনাম শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন, তিনি বৃন্দাবনের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, আর এই রাখাল-বালকগণের বৃন্দাবনের নিকটবর্ত্তী স্থানে বসতিনিবন্ধন তাহারা এমন মধুর হরিনাম করিতে শিক্ষা করিয়াছে। তিনি তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "বাপ সকল! তোমাদের হরিনামে আমার প্রাণ শীতল হইল, এক্ষণে তোমরা আমাকে বৃন্দাবন যাইবার পথ দর্শাইয়া দিয়া আমাকে কিনিয়া রাখ।"

নিত্যানন্দ কর্ত্তৃক ইঙ্গিতদ্বারা শিক্ষিত রাখালবালকগণ প্রভুকে বৃন্দাবনের পথের পরিবর্ত্তে শান্তিপুরের পথ দেখাইয়া দিল। তখন প্রভু সেই দিকেই অগ্রসর হইলেন।

নিত্যানন্দ তখন মনে মনে ভাবিলেন, "প্রভু ত শান্তিপুরে চলিলেন; আমরা তাঁহাকে ভুলাইয়া শান্তিপুরে আনয়ন কবিতে কৃতকার্য্য হইয়াছি। কিন্তু শান্তিপুরে উপস্থিত হইয়া যখন প্রভুর ভ্রম ঘুচিয়া যাইবে, তখন তাঁহার কোপের মুখে কে দাঁড়াইবে? কেই বা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া তথায় অবস্থিতি করাইবেন? প্রভু এক অদ্বৈত আচার্য্য ব্যতিরেকে আর কাহাকেও তাদৃশ মান্য করেন না। অদ্বৈত আচার্য্যের কথামতই তিনি শান্তিপুরে অবস্থিতি করিতে পারেন।" এই সকল আলোচনা করিয়া নিত্যানন্দ একজন ভক্তকে সত্বর অন্য পথ দিয়া নবদ্বীপ পাঠাইয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন, "তুমি ত্বরায় শান্তিপুর গিয়া অদ্বৈত আচার্য্যকে একখানি নৌকা লইয়া এপারে অপেক্ষা করিতে বলিবে, আর যদি তিনি শান্তিপুরে না আসিয়া থাকেন, তবে দৌড়িয়া তাঁহাকে নবদ্বীপ হইতে আনয়ন করিয়া

ভ্রম সহায়ে তাঁহাকে শান্তিপুর লইয়া যাইবেন। এজন্য উত্তর দিলেন "বৃন্দাবন ত অতি নিকট।"

তাঁহারা এক্ষণে যে স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন সেখান হইতে গঙ্গার অপর পারস্থিত একটী বটবৃক্ষ দেখা যাইতেছিল, এবং গঙ্গার গর্ভের কিয়দংশও নয়নগোচর হইতেছিল। এজন্য নিত্যানন্দ তাঁহাকে উহাই দেখাইয়া কহিলেন, "প্রভো! ঐ দূরে একটী বটবৃক্ষ দেখিতেছ, উহার নিম্নে একটী নদী আছে। ঐ নদীটী যমুনা এবং ঐ বৃক্ষ বংশীবট। আমরা উহার তলায় গিয়া বিশ্রাম করিব।"

নিত্যানন্দের বাক্যে প্রভু চমৎকৃত হইলেন। নিত্যানন্দ রহস্য করিতেছেন কি না বুঝিবার জন্য তিনি তাঁহার বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে কহিলেন, "আমার ত বিশ্বাস হয় না। বৃন্দাবন এত শীঘ্র আসিলাম? আর আমার ভাগ্যে কি বৃন্দাবন দর্শন হইবে?"

নিতাই অবিচলিত ভাবে বলিলেন, "প্রভো চল, বংশীবটচ্ছায়ায় কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া যমুনায় অবগাহনপূর্ব্বক শরীর শীতল করিব।"

নিত্যানন্দের মুখবিনির্গত বাক্য শ্রবণ করিয়াই প্রভু কহিলেন, "তুমি তবে পশ্চাৎ আইস, আমি যমুনায় গিয়া অঙ্গমর্দ্দন করি।" ইহা বলিয়াই প্রভু ছুটিলেন। নিত্যানন্দও ছুটিতে বিলক্ষণ পারদর্শী। তিনিও প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন, কিন্তু প্রভু বিশ্রাম না করিয়াই যমুনা জ্ঞানে সুরনদীর মধ্যে ঝম্প প্রদান করিলেন। নিত্যানন্দ কিংকর্ত্তব্য অবধারণে নিযুক্ত আছেন, অর্থাৎ নিমাই স্নান সম্পাদন করিয়া উঠিলে কি করিবেন, কোথায় যাইবেন, অদ্বৈত প্রভু না আসিলে কি প্রকারেই বা তাঁহাকে অদ্বৈতের বাটী লইয়া যাইবেন এই সমস্ত ভাবিতেছেন, ইতিমধ্যে দেখিলেন, অদ্বৈত প্রভু একখানি নৌকাসহ তীরে উপস্থিত হইলেন।

সে বংশীবট নহে, যাহাকে যমুনা বলিলে সে ত গঙ্গা। শ্রীপাদ! আমার এত ক্লেশস্বীকার সমস্ত অকারণ হইল? তুমি আমার জেষ্ঠ, এই কি, দাদা! তোমার কনিষ্ঠ প্রতি উপযুক্ত কার্য্য হইল? আমি যে শ্রীকৃষ্ণের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিলাম, সেই শ্রীকৃষ্ণই কি আমার প্রতি নির্দ্দয় হইলেন?”

নিত্যানন্দ লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। তখন পণ্ডিতাগ্রগণ্য অদ্বৈত নিত্যানন্দের পক্ষ সমর্থন করিয়া কহিলেন, “শ্রীপাদ কি তোমাকে প্রতারণা করিতে পারেন। প্রভো! তুমি বুঝিয়া দেখ ত শ্রীপাদ সত্য কথাই বলিয়াছেন, কারণ যমুনা গঙ্গাসহ প্রয়াগে সঙ্গত হইয়া পশ্চিম ধার দিয়া প্রবাহিতা হইতেছেন।” এই পর্য্যন্ত বলিয়া অদ্বৈত প্রভুকে শুষ্ক কৌপীন পরিধান করিতে দিলেন এবং বলিলেন, “প্রভো! বহুদিন উপবাসী আছেন, ক্ষুৎপিপাসায় শরীর অবসন্ন হইয়াছে অতএব দাসের গৃহে ভিক্ষা করিয়া জীবন রক্ষা করুন, নৌকা প্রস্তুত।”

প্রভুর এখনও মনের আবেগ মিটে নাই, তিনি নিত্যানন্দের দিকে ভ্রুকুটীকুটিল দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, “শ্রীপাদ! এই জন্যই তুমি আমাকে ভুলাইয়া এই স্থানে আনয়ন করিয়াছ, তুমি আমাকে পুত্তলীবৎ সূত্র সংযোগে নাচাইতেছ?”

অদ্বৈত তখন প্রভুর হস্তধারণ-পূর্ব্বক কহিলেন, “প্রভো! তোমার অদর্শনে আমরা ম্রিয়মান হইয়াছিলাম, বোধ হয়, তোমার করুণাগুণেই আমাদের মৃত্যু হয় নাই। প্রভো! আমাদের প্রতি সদয় হইয়া নৌকারোহণ কর। দুটা অন্ন মুখে দিয়া জীবন ধারণ কর।”

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রভু অদ্বৈতের অনুরোধ রক্ষা করিতেন এবং এ ক্ষেত্রেও করিলেন। তিনি কোনরূপ বাক্যপ্রয়োগ না করিয়া নৌকারোহণ করিলেন। নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত, প্রভুর দুই দিকে, প্রহরীরূপে উপবিষ্ট হইলেন। মুকুন্দ ও গোবিন্দ ইত্যবকাশে তথায় পৌঁছিয়া নৌকা-

রোহণ করিলেন। প্রভুকে শান্তিপুরে আনয়নে কৃতকার্য্য হইয়া নিত্যানন্দের আনন্দ আর হৃদয়ে ধরিতেছে না। এজন্য তিনি অদ্বৈতকে কহিলেন, "ওহে ঠাকুর! প্রভু লইলেন দণ্ড, আর আমরা পাইলাম দণ্ড; এই কয়দিন অনাহারে অনিদ্রায় দৌড়িয়া দৌড়িয়া আমাদের প্রাণসংশয় হইয়াছে; প্রভুরও তাহাই, তবে তিনি প্রেমামৃত পান করিয়াছিলেন। তাই বলিতেছি, তোমাদের বাটিতে লইয়া যাইতেছ, চারিটী পেট ভরিয়া অন্ন পাইব ত?" নিত্যানন্দ যথার্থ ই নিত্য আনন্দস্বরূপ ছিলেন।

নিত্যানন্দের বাক্য শ্রবণ করিয়া অদ্বৈত কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "তুমি জননীর নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা পালন করিয়াছ। তুমি অদ্য যে অসাধ্য সাধন করিয়াছ, তাহাতে আমি কেন, যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যমান থাকিবে তাবৎ সকলেই তোমাকে অন্নদান করিবে। ভূমণ্ডলের পশু পক্ষী পর্য্যন্ত এ কয়েক দিবস অন্নজল ত্যাগ করিয়াছিল, তুমি তাহাদিগকে অন্ন জল দান করিয়াছ।"

নৌকা তীরে পৌছিল। এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে নিমাইয়ের আগমনবার্ত্তা শান্তিপুব ও নবদ্বীপে রাষ্ট্র হইয়াছে। তীরে পৌছিবামাত্র সমবেত বহুলোক একত্রে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। তাঁহারাও জনতার আশঙ্কা করিয়া সত্বর অদ্বৈতের বাটী প্রবিষ্ট হইলেন। পাছে জনতা অঙ্গনে প্রবিষ্ট হয় এই ভয়ে বহির্দ্বারে জন কয়েক দ্বারী নিযুক্ত হইল। ইতিমধ্যে নিত্যানন্দ সত্বর শ্রীকৃষ্ণের নৈবেদ্য প্রস্তুত করিতে বলিলেন।

অদ্বৈত শ্রীকৃষ্ণের আরতি করিয়া ভোগ দিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে ভোজন ও শয়ন করাইয়া অদ্বৈত, গৌরাঙ্গ গোবিন্দ ও নিত্যানন্দকে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। প্রভু দেখিলেন, পিঁড়ির সম্মুখে তিন খানি কদলীপত্রে নানাবিধ ব্যঞ্জনসহকারে ভোগ প্রস্তুত রহিয়াছে। প্রভু, মুকুন্দ ও হরিদাসকে ডাকিলেন, তাঁহারা কহিলেন, "প্রভো, ক্ষমা দিন, আমরা পিঁড়ায় বসিয়া ভোজন দর্শন করিব।" প্রভুর জাতি বিচার ছিল না, কিন্তু মুকুন্দ

অভিলাষী হইয়াছিলেন, তখন অদ্বৈত কলহ করেন নাই। এক্ষণে নিত্যানন্দ যখন দেখিলেন, উদরে আর স্থান নাই, তখন বলিতে লাগিলেন, "আমি নৌকায় আসিতে আসিতে তোমাকে বলিয়াছিলাম, চারি দিন উপবাসী, অদ্য উদরপূর্ণ করিয়া অন্ন দিতে হইবে। তাহা না করিয়া এই কয়টী অন্নে কি আমার পেট ভরে?" অদ্বৈত কহিলেন, "তুমি ত সন্ন্যাসী, ফল মূল খাইয়াই জীবন ধারণ করিবার কথা; না হয় মুষ্টি ভিক্ষা করিয়া যাহা পাও, তাহাই খাইবার কথা, তোমাকে এত অন্ন দিবে কে? আর তোমার খাইয়া কাজ নাই, আমার অত অন্নও নাই, তুমি উঠ।" নিত্যানন্দ তৎক্ষণাৎ ক্রোধ ভান করিয়া পাতে হাত থাবড়াইয়া কহিলেন, "না দিবি ত আর কি? এই উঠিলাম।" এই বলিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

অনন্তর উভয় প্রভু আচমন করিলে উত্তম শয্যায় উভয়কে শয়ন করিতে দিয়া গৌরাঙ্গের পদসেবা করিবার জন্য অদ্বৈত উপবিষ্ট হইলে গৌর কহিলেন, "এখন নিজে দুটী খাও ও মুকুন্দ হরিদাসকে দুটি করিয়া খাওয়াও।" অদ্বৈত সেই কার্য্যেই গমন করিলেন।

প্রভু একটু শয়ন করিলেন। অদ্য অদ্বৈতের কি আনন্দ! জগন্নাথ তাহার বাটী অতিথি, তিনি মনের আনন্দে তাঁহাকে আহার করাইয়াছেন। এখন আবার নিজের গণ ডাকিয়া কীর্ত্তন শ্রবণ করাইতে লাগিলেন। অদ্বৈতের আদেশমত তাহারা বিদ্যাপতির পদ গাইতে লাগিল।

"কি কহিব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥"

অদ্বৈতের গণ গাইতেছে আর অদ্বৈত স্বয়ং নৃত্য করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে প্রভুর চরণধূলি গ্রহণ করিতেছেন। প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া অবধি আর কাহাকেও প্রণাম করিতে পারেন না, কিন্তু অন্যে স্বচ্ছন্দে প্রভুকে প্রণাম করিতে পারে। অদ্বৈত পূর্ব্বে প্রভুর চরণধূলি লইলে প্রভুও অদ্বৈতের চরণধূলি লইতেন, এজন্য অদ্বৈত

কর, তবে কল্য প্রত্যূষে আমি নবদ্বীপ গমন করিয়া সকলকে সংবাদ দিয়া আনয়ন করি; তাহা হইলে তাহারা মৃত শরীরে প্রাণ পাইবে।"

নিত্যানন্দের বাক্যে নিমাইয়ের নবদ্বীপ মনে পড়িল। শ্রীরাম, মুরারি প্রভৃতি ভক্তগণকেও স্মরণ করিয়া বলিলেন, "আমি যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি. তাহা তাঁহারা কি প্রকারে অবগত হইলেন?"

নিত্যানন্দ কহিলেন, "সন্ন্যাস গ্রহণের পরদিবস গুরুদেবের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক তুমি চন্দ্রশেখর আচার্য্যকে আলিঙ্গন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণের সংবাদ সকলকে জ্ঞাপন করিতে বলিয়া দিয়াছিলে। তিনি কি নবদ্বীপে গিয়া তাহা না বলিয়াছেন?"

নিমাই শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "তবে তাঁহাদিগকে আনয়ন করা কর্ত্তব্য। আমি তাঁহাদিগকে দর্শন না দিয়া চলিয়া গেলে বাস্তবিকই তাঁহারা প্রাণে মরিবেন।"

সকলকে আনয়ন করিবার অনুমতি পাইয়া নিত্যানন্দ বড়ই আনন্দিত হইলেন, এজন্য পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, "সকলকেই তবে আনয়ন করিব!" নিমাই উত্তর করিলেন, "যাঁহারা যাঁহারা আসিতে চান তাঁহাদের সকলকেই আনয়ন করিবে।" তখন নিত্যানন্দ ভাবিতেছেন, "তবে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকেও জননীর সহিত আনিবার বাধা থাকিবে না।" ইতিমধ্যে নিমাই পুনরায় কহিলেন, "শ্রীপাদ! সকলকে আনয়ন করিও; একজন ব্যতিরেকে।" নিত্যানন্দ বুঝিলেন, সন্ন্যাস গ্রহণের পর স্ত্রীর মুখদর্শন করিতে নাই, সুতরাং এই একজন বিষ্ণুপ্রিয়া ভিন্ন আর কেহই নহে।

নিত্য। প্রভো, একজন ব্যতিরেকে, আমাকে বোধ হয় সকলকেই আনিতে হইবে, কারণ সংবাদ পাইলে সমগ্র নবদ্বীপের লোক ভাঙ্গিবে।

প্রভু। বেশ তা। আমি সকলের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিব।

প্রত্যূষে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক নিত্যানন্দ নবদ্বীপ যাত্রা করিলেন, প্রভুও

নিত্যানন্দ-প্রমুখাৎ অদ্বৈত-ভবনে সন্ন্যাসি-বেশধারী নিমাইয়ের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শচীদেবী হত-চৈতন্য হইয়া ধরণী-লুণ্ঠিত হইলেন। শ্রীবাসপত্নী মালিনী ও আরও দুই এক জন প্রবীণা রমণী শচীদেবীর, ও অর্দ্ধবয়স্কা কয়েকজন রমণী বিষ্ণুপ্রিয়ার রক্ষণাবেক্ষণার্থে তাঁহাদেরই গৃহে অবস্থান করিতেছেন। অনেক যত্নে শচীদেবীর চৈতন্য সম্পাদিত হইলে বৎসহারা গাভীর ন্যায় উন্মত্তা শচীদেবী মালিনীকে কহিলেন, "নিমাই অদ্বৈতের বাটী আসিয়া আমাকে লইতে পাঠাইয়াছে, চল যাই।" আবার পরক্ষণেই কহিলেন, "না, নিমাইয়ের কাঙ্গালবেশ আর দেখিতে যাইব না, আমি বরং গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করি।" এই বলিয়াই "আমার নিমাই রে" ব'লয়া দৌড়িলেন। শ্রীবাস প্রভৃতি সকলে তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া বসাইয়া কহিলেন, "একটু অপেক্ষা করুন, দোলা আসিলে, দোলায় করিয়া যাইবেন। আমরাও যাইব, এবং সকলে মিলিয়া তাঁহাকে ধরিয়া নবদ্বীপে আনিব।"

শান্তিপুরে যাইবার জন্য সমগ্র নবদ্বীপের অধিকাংশ লোকই উদ্যোগী হইল। যাহারা গৌরাঙ্গের ভক্ত, তাহাদের ত কথাই নাই, যাহারা উদাসীন, অর্থাৎ না ভক্ত না শত্রু, তাহারাও এক্ষণে নিমাইয়ের এতাদৃশ কার্য্যে দুঃখাভিসন্তপ্ত হইয়া গৌরাঙ্গ দেখিবার মানসে তাঁহার বাটীতে সমবেত হইল। শত্রুপক্ষীয়েরাও এক্ষণে নিমাইকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইল। তাহারা যখন দেখিল, বিদ্যাবিনয়াদিগুণসম্পন্ন নিমাইয়ের কোন অভাবই ছিল না, ধন বল, রূপ বল, পদ বল, মর্য্যাদা বল, সম্ভ্রম বল নিমাই সর্ব্বগুণবিভূষিত হইয়াও যখন চতুর্দ্দশ-বর্ষীয়া সর্ব্বগুণ-সম্পন্না পরমরূপবতী লক্ষ্মী-স্বরূপিণী ভার্য্যাকে ও কিঞ্চিন্ন্যূন অশীতিবর্ষ-বয়স্কা পুত্রমাত্রাশ্রয়া জননীকে অক্লেশে পরিত্যাগ করিয়া এবং স্বীয় জন্মভূমিকেও পরিহার করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, তখন তাহারা নিমাইকে মহাপুরুষ বলিয়া জানিতে পারিল। এবং পূর্ব্বকৃত নিমাই-দূষণরূপ অপরাধের জন্য আপনা-

অতঃপর মালিনীসমভিব্যাহারে শচী বধূমাতার নিকট গমন করিয়া বলিলেন, "বৌমা! তোমার গমন নিষেধ জানিলে আমি কখনই নিমাইকে দেখিতে যাইতাম না।" বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহাকে নানারূপ প্রবোধ দান করিয়া গমনে মত করাইলেন।

এদিকে শচীমাতা যাইবেন না শ্রবণ করিয়া লোকগণের এতাদৃশী মর্ম্মব্যথা উৎপাদিত হইয়াছে যে, তাহারাও সকলে গমনে অস্বীকার করিল। কিন্তু পরে যখন শুনিল, শচীমাতা গমন করিবেন, তখন সকলে পুনরায় গমনোদ্যত হইল।

শচীদেবী দোলা আরোহণ করিলে, অগ্রে বাহকগণ দোলা লইয়া চলিল, পশ্চাতে নবদ্বীপবাসিগণ হরিধ্বনি করিতে করিতে চলিল। নিমাই সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিবেন বলিয়া নবদ্বীপের অধিবাসিগণকে আকর্ষণ করিতেছেন, এজন্য তথাকার আবালবৃদ্ধবনিতা নিমাইদর্শনে চলিয়াছেন।

অদ্বৈতের গৃহের ছাদের উপর নিমাই উপবিষ্ট আছেন এবং অদ্বৈত তাহার নিকট দণ্ডায়মান আছেন, এমন সময়ে উচ্চ হরিধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তৎপ্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অদ্বৈত কহিলেন, "এই যে নবদ্বীপবাসিগণ আসিতেছেন।" নিমাই শ্রবণমাত্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক নীচে আসিলেন। ইতিমধ্যে শচীদেবীর দোলা অদ্বৈতের বহিঃপ্রাঙ্গনমধ্যে আনীত হইয়াছে। সন্ন্যাসীদের কাহাকেও প্রণাম করিতে নাই, কিন্তু নিমাই তাহা মানিলেন না। তিনি মাতার নিকট আগমনপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন ও তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া স্তব পাঠপূর্ব্বক পুনরায় প্রণাম করিলেন। মাতাও অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করিলেন।

শচীদেবী নিমাইয়ের প্রভাব দেখিয়াছিলেন, এবং তাহার সন্ন্যাস গ্রহণের বিষয়ও শ্রবণ করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাকে কহিলেন, "বাবা! তুমি

আমাকে বারংবার প্রণাম করিতেছ, ইহাতে যদি আমার কোন অপরাধ হইত, তাহা হইলে তুমি কখনই এরূপ করিতে না। তুমি বাবা, ভগবান্‌ই হও, আর যাই হও, তুমি আমার নিকট সেই দুগ্ধপোষ্য বালক।” এই বলিয়া শচীদেবী নিমাইয়ের বদন চুম্বন করিলেন। তিনি নিমাইকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি তাহাকে প্রতিপালন করিয়াছেন, বিশেষ তাঁহার একপুত্র বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। এজন্য নিমাইয়ের উপর শচীর স্নেহাধিক্য প্রবল। নিমাই গৃহত্যাগ করিয়াছে শুনিয়া তিনি শোকে দুঃখে উপবাসী ছিলেন। সেই স্নেহের পুত্তলী নিমাই পুনরায় অদ্বৈতভবনে আগমন করিয়াছে। তিনি তাঁহাকে দর্শনার্থেই আগমন করিয়াছেন। তাঁহাকে দর্শন করিলেই প্রবল হৃদয়বেগে শচী হতজ্ঞান হইয়া ভূমিতে পতিত হইতেন। কিন্তু তাঁহার স্নেহ-উৎস একবারে প্লাবিত হইতে পারিল না। ভক্তিরূপ বাধে তাহা আবদ্ধ হইল। নিমাই যে ভগবান্‌, তাহা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তৎপরে নিমাই সন্ন্যাসী হইয়াছেন তাহাও শুনিয়াছেন, এজন্য নিমাই ভক্তিভাজন হইয়াছেন। এই ভক্তিরূপ বাঁধে তাহার স্নেহ-উৎস আবদ্ধ হওয়ায় শচীর জ্ঞানরাশি বিলোড়িত হয় নাই।

নিমাই শচীকে দোলা হইতে নামাইলেন, কিন্তু তিনি দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না। অদ্বৈতের বাহির আঙ্গিনায় বসিয়া পড়িলেন। সেই জনসমুদ্র-পরিবেষ্টিত আঙ্গিনায় উপবিষ্ট শচীদেবী নিমাইয়ের মুখপানে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন, “নিমাই; শৈশবে তুমি পিতৃহীন হইয়াছিলে। পাছে বড় হইলে তুমি আক্ষেপ কর, এজন্য তোমাকে বিদ্যাশিক্ষা দিলাম, ভাগবত পড়াইলাম। তোমাকে আমি বড় মানুষের ঘরে পরমা সুন্দরী কন্যার সহিত বিবাহ দিলাম। তোমার এক দাদা সন্ন্যাসী হইয়া আমার হৃদয়ে দারুণ শেল হানিয়া গিয়াছে, তুমি জানিয়া শুনিয়াও বিবাহ করিয়া পরিশেষে এই করিলে? তুমি সেই যুবতী ভার্য্যার দশা এক-

দিতে সমর্থ, তোমার নাম যে গ্রহণ করে সেও পবিত্র হয়, তুমি জগৎ পবিত্র কর। মা! আমার এই দেহ তোমার, তোমা হইতেই ইহার উৎপত্তি, সুতরাং ইহার উপর আমার কোন অধিকাব নাই। তোমাকে দুঃখার্ণবে ভাসাইয়া আমি বৃন্দাবনে গমন করিতেছিলাম। বিঘ্নপাত বশতঃ তাহাতে কৃতকার্য্য হইলাম না। আমি জানিয়া বা না জানিয়া যদিও সন্ন্যাস করিয়া থাকি, তাহা বলিয়া তোমার প্রতি উদাস হইতে পারি না। তুমি এক্ষণে বিশ্রাম কর। আমার যাহা কবিলে ভাল হয়, তাহা আমা অপেক্ষা তুমিই ভাল বুঝ। তুমিই বিচার করিয়া আমাকে যাহা করিতে বলিবে আমি তাহাই করিব। স্বেচ্ছায় কিছু করিব না। তুমি গৃহবাসী হইতে বলিলে গৃহবাসী হইব, নতুবা আর যাহা বলিবে তাহাই করিব। আমি সর্ব্বলোক-সমক্ষে এই প্রতিশ্রুত হইলাম।”

অদ্বৈতপত্নী সীতাদেবী শচীদেবীর হস্তধারণপূর্ব্বক অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। শচী গৃহাভ্যন্তরে গমন করিয়াই কহিলেন, “আমি রন্ধন করিব, করিয়া নিমাইকে খাওয়াইব।” নিমাই যাহা যাহা ভালবাসেন তাহা তিনি জানিতেন, এজন্য তিনি রন্ধন করিবার জন্য স্নান করিয়া আসিলেন। এই অবধি নিমাই যে কয়েকদিবস অদ্বৈতগৃহে ছিলেন, শচীদেবী তাঁহাকে রন্ধন করিয়া খাওয়াইয়াছিলেন। নিমাই শাক, থোড়, কলা, মোচা প্রভৃতি ভাল বাসিতেন, সুতরাং তাহা চাহিতে তাঁহাকে আর বড় বেশী লজ্জা পাইতে হয় নাই। বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট জনকয়েক সমবয়স্কা আত্মীয়কন্যা বাস করেন, সুতরাং তাঁহার জন্য শচীদেবীকে চিন্তিতা হইতে হয় নাই।

শচী গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে নিমাই ভক্তগণের দিকে নিরীক্ষণ করিলেন। তাহাদিগের ম্লানবদন, ক্রন্দনে আরক্তনয়ন, অনশনে শুষ্কদেহ অবলোকন করিয়া প্রভু কাতর হইলেন। তখন তাহাদিগের প্রত্যেককে আলিঙ্গন করিয়া তাহাদিগের দুঃখ হরণ করিলেন। অনন্তর সকলে মিলিত হইয়া গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন, তথায় নানাপ্রকার জলক্রীড়া,

তিনি জীবের উপকারার্থে যাহা করিতেছেন, আমি তাঁহারই প্রণয়িণী ভার্য্যা হইয়া তাহার বিপরীত আচরণ করিব ?" এতাদৃশ অনুধ্যান করিয়া তিনি হৃদয়বেগ প্রশান্ত করিতেন।

আমি সংসারী হইলে ভাল হয়, এরূপ যদি তাঁহার অভিপ্রেত হয়, তিনি আদেশ করিলে আমি তাহাই করিব।"

প্রভুর বাক্য শুনিয়া ভক্তগণের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। তাঁহারা ভাবিলেন, "প্রভু যখন মাতার উপর নির্ভর করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই কখন শচীমাতা নিজের একমাত্র পুত্রকে বলিতে পারিবেন না 'তুমি জাতিভ্রষ্ট হইয়াছ, আর আমাদের সহিত থাকিতে পারিবে না।' তিনি বলিবেন 'লোক হাসে, হাসুক, ভক্তগণ ত হাসিবে না। লোকে না হয় আমাকে একঘরে করিবে, আমার পুত্রের সহিত না খায়, নাই খাইবে, তবু ত আমি দিনান্তরে আমার অঞ্চলের নিধির মুখ-কমল দেখিয়া হৃদয় জুড়াইব।' তাহা হইলে আমাদেরও মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। আবার নবদ্বীপে সুখের পাথারে সন্তরণ দিব। আবার রাসলীলায় নৃত্য করিব, আবার কীর্ত্তনানন্দে বিভোর হইব।" এইরূপ ভাবিয়া তাঁহারা নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত সমভিব্যাহারে শচীদেবীর নিকট গমন করিলেন। ভাবিলেন, "নিত্যানন্দ তাঁহার জেষ্ঠপুত্র এবং অদ্বৈত ও তাঁহাদের পরম আত্মীয় অথচ জ্ঞানী, বুদ্ধিমান্ ও দূরদর্শী, তাঁহাদের কথা শচীমাতা নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন।"

ভক্তগণ মহানন্দে শচীদেবীকে বেষ্টন করিলেন। নিত্যানন্দ অগ্রেই শচীদেবীকে কহিলেন, "মা! শ্রীকৃষ্ণ যেমন যশোদার দুঃখ দেখিতে পারিতেন না, আমাদের প্রভুও তেমনি তোমার দুঃখ দর্শনে অসমর্থ। প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দুঃখ-শোকতাপে তোমার যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া প্রভু প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তোমার আদেশ আর তিনি লঙ্ঘন করিবেন না। তুমি সংসারী হইতে বলিলে সংসারী হইবেন। এক্ষণে তুমি বলিলেই হয়। প্রভু নবদ্বীপে থাকেন, ইহাই ভক্তগণের একান্ত অভিলাষ।"

নিত্যানন্দ ক্ষান্ত হইলে অদ্বৈত তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "ঠাকুরাণি! প্রভু আপনাকে না জানাইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার বিরহে

সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে শচীদেবীও কহিলেন, "আমি তাহার ধর্ম্মনষ্ট করিতে পারিব না।" পিতা মাতা এরূপ পুণ্যবান্ ও পুণ্যবতী না হইলে, তাহাদের গৃহে কি ভগবানের জন্ম হয়? বাস্তবিক নিজেদের সুকৃতিফলেই নিতাই ও নিমাই তাঁহাদিগের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নিমাই জানিতেন, এতাদৃশী পুণ্যবতীমাতা সামান্য সংসার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আমার ধর্ম্মনষ্ট করিবেন না। এবং এই জন্যই সম্পূর্ণ বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া তিনি ভক্তগণকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিলেন।

শচীদেবী নিমাইয়ের ধর্ম্মনষ্ট করিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহাকে নীলাচলে থাকিবার আদেশ করিলেন। ইহার কারণ নীলাচল জগন্নাথদেবের আবাস স্থান, সেখানে সর্ব্বদা নবদ্বীপের লোক যাতায়াত করে। শচীদেবীও তাহা হইলে তাঁহাদের নিকট পুত্রের সংবাদ পাইবেন অথবা তিনি স্বয়ং গঙ্গাস্নানে আসিলে তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন।

শচীদেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ স্তম্ভিত ও দুঃখে ম্রিয়মান হইলেন। শচীকে পুনরায় বুঝাইয়া অদ্বৈত কহিলেন, "ঠাকুরাণি! করেন কি? আপনিই আমাদের প্রভুকে বিদায় করিয়া দিলেন? হায়, হায়! আপনারই জন্য তবে আমরাও তাঁহাকে হারাইলাম।" প্রকৃতপক্ষে ভক্তগণের ইহাতে যে কষ্ট হইল তাহা অনির্ব্বচনীয়। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন নদিয়াবাসের আদেশ হইলে তাঁহারা শচী ও নিমাইকে অগ্রে লইয়া মহা-সমারোহে কীর্ত্তন করিতে করিতে নবদ্বীপ যাত্রা করিবেন। কিন্তু সে আশা অফলবতী হইলে তাঁহারা মর্ম্মাহত হইলেন বটে, কিন্তু শচীদেবীর প্রগাঢ় তনয়-বাৎসল্য সত্ত্বেও ধর্ম্মভীরুতা দেখিয়া অবষ্টব্ধদেহ হইলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন, "এরূপ না হইলে উনি ভগবান-জননী হইবেন কেন?"

ভক্তগণ প্রভুকে জননীর আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। প্রভুও সন্তুষ্টচিত্তে কহিলেন, "ভালই হইয়াছে। নীলাচল-চন্দ্রকে দেখিবার বড় সাধ ছিল, জননী-আদেশে সে বাসনা পূর্ণ হইবে।" প্রভু কবে যাইবেন তাহার

কিছুই স্থির হইল না। রাত্রিতে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। নিমাই কীর্ত্তনা-মোদে মাতিয়া সময়ে সময়ে ভাবে বিভোর হইয়া ভূ-পতিত হইতেন। শচীদেবীর ইহাতে বড় ভয় করে, নিমাই পড়িয়া হাড় গোড় ভাঙ্গিবে। এই ভাবনায় তিনি কীর্ত্তন শেষ না হইলে নিদ্রা যাইতে পারিতেন না। নিমাই নাচিতেছেন, অদ্বৈত, শ্রীবাস প্রভৃতি সকলে নাচিতেছেন, কিন্তু নিত্যানন্দ নাচিতে পারিতেছেন না। নিমাই পতনোন্মুখ হইলে নিত্যানন্দ তাঁহাকে ধরেন। নিত্যানন্দ সেই জন্যই ব্যস্ত থাকেন, কিন্তু তথাপি শচীদেবী সুস্থির থাকিতে পারেন না। নিমাই পড় পড় হইলে তিনি অমনি "ও নিতাই ধর, নিমাই পড়লো" বলিয়া চীৎকার করিতেন। কখন কখন বা নিতাই সামলাইতে না পারিলে নিমাই পড়িয়া যাইতেন। তখন শচীদেবী আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, "বাছার হাড়গুলা বুঝি ভেঙ্গে গেল।" কখন বা নিমাইয়ের পতন দেখিবেন না বলিয়া তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিতেন ও পতনশব্দ কর্ণকুহরে যাহাতে প্রবিষ্ট না হইতে পারে, এজন্য কর্ণে অঙ্গুলি দিতেন ও মধুসূদনের নাম গ্রহণ করিতেন। নিমাই একবার পড়িল, দুইবার পড়িল, মায়ের প্রাণ আর থাকিতে পারি-তেছে না, অমনি 'নিতাই নিতাই' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। নিতাই গোলমালে শুনিতে পাইল না। তখন আর আর সকলের নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিতেন, "ওরে তোরা কীর্ত্তনে ক্ষমা দে, আর যে সহ্য করিতে পারি না।" এইরূপ যতক্ষণ কীর্ত্তন হইত, শচীদেবী কখন উঠি-তেছেন কখন বা বসিতেছেন, কিছুতেই শান্তি পাইতেন না। সন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহ, কি অদ্ভুত! শচীদেবী একবারও মনে ভাবিতেছেন না, আর কয়েকদিবস পরে নিমাই তাঁহার চক্ষুর অন্তরালে গিয়া নাচিবে, তখন ধরাশায়ী হইলে কে আর তাঁহাকে ধরিবে এবং কেই বা তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিবে? তথাপি শচীদেবী, যত দিন নিমাই অদ্বৈতভবনে ছিলেন, ততদিন স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাওয়াইতেন।

তাহা না করিলে প্রজ্বলিত অগ্নি মধ্যে পতিত হইয়া দেহ বিসর্জ্জন করিব। যদি আমাদিগের প্রতি একান্তই নির্দ্দয় হইয়া থাক, তবে যাঁহার উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছ,ও যাঁহাকে দাসীরূপে পদসেবার অধিকারিণী করিয়াছ, সেই শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার কি দোষ পাইয়া তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিতেছ? তোমার বিরহে তাঁহাদিগের যে অবস্থা হইবে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। শচীদেবীর অবস্থা ত প্রত্যক্ষই দেখিতে পাইতেছ, তুমি গমনোন্মুখ হইয়াছ, তাহাতেই উনি সংজ্ঞাহারা হইয়াছেন, তোমার অদর্শন হইলে উনিও যে প্রাণত্যাগ করিবেন তাহা নিঃসন্দেহ। আর বিষ্ণুপ্রিয়া নদিয়ায় নিজগৃহে বসিয়া কাঁদিতেছেন, তথাপি এখনও আশা আছে, জননী গিয়াছেন, ভক্তগণ ও নদিয়াবাসী সকলে গিয়াছেন, তাঁহার প্রাণনাথকে ফিরাইয়া আনিবেন। তিনি যখন শুনিবেন তাহার প্রাণনাথ নিদ্দয় হইয়া চলিয়া গিয়াছেন, তখন তাঁহার রোদনে পৃথিবীর পশু পক্ষীও রোদন করিবে। তুমি জীবপ্রতি করুণা বিতরণার্থে গমন করিতেছ, কিন্তু নিজজনকে কি অপরাধে দুঃখ দিতেছ? তোমার বিরহে নবদ্বীপের বাজার বন্ধ, প্রতি বৈষ্ণব গৃহ শূন্যময়, জগতের একপ্রান্তবাসিজনগণকে কাঁদাইয়া অপর প্রান্তে উদিত হইলে কি ফলোদয় হইবে? সুতরাং তুমি যেখানকার চন্দ্র সেই খানেই চল। নদীয়ার চন্দ্র নীলাচলে উদয় হইবে, ইহা আমাদিগের প্রাণে কি প্রকারে সহ্য হইবে। তোমার দেহ প্রেমের তরু, ভক্তজন-নয়নের অমিয়-দৃষ্টিপাতে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তোমার রক্তপাদাম্বুজ বিষ্ণুপ্রিয়াসেবিত, তুমি শচীর দুলাল; ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইলে তুমি কাহার নিকট অন্ন চাহিবে? বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া তোমার কনকসুন্দর বপু কালিমা প্রাপ্ত হইবে, ইহা অপেক্ষা আমাদের মরণই শ্রেয়ঃ।”

শ্রীবাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রভু করুণ অন্তঃকরণে তাঁহাদিগকে কহিলেন, “আমি কোনও কালে তোমাদের উপর নিষ্ঠুর হইব না। আমি নীলাচলেই সর্ব্বদা বাস করিব। সর্ব্বদা যাতায়াতে তোমাদিগের সহিত

ক্রন্দন করিতেছে, আর আমার অন্তঃকরণ এমনিই কঠিন যে, আমার কাষ্ঠ চক্ষুতে জল নাই। ইহাতে আমার দৃঢ় ধারণা যে, ত্রিজগতে বুঝি আমার ন্যায় কঠিন লোক আর নাই।”

প্রভু একটু হাস্য করিয়া বলিলেন,“অদ্বৈত, ইহাতে তোমার কোন দোষ নাই। আমার প্রতি তোমার যে প্রেম, তাহা আমি বহির্ব্বাসে বন্ধন করিয়া আনিয়াছি, সুতরাং তোমার মনে আমার বিচ্ছেদ হেতু দুঃখ উপস্থিত হয় নাই। ইহার কারণ বলিতেছি শ্রবণ কর,” এই বলিয়া গৌরচন্দ্র অদ্বৈতকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, “আমি বুঝিলাম, আমার প্রস্থানকালে ভক্তগণ সকলেই অধীর হইবে, সুতরাং তাহাদের সান্ত্বনা দিবার জন্য ও রক্ষণাবেক্ষণ জন্য একজন দৃঢ় ও তেজস্বী লোকের প্রয়োজন। আরও দেখিলাম, আমার বিচ্ছেদে তোমা অপেক্ষা অধিকতর দুঃখিত হইবার আর কেহ নাই। তুমি অধীর হইলে আমার কার্য্যসিদ্ধি হওয়া দুরূহ। সুতরাং তোমার প্রেম আমি এই বহির্ব্বাসে বান্ধিয়া আনিয়াছি। সকলে শান্ত হইলে আবার খুলিয়া দিতাম। এজন্য তুমি যখন বড় দুঃখিত, তবে তুমি যত পার ক্রন্দন কর” এই বলিয়া প্রেমগ্রন্থি খুলিয়া দিলেন, আর অদ্বৈত অমনি “হা গৌরাঙ্গ” বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। তাঁহার নয়ন দিয়া ধারা বহির্গত হইল। অতঃপর গৌরাঙ্গ অদ্বৈতকে শান্ত করিয়া কহিলেন, “তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইল ত? কিন্তু তুমি ওরূপ বিহ্বল হইলে আমি পথ চলিতে সমর্থ হইব না। সুতরাং ধৈর্য্যধারণ করিয়া দুর্ব্বলকে সান্ত্বনা কর গিয়া।”

অদ্বৈতকে সান্ত্বনা করিয়া গৌরাঙ্গ দ্রুতপদে চলিলেন। প্রভুসঙ্গে পাঁচজন মাত্র সঙ্গী চলিলেন। নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, দামোদর, গোবিন্দ ও জগদানন্দ। ইঁহারা যাইতেছেন আর কাতারে কাতারে নবদ্বীপ ও শান্তিপুর-বাসিগণ দেখিতেছে। ক্রমে তাঁহারা চক্ষুর্বিষয় অতিক্রান্ত হইলে শচীদেবী ধরণীলুণ্ঠিতা হইলেন।

প্রভু এইভাবে গমন করিতেছেন। তাঁহার রঙ্গ দেখিয়া রাস্তায় লোক দাঁড়াইয়াছে। তাহারা প্রভুকে চিনে না, তাহাদের কেহ বা নদিয়ার অবতারের কথা শুনিয়াছে, কেহ বা শুনে নাই। প্রভুকে দর্শন করিয়া তাহাদের বোধ হইল যেন এই কসিতকনককান্তি, অরুণায়িত-লোচন, ধারাবিগলিতনয়ন এই নবীন সন্ন্যাসী দেশ আলোকিত করিয়া ও হরিনামে জগৎপ্রকম্পিত করিয়া গমন করিতেছেন। তাঁহার সোণার অঙ্গ বস্ত্রাবৃত না হইয়া কৌপীনপরিহিত ও ধূলিধূসরিত, গাত্রে দুকূলের পরিবর্ত্তে ছিন্ন কন্থা ও রক্তজবাবিনিন্দিত চরণযুগল উপানৎশূন্য; এরূপ জ্যোতিঃপুঞ্জবিশিষ্টদেহ অপরিণতবয়স্ক মুণ্ডিতমস্তক যুবককে এতাদৃশ কঠিন ব্রতপালন করিতে দেখিয়া সকলেই ক্লেশ পাইলেন। প্রভু শান্তিপুর হইতে বহির্গত হইয়াই সন্ন্যাসধর্ম্মের যাবতীয় কঠিন নিয়ম প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। বৃক্ষমূলে ও বাহু-উপাধানে শয়ন, মৃত্তিকা শয্যা, রসাস্বাদনবর্জ্জনাভিপ্রায়ে উপকরণবিরহিতান্ন নাসারন্ধ্রে ভোজন ইত্যাদি কঠোর নিয়ম পালন করিতে দেখিয়া ভক্তগণ দুঃখ পাইতে লাগিলেন। কিন্তু ইহার উপায়ান্তর নাই, প্রভু এক্ষণে স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিতে লাগিলেন, সুতরাং নিষেধ মানিবেন কেন? নিষেধ করিতে কাহারও সাহস হইল না। এই প্রকারে ক্রমে প্রভু গণসহ আঠিসারা নামক গ্রামে উপনীত হইয়া অনন্তরাম সাধুর আশ্রমে ভিক্ষা করিলেন। অনন্তরাম প্রভুকে দর্শনমাত্র আত্মসমর্পণ করিলেন। তথায় রাত্রি যাপন করিয়া প্রভু প্রাতে বহির্গত হইলেন এবং গঙ্গার উপকূল দিয়া ছত্রভোগে পৌঁছিলেন। এই ছত্রভোগ পীঠস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। তথায় জলময় শিবলিঙ্গ, ও অম্বুলিঙ্গ নামে গঙ্গার ঘাট আছে। কথিত আছে স্বীয় বংশোদ্ধার সাধনার্থ ভগীরথ গঙ্গাদেবীকে মর্ত্ত্যে আনয়ন করিলে শিব তাঁহার বিরহে অধীর হইয়া তদনুসন্ধানার্থ বহির্গমনপূর্ব্বক এই ছত্রভোগে আসিয়া সাক্ষাৎ করেন। শিব গঙ্গাদেবীকে দর্শনমাত্র তাহাতে ঝম্পপ্রদানপূর্ব্বক

নীলাচলচন্দ্রের অনুগ্রহে প্রভুর সর্ব্বত্র আনন্দ। নৌকারোহণ করিয়া প্রভু আনন্দে বিভোর হইলেন এবং মধুর ভাবভঙ্গী-সহ নৃত্য আরম্ভ করিলেন। মুকুন্দ ও ভক্তগণে গান ধরিল। প্রভুর নৃত্যে নৌকা টলমল করিতে লাগিল। নাবিকগণ নিষেধ করিয়া বলিল, "গোসাঁই! চুপ করিয়া বসুন। নৌকা ডুবিলে কোথায় যাইবেন? এখানে ডাঙ্গায় বাঘ ও জলে কুম্ভীর।" ভক্তগণ ভীত হইয়া চুপ করিল। তখন নিমাই কহিলেন, "তোমরা ভয় পাইলে? দেখিতেছ না শ্রীকৃষ্ণের চক্র আমাদিগকে রক্ষা করিতেছে?" ভক্তগণ তখন প্রভুর অসীম ক্ষমতার কথা স্মরণ করিয়া পুনরায় গান আরম্ভ করিল। প্রভুও নৃত্য করিতে করিতে উড়িষ্যার ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রভু গণসহ প্রয়াগঘাটে অবতরণপূর্ব্বক নীলাচলচন্দ্রের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। এই ঘাটে যুধিষ্ঠিরস্থাপিত এক মহেশ্বর আছেন। গণসহ প্রভু সেই ঘাটে স্নান করিয়া ভক্তগণকে তথায় অবস্থিতি করিতে বলিলেন ও স্বয়ং ভিক্ষার্থে গমন করিলেন। ভক্তগণ ইহাতে অতীব দুঃখিত হইলেও উপায়ান্তর না পাইয়া স্থির হইলেন।

প্রভু ভিক্ষা করিতে বহির্গত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অবয়ব, নবীন বয়স, তাহার উপর তাঁহার সন্ন্যাসীবেশ দেখিয়া গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা গৃহ হইতে বহির্গত হইল। পাছে স্ত্রীলোক দর্শন হয় এই ভয়ে প্রভু 'হরে কৃষ্ণ' বলিয়া অবনত মস্তকে আঁচল পাতিয়া দণ্ডায়মান আছেন। প্রভু যে বাটীর দ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন, তাহারা যথাসর্ব্বস্ব প্রভুকে দান করিবার উদ্যোগী হইল। অন্যান্য গৃহস্থেরা তাহা শুনিবে কেন? তাহারাও, প্রভু আমাদের দ্বারে আগমন করিবেন ভাবিয়া, যাহার গৃহে যে উৎকৃষ্ট দ্রব্য ছিল, তাহাই লইয়া প্রস্তুত হইল। দুই এক বাড়ী ভিক্ষা করিয়া প্রভুর অঞ্চল পূর্ণ হইল। তিনি আর অধিক ভিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক নহেন। এজন্য লোকের মনোদুঃখের আর সীমা রহিল না।

মধ্যবর্ত্তী স্থানে যাইতে পারা যায় এবং তথা হইতে নৌকারোহণ করিতে হয়। প্রভু যখন কহিলেন, "এক কপর্দ্দকও নাই" তখন পাটনী কহিল, "তবে বেড়ার ভিতর আসিও না।" পাটনী এই কথা বলিয়া প্রভুর দিকে দৃষ্টিপাত করিল। তাঁহার অঙ্গের অভূতপূর্ব্ব তেজ নিরীক্ষণ করিয়া পাটনী ভীত হইল। তখন প্রভু ও তাঁহার গণকে বিনাদানে পার করিবার অভিলাষী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর! তোমার লোক কয়টী," তখন প্রভু উত্তর করিলেন, "জগতে কেহই আমার নহে এবং আমিও কাহার নহি। আমি একেশ্বর, আমার আর দ্বিতীয় কেহ নাই।" প্রভুবাক্যে পাটনী প্রভুকে বেড়ার মধ্যবর্ত্তী হইবার আদেশ দিল কিন্তু নিত্যানন্দ ও আর আর ভক্তগণকে বাহিরেই থাকিবার আদেশ দিল। প্রভু তখন ঘাটের ধারে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং তথায় উপবেশন-পূর্ব্বক জগন্নাথ দেবের নাম গ্রহণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

ভক্তগণ প্রথমতঃ প্রভুর এই কাণ্ড দেখিয়া হাস্য করিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আবার চিন্তারাশি তাঁহাদিগকে অভিভূত করিল। প্রভু একটী কথা বলিলেই পাটনী তাহাদিগকে পার করিয়া দিত। কিন্তু তাহা যখন তিনি বলিলেন না, তখন নিশ্চয়ই তিনি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। তাঁহারা প্রভুকে সর্ব্বদা ঘিরিয়া থাকেন। তাঁহাকে শয়ন করিতে কহেন, তাঁহাকে আহার করিতে অনুরোধ করেন, ফলতঃ তাঁহারা সর্ব্ববিষয়েই প্রভুর অন্তরায়। এই সম্বন্ধে প্রভু মাঝে মাঝে বিরক্তিও প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং প্রভু যদি একাকী পার হয়েন, তবে কোন দিক দিয়া কোন দিকে চলিয়া যাইবেন, তাঁহার আর অনুসন্ধান পাওয়া যাইবে না।" এতাদৃশী চিন্তামালা তাঁহাদের মনকে আলোড়িত করিয়া তুলিল। তাঁহারা ভুবন অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন।

এদিকে পাটনী প্রভুকে জগন্নাথের নাম করিয়া ক্রন্দন করিতে দেখিল। তাঁহার কমলনয়নে জলধারা দেখিয়া তাহার হৃদয় দ্রব হইয়া গেল। সে

প্রভুর এরূপ ক্রন্দনের কারণ কি জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া নিত্যানন্দ প্রভৃতির নিকট উপনীত হইল, ও এতাদৃশ অজস্র নয়নজল বিগলিত করিয়া ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসিল। নিত্যানন্দ কহিলেন, "নবদ্বীপে স্বয়ং ভগবান অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনিই এই মহাপ্রভু, এক্ষণে জীবোদ্ধারের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক নীলাচলে গমন করিতেছেন। আমরা উঁহার রক্ষাণাবেক্ষণার্থে উঁহার অনুসরণ করিতেছি।" নিত্যানন্দ এইরূপ পরিচয় দিয়া স্বয়ং ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পাটনীও সেই ক্রন্দন শুনিয়া আর অশ্রুসংবরণ করিতে সমর্থ হইল না। পাটনী ক্রন্দন করিতে করিতে নিত্যানন্দ ও সঙ্গিগণকে বেড়ার ভিতর লইয়া গেল এবং গৌরাঙ্গের চরণতলে নিপতিত হইয়া কহিল, "অদ্য আমার কি পুণ্যোদয় যে, আপনার সর্ব্বদেব-পূজিতচরণ দর্শন পাইলাম।" প্রভুর ইচ্ছায় পাটনীর সকল বন্ধন মোচন হইল, তখন সকলকে যত্নপূর্ব্বক পার করিয়া দিল।

পরপারে উত্তীর্ণ হইয়াই প্রভু পুনরায় বিভোর হইলেন। এইরূপ অবস্থায় কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন পথের পার্শ্বে এক রজক কাপড় কাচিতেছে। রজককে দর্শন করিয়াই প্রভুর চৈতন্যোদয় হইল। তখন তিনি রজকের দিকে অগ্রসর হইলেন। ভক্তগণ ও সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছেন। রজক চক্ষুর অপাঙ্গে সন্ন্যাসীদিগকে অগ্রসর হইতে দেখিয়াও নিজের কার্য্য করিতে লাগিল। কিন্তু রজক মনে মনে ভাবিতেছে, "আমি গরিব মানুষ, আমার নিকট এতগুলি সন্ন্যাসী ভিক্ষা করিতে আসিতেছে, ইহাদের আশাও কম নহে।" গৌরাঙ্গ রজকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "রজক! ভাই, একবার হরি বল।" রজক পূর্ব্বেই সন্ন্যাসীদিগকে দেখিয়াছে এবং ভিক্ষা চাহিতেছেন অনুমান করিয়া মিনতি সহকারে কহিল, "ঠাকুর! আমি অতি গরিব, আমি আপনাদিগকে ভিক্ষা দিতে পারিব না।" প্রভু কহিলেন, "রজক! আমরা ভিক্ষাপ্রার্থী নই, আমরা হরিনামের কাঙ্গালী। লোকমুখে হরিনাম শুনিলেই তৃপ্তি লাভ

হইব। বরং অগ্রগামী হইলে আমরা অলক্ষিত ভাবে থাকিয়াও তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণে সমর্থ হইব।

ভক্তগণ এই কথা বলিবামাত্র প্রভু একদৌড়ে জলেশ্বরে উপনীত হইলেন। জলেশ্বরে শিব প্রধান ঠাকুর। সন্ধ্যার সময় তথাকার শৈবগণ ঠাকুরের আরত্রিক করিতেছে ও বাদ্যরোলে সে স্থান যেন কম্পিত হইতেছে। প্রভু তথায় শিবের বৈভব দর্শনে মহানন্দে ঢাকের বাদ্যসহ নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভুর ভাবতরঙ্গে মোহিত হইয়া তাহাদের জ্ঞান হইল স্বয়ং শিব যেন তথায় নৃত্য করিতেছেন। এমন সময়ে ভক্তগণ উপনীত হইয়া প্রভুর নৃত্য দর্শনে গীত আরম্ভ করিলেন। তখন প্রভুর নৃত্য আরও মনোহর হইল। তাঁহার নয়ন দিয়া শতধারে সুরধুনী প্রবাহিত হইতে লাগিল। কতক্ষণে প্রভু শান্ত হইলেন। ভক্তগণকে দেখিয়া সাদরে আলিঙ্গন করিলেন। পূর্ব্বের বিরোধ মিটিয়া গেল।

প্রত্যূষে তথা হইতে যাত্রা করিয়া প্রভু রেমুণায় উপনীত হইলেন। এখানে দ্বিভুজ গোপীনাথ ঠাকুর দর্শন করিয়া মহানন্দে নৃত্য করিলেন। প্রভুর নিজমূর্ত্তি মুরলীধর গোপীনাথের সমক্ষে যখন নৃত্য করেন, তখন তাঁহার অনুপম রূপসাগরে ভাবতরঙ্গ দেখিয়া উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ বিস্মিত হইল। যখন প্রভু গোপীনাথকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন তখন তাঁহার মস্তকশোভিত চূড়া খসিয়া প্রভুর মস্তকে নিপতিত হইল। প্রভু তখন আরও উল্লাসে নৃত্য করিতে লাগিলেন। অবিরাম নৃত্য করিয়া দিবা অতিবাহিত হইল, তখন ভক্তগণ অনেক যত্নে প্রভুকে বিশ্রাম করাইলেন। প্রভু ভক্তগণের নিকট উপবিষ্ট হইয়া এই গোপীনাথ কি প্রকারে "ক্ষীরচোরা" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাই কীর্ত্তন করিলেন।

নিমাই ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ঈশ্বরপুরীর গুরু মাধবেন্দ্র পুরী। এই মাধবেন্দ্র পরম কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। তিনি একদা রেমু-

নিত্যানন্দের পরামর্শ সকলের শিরোধার্য্য হইল। প্রভু সঙ্গবিহীন হইয়া ঠাকুর দর্শনপূর্ব্বক পরদিবস প্রাতে গণসহ মিশিলেন।

তথা হইতে প্রভু রাজা প্রতাপরুদ্রের আবাসস্থান উড়িষ্যা রাজধানী কটকনগরে উপনীত হইলেন। কটকের নিম্নে প্রবহমানা মহানদীতে স্নান করিয়া সাক্ষীগোপাল মূর্ত্তি দর্শনান্তে সকলে ভুবনেশ্বরে আসিলেন। তথাকার শিবমূর্ত্তি অতি মনোহর। প্রভু তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিয়া অপার আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। শিব এই ভুবনেশ্বরে গুপ্ত কাশীবাস করিয়াছিলেন। এই থানে স্বয়ং মহাদেব সকল তীর্থ হইতে বিন্দু বিন্দু জল আনিয়া বিন্দুসরোবর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পরদিবস প্রাতে বিন্দুসরোবরে স্নান করিয়া গৌরাঙ্গ ভক্তগণ সহ কমলপুরে আসিলেন। কমলপুরের ভাগানদীতে স্নান করিয়া কপোতেশ্বর শিবদর্শনে গমন করিলেন। নিত্যানন্দ ভাগানদীর ঘাটে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দের হৃদয়দেবতা গৌরাঙ্গ, তাঁহার অন্য দেবদেবী দর্শনে বড় স্পৃহা ছিল না। তিনি গৌরাঙ্গের অনুরোধেই ঠাকুর দর্শন করিতেন। জগদানন্দ গৌরাঙ্গের দণ্ড কমণ্ডলু বহন করিতেন। কপোতেশ্বর দর্শনে যাইবার সময় তিনি প্রভুর দণ্ড নিত্যানন্দের নিকট রাখিয়া গেলেন।

সকলে প্রস্থান করিলে নিত্যানন্দ একাকী সেই ভাগানদীতীরে বসিয়া রহিলেন। জগদানন্দ যে প্রভুর দণ্ডটী দিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহার সঙ্গী। তখন তিনি মনুষ্যবোধে দণ্ডটীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তোমার ন্যায় আমারও একগাছি দণ্ড ছিল। আমি তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিয়াছি। এক্ষণে তোমাকেও তাহার দশা প্রাপ্ত করাইতে পারিলে আমার মনোদুঃখ দুরীভূত হয়। দণ্ড! তোমার বড় স্পর্দ্ধা! আমি যাহাকে হৃদয়ে বহন করিয়া থাকি, তাঁহারই হস্তে বা স্কন্ধে তুমি আরোহণ করিয়া বেড়াও। আমার যে ঠাকুর বংশী হস্তে লইয়া ত্রিজগৎ মোহিত করিতেন, তুমি এক্ষণে বংশীর পরিবর্ত্তে দণ্ডরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে পর্য্যটক বৃক্ষতলবাসী ও

দেখিয়া ভক্তগণের হস্তধারণপূর্ব্বক অঙ্গুলি নির্দ্দেশ সহকারে দেখাইতেছেন। ভক্তগণ না দেখিয়াও দেখিয়াছি বলিয়া প্রভুর উদ্বেগ শান্তির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রভুর উদ্বেগ যাইবার নহে। আনন্দ তরঙ্গে উৎসাহিত হইয়া উত্থান করিবামাত্র আবার সেই হসিত বালকমূর্ত্তি নেত্রগোচর হইতেছে, আবার হতজ্ঞান হইয়া ভূমিতে পতিত হইতেছেন। এই প্রকারে ভক্তগণপরিবৃত গৌরচন্দ্র প্রেমের আবেগে চারিদণ্ডের পথ তিনপ্রহরে অগ্রসর হইলেন। সুকৃতি নরগণ তাঁহাকে পথে গমন করিতে দেখিয়াই সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার ঈষৎকম্পিত হিঙ্গুলরঞ্জিত অধরদ্বয়, কারুণ্য-রস-সরোবরসদৃশ আরক্তপদ্মনেত্র ও মেঘাপগমে প্রকাশিত-চন্দ্ররশ্মিবৎ, নয়নজলবিধৌত, ধূলিধূসরিত, কনকসুন্দর অঙ্গের আভা নিরীক্ষণ করিয়া স্তম্ভিত হইল।

এই প্রকারে গৌরসুন্দর আঠারনালায় উপনীত হইয়া ভক্তগণসহ উপবেশনপূর্ব্বক অতি বিনীতভাবে তাঁহাদিগকে কহিলেন, "তোমরা আমার পরমবন্ধু, কারণ তোমাদের হইতেই আমার জগন্নাথ দর্শন হইল। কিন্তু এক্ষণে আর আমি একত্র যাইব না, হয় তোমরা অগ্রগামী হও, আর না হয় আমাকে বল, আমিই অগ্রগামী হই।" মুকুন্দ পূর্ব্বেও একবার পরামর্শ করিয়া প্রভুকে অগ্রগামী হইতে বলিয়াছিলেন, এবারেও তিনি তাঁহাকে অগ্রগামী হইতে বলিলেন। তখন প্রভু দণ্ডের অনুসন্ধান করিয়া বলিলেন, "তবে আমার দণ্ডখানা দাও।" ভক্তগণকে উত্তরদান করিতে না শুনিয়া নিমাই সকলের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "কই দণ্ড তো কাহারও কাছে দেখিতেছি না।" জগদানন্দের নিকট দণ্ড থাকিত, এজন্য জগদানন্দ উত্তর করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি কহিলেন, "আমি যখন কপোতেশ্বর দর্শনে গমন করি, তখন শ্রীপাদের নিকট রাখিয়া গিয়াছিলাম। উনি তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া নিত্যানন্দ মস্তক অবনত করিলেন। নিতাইয়ের ইচ্ছা ছিল দণ্ডের জন্য

বাসুদেব সার্ব্বভৌম এই সময়ে মন্দিরমধ্যে ছিলেন। অন্যান্য দিবস তিনি এরূপ সময়ে মন্দিরমধ্যে থাকেন না। কিন্তু অদ্য কেন আছেন, তাহা বলা যায় না। সার্ব্বভৌমের বাটী নদিয়া, তিনি মিথিলায় ন্যায় পাঠ করিয়া, বারাণসীধামে বেদপাঠ সমাপ্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় অসাধারণ পণ্ডিত তখন আর ছিল না। তিনিই প্রথম নবদ্বীপে ন্যায়-শাস্ত্র পড়াইবার টোল খোলেন। ইঁহার যশ শ্রবণ করিয়া উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্র ইঁহাকে পুরীতে স্থাপিত করেন। প্রতাপরুদ্র কি ধর্ম্ম, কি ন্যায়, সকল বিষয়েই সার্ব্বভৌমের মতানুসারে চলিতেন। সুতরাং জগন্নাথ-দেবের পূজাবিধি প্রভৃতি সকল কার্য্য সার্ব্বভৌমের আদেশ মতই সাধিত হইত। সার্ব্বভৌম অগাধ পণ্ডিত ছিলেন, সুতরাং ছাত্র-গণকে কি ন্যায়, কি বেদ সকল বিষয়েরই শিক্ষা প্রদান করিতেন।

জগন্নাথ-দেবের পাণ্ডাগণ গৌরাঙ্গকে প্রহারোদ্যত হইল দেখিয়া তিনি নিষেধপূর্ব্বক কহিলেন, "তোমরা কাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছ? ইনি একজন মহাপুরুষ, তাহা কি দেখিতেছ না?" পাণ্ডারা ক্রোধে উন্মত্ত, সুতরাং সার্ব্বভৌমের বাক্যেও তাহারা ক্ষান্ত হইল না। তখন সার্ব্বভৌম কাজেই আত্মশরীর দ্বারা গৌরাঙ্গকে আবরণ করিলেন, নতুবা ক্রোধোন্মত্ত পাণ্ডাদের হস্ত হইতে কখন গৌরাঙ্গকে রক্ষা করিতে পারি-তেন না।

এদিকে ভোগের সময় হইল। ভোগের দ্রব্যাদি জগন্নাথ-দেবের সম্মুখে ধারণ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করা হয়। সেখানে তখন কাহারও থাকিবার অধিকার নাই। কিন্তু ভোগের স্থানে নিমাই অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন। সুতরাং ভোগ দিবার অসুবিধা-বশতঃ পাণ্ডাগণ বড় বিরক্ত হইয়া উঠিল। সার্ব্বভৌমও মহা-বিপদগ্রস্ত হইলেন। তখন চিন্তা করিয়া কতিপয় শিষ্য-পাণ্ডাদ্বারা প্রভুকে নিজ বাটী লইয়া গেলেন। নিজ বাটীতে প্রভুকে পবিত্র স্থানে পবিত্র শয়নে শয়ন করাইয়া নিজে তাঁহার

প্রাপ্ত হইলেন। নবদ্বীপচন্দ্র মস্তক মুণ্ডিত করিয়া কাঙ্গালবেশ ধারণ করিয়াছেন, এই তাঁহার দুঃখ এবং বহুদিবস পরে আবার তাঁহার দর্শন-লাভে জন্ম চরিতার্থ করিতে পারিবেন, এই তাঁহার সুখ। সুতরাং গোপীনাথ তৎক্ষণাৎ নিত্যানন্দ প্রভৃতিকে লইয়া সার্ব্বভৌমের বাটী উপস্থিত হইলেন। ভক্তগণ দ্বারে দণ্ডায়মান রহিলেন, তিনি অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াই দেখিলেন, কনকগৌরকান্তি, মুণ্ডিতমস্তক গৌরচন্দ্র ধূলি-ধূসরিতাঙ্গে শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহার পূর্ব্বেকার অবস্থার সহিত এক্ষণকার এই শোচনীয় অবস্থার তুলনা করিয়া গোপীনাথের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভৃতি বহির্দ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন, প্রভুদর্শনতৃষ্ণা তিনি আর চরিতার্থ করিতে পারিলেন না। তিনি সার্ব্বভৌমকে জানাইলেন যে, সন্ন্যাসীর গণ পঞ্চজন বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন, তাঁহারা অভ্যন্তরে আগমন করিতে চাহেন। সার্ব্বভৌম শুনিয়া বড়ই সুখী হইলেন। তিনি এই নবীন সন্ন্যাসীকে লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং তিনি সত্বর তাঁহাদিগকে আনয়ন করিতে কহিলেন।

নিত্যানন্দ প্রভৃতি নিমাই সন্নিধানে আগমন করিয়াই হরিধ্বনিপূর্ব্বক তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন। সার্ব্বভৌমও নিস্তার পাইলেন। ভক্তগণ উপবিষ্ট হইলে সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসিলেন, "এরূপ অজ্ঞানাবস্থা ইঁহার কতক্ষণ থাকে?" ভক্তগণ কহিলেন, "এরূপ ঘোর অচেতন অবস্থা হইলে অনেকক্ষণ মূর্চ্ছিত থাকেন।" তখন সার্ব্বভৌম তাঁহাদের জগন্নাথ দর্শন হইয়াছে কি না, জিজ্ঞাসিলেন। নিতাইয়ের ও ভক্তগণের নিকট গৌরচন্দ্রই সর্ব্বস্বধন। সেই গৌরচন্দ্রের অনুসন্ধান না পাইয়া তাঁহাদের আর ঠাকুর দর্শনে ইচ্ছা হয় নাই। সার্ব্বভৌম আপন পুত্রকে সঙ্গে দিয়া তাঁহাদিগকে ঠাকুর দর্শনে প্রেরণ করিলেন।

নিমাইয়ের নিকট প্রত্যাগত হইয়া ভক্তগণ দেখিলেন, তিনি তখনও হতচৈতন্য। এজন্য তাঁহারা তাঁহার কর্ণমূলে উচ্চরবে হরিনাম শুনাইতে

প্রলয় করিয়া থাকেন, সেই নারায়ণরূপে আপনাকে জ্ঞান করা কি অপধর্ম্ম নয়? সর্ব্ববেদে শ্রীকৃষ্ণকেই জগতের পিতা বলিয়া থাকে, সুপুত্র যেমন পিতাকে ভক্তি করে, তাদৃশ ভক্তি সহকারে যে সেই কৃষ্ণভজন করে, তাহাকেই সন্ন্যাসী বলা যায়। বিষ্ণুর ক্রিয়া না করিয়া সহস্রেক জাতির অন্ন ভক্ষণ করিলেই যে সন্ন্যাসী হওয়া যায়, তাহা নহে। অতএব যিনি জগৎপিতা, ইহকালে ও পরকালে যিনি রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাকে যে না ভজন করে, সে ব্যক্তি সকলের ত্যাজ্য। শঙ্করের অভিপ্রায় ঈদৃশ, সুতরাং ইহা না বুঝিয়া শুদ্ধ মস্তকমুণ্ডনে কি ফলোদয় হইবে? বিশেষতঃ তোমার বয়ঃক্রম অল্প, এ বয়সে সন্ন্যাস শাস্ত্রসিদ্ধ নহে। সংসারসুখ আস্বাদনপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গণ শিথিলতা প্রাপ্ত হইলে সন্ন্যাস কর্ত্তব্য। এতদ্ভিন্ন তোমার শরীরে যে ভক্তির উদয় হইয়াছে, তাহা যোগেন্দ্রাদি দেবগণেরও দুর্ল্লভ। অতএব তুমি কি হেতু সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছ, বুঝিতে পারিলাম না।”

সার্ব্বভৌমের সদর্থযুক্ত বচন শ্রবণ করিয়া গৌরচন্দ্র পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। অতঃপর তিনি বিনয়মধুরবাক্যে সার্ব্বভৌমকে কহিলেন, “আমি কৃষ্ণবিরহে বিক্ষিপ্তমতি হইয়া শিখাসূত্র বিসর্জ্জন দিয়া বহির্গত হইয়াছি, সুতরাং আমাকে সন্ন্যাসী বলিয়া জ্ঞান করিবেন না। কৃপা করিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার শ্রীকৃষ্ণে মতি হয়।” কিয়ৎক্ষণ এইরূপ আলাপের পর প্রভু তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। সার্ব্বভৌম গোপীনাথ ও মুকুন্দ তথায় রহিলেন। সার্ব্বভৌম অবসর বুঝিয়া গোপীনাথের নিকট অবগত হইলেন যে, প্রভুর নাম কৃষ্ণচৈতন্য, ইনি ভারতী সম্প্রদায় ভুক্ত, ইঁহার গুরু কেশব ভারতী। গোপীনাথের মুখে এই কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌম দুঃখিত হইয়া কহিলেন, “ভারতী বড় নীচ সম্প্রদায়, পুরী, গিরী, তীর্থ, সরস্বতী প্রভৃতি সম্প্রদায় থাকিতে কেন গৌর একটা নিকৃষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেন?”

প্রভু বুঝিলেন, নৈয়ায়িক সার্ব্বভৌমকে উদ্ধার করাই গোপীনাথের প্রার্থনা। এ প্রার্থনা পূর্ণ না করিলে তিনি অনশনে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। প্রভু করেন কি? ভক্তের হৃদয়ে কষ্ট দেওয়া তাঁহার অভ্যাস নহে। তিনি গোপীনাথকে বুঝাইয়া বলিলেন, 'গোপীনাথ! বাঞ্ছাকল্পতরু জগন্নাথ তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। তাঁহার উপরই এ কার্য্যের দায়িত্ব নির্ভর করিয়া তুমি প্রসাদ গ্রহণ কর।"

ভক্তগণ প্রভুর ক্ষমতা জানেন। প্রভুবাক্য যে অখণ্ডনীয় তাহাও বিলক্ষণ জানেন। তাঁহারা বুঝিলেন, সার্ব্বভৌমের সৌভাগ্যোদয় হইয়াছে, তখন তাঁহারা আনন্দে হরিধ্বনি করিলেন এবং গোপীনাথও প্রভুকে প্রণাম করিয়া প্রসাদ গ্রহণার্থ গমন করিলেন।

এদিকে গোপীনাথ ও মুকুন্দ সার্ব্বভৌমের নিকট হইতে চলিয়া আসিলে তাঁহার মন বিচলিত হইল। তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত, তিনি যেখানে থাকেন, তাঁহার সমকক্ষ আর কেহই থাকে না, কারণ তিনি ভারতবিখ্যাত, তিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা। এই উড়িষ্যা দেশে এতাবৎ তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিল না, তিনিই প্রধান বলিয়া পূজিত ছিলেন। আর এখন কি না একদল লোকে তাঁহা অপেক্ষাও আর এক জনকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে, তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া পূজা করে? ইহা সার্ব্বভৌমের অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি নিমাইয়ের উপর এজন্য ক্রোধ করিলেন না, তবে যাহাতে তাঁহার এ প্রতিপত্তি না থাকে, তদ্বিষয়ে যত্নবান হইলেন। তিনি ভাবিলেন, "সামান্য মনুষ্যকে ভগবান্ বলিয়া পূজা করিলে তাহার মন কতদিন স্থির থাকিতে পারে? সে নিজেও আপনাকে ভগবান্ ভাবিয়া অচিরে ভ্রমকূপে নিপতিত হয়। ইহাতে উভয়েরই অনিষ্টসাধন হইয়া থাকে, যাহাকে ভগবান্ বলা যায়, সে ত দম্ভে নষ্ট হয়; আর যাহারা ভগবান্ বলিয়া পূজা করে, তাহাদেরও সর্ব্বনাশ হয়।" এই ভাবিয়া তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, "নিমাই যাহাতে নিজকে ভগবান না ভাবে তাহাই করিবেন এবং লোকেও যাহাতে

হইতে একত্রে আগমন করিয়া সার্ব্বভৌমের বাটী নিভৃত স্থানে উপবিষ্ট হইয়া বেদপাঠ শ্রবণ করিলেন। সার্ব্বভৌমের আশা ফলবতী হইল। তিনি নিমাইয়ের গুরু হইলেন। তিনি যতদূর সাধ্য পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া বেদপাঠ করিলেন। ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার অগাধ বিদ্যাবলে নিমাইকে চমকিত করিবেন। কিন্তু নিমাই কোন ভাবের প্রকাশ করিলেন না। তখন সার্ব্বভৌম ভাবিলেন নিমাই তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিয়া হতস্তব্ধ হইয়াছে, সুতরাং দুই এক দিন না গেলে তাহার মনোগত ভাব বুঝা যাইবে না।

দ্বিতীয় দিবস আবার সার্ব্বভৌম ব্যাখ্যা করিতে বসিলেন, নিমাই শ্রবণ করিলেন। নিমাইয়ের মনোভাব অনবগত হইয়া সার্ব্বভৌম দুঃখে পাঠ বন্ধ করিলেন। এইরূপে সাত দিবস গত হইল। সার্ব্বভৌম পূর্ব্ববৎ নিমাইয়ের উদাসীন ভাবে বিরক্ত হইলেন। সন্ন্যাসী, ভাল কি মন্দ, কিছুই স্বীকার করিল না। সুতরাং তিনি ভাবিলেন, "এ লোকটী কি পাগল না মূর্খ? হয় যাহা ব্যাখ্যা করিতেছি, তাহার বিন্দু বিসর্গও বুঝে না, নতুবা আমার ব্যাখ্যা উহার ভাল লাগিতেছে না।" এইরূপ নানাপ্রকার সংশয় তাঁহার মনকে আলোড়িত করিল। অনন্তর তিনি সন্ন্যাসীর নিকট ইহার তথ্য লইবেন স্থির করিলেন।

প্রভু এদিকে সার্ব্বভৌমের ব্যাখ্যারূপ বিষাক্ত-বাণাহত হইয়া অস্থির হইয়াছেন। তাঁহার হৃদয় কৃষ্ণপ্রেমে মুগ্ধ, তাঁহার নিকট মায়াবাদ বা নাস্তিকতা ভাল লাগিবে কেন?

অষ্টম দিবসে বেদপাঠের অগ্রেই সার্ব্বভৌম প্রভুকে জিজ্ঞাসিলেন, "স্বামিন্! আমি অদ্য সাত দিবস বেদপাঠ করিলাম, কিন্তু তুমি হাঁ কি না কিছুই ত বলিলে না। আমি তোমার জন্যই ব্যাখ্যা করিতেছি, কিন্তু তুমি তৎসম্বন্ধে একটী কথাও বল নাই।"

নিমাই। আমাকে শুনিবার আদেশ দিয়াছেন, আমি তাই শুনিতেছি।

আমি অজ্ঞ, আপনি ভুবন-বিজয়ী পণ্ডিত, আপনার ব্যাখ্যা কি আমার বুঝিবার ক্ষমতা আছে?

সার্ব্ব। ক্ষমতা নাই, জিজ্ঞাসা করিলে ত হয়? তুমি বুঝিতেছ কি না, তাহা আমি কিরূপে বুঝিব?

নিমাই। বেদসূত্রগুলি বেশ পরিষ্কার, উহা বুঝিতেছি। কিন্তু আপনার ব্যাখ্যা বুঝিতে পারিতেছি না।

সার্ব্বভৌম ক্রুদ্ধ হইলেন, বলিলেন, "তুমি বেদসূত্র বুঝিতেছ, তাহা বেশ পরিষ্কার, আর আমার ব্যাখ্যা বুঝিতেছ না। তবে কি আমি ভুল বলিতেছি, না তোমার মনোগত হইতেছে না?"

নিমাই। আপনার ব্যাখ্যা শঙ্করাচার্য্যের অনুযায়ী। শঙ্করাচার্য্য কোন উদ্দেশ্য সাধন জন্য বেদের মনঃকল্পিত অর্থ করেন। তিনি যে মায়াবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহা শ্রবণে আমার মন বিকল হইতেছে। তবে আপনার আদেশমতই এই কয় দিন শুনিতেছিলাম।

নিমাইয়ের এতাদৃশ বাক্যে সার্ব্বভৌম ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন রোষ-কষায়িতলোচনে নিমাইয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "আমি বেদ শিক্ষা দিতে দিতে বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলাম, অদ্য আমার ব্যাখ্যা ভুল হইল? আচ্ছা তুমিই ব্যাখ্যা কর, না হয় এই বৃদ্ধবয়সে তোমার নিকট হইতে কিছু শিক্ষা প্রাপ্ত হই।"

সার্ব্বভৌম কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া প্রভু তখন বেদব্যাখ্যা ধরিলেন। তিনি এক এক শ্লোকের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম যতই শুনিতেছেন ততই বিস্মিত হইতেছেন। তখন বুঝিলেন, সন্ন্যাসী পণ্ডিত। ক্রমে সার্ব্বভৌমের প্রভুর উপর শ্রদ্ধা আসিল এবং অবশেষে স্বীকার পাইলেন, এরূপ ব্যাখ্যা সামান্য পুরুষসাধ্য নহে। বেদের ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইলে প্রভু কহিলেন, "পরমযোগী মুনি ঋষিগণও ভগবদ্ভক্তি কামনা করিয়া থাকেন।" এই বলিয়া তিনি ভাগবতের একটী শ্লোক পাঠ করিলেন।

পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, "প্রভো কৃষ্ণচৈতন্য! আমার প্রাণনাথ, অধমের প্রতি একবার প্রসন্নভাবে দৃষ্টিপাত কর। পাপপঙ্কে নিমগ্ন আমি তোমার অচিন্ত্য মর্ম্ম না বুঝিয়াই তোমাকে ধর্ম্ম-শিক্ষাদানে অভিলাষী হইয়াছিলাম। হে সর্ব্বশক্তিমন্! মহাবিষ্ণু মহেশ্বরাদি দেবগণ যখন তোমার মায়ায় মোহিত হইতেছেন, তখন আমি যে মোহিত হইব, তাহার আর কথা কি? তুমি যে অনুগ্রহে আমার হৃদয়ে চরণপদ্ম ধারণ করিয়াছ, সেই অনুগ্রহে আমাকে প্রেমভক্তি দান করিয়া উদ্ধার কর।"

"পতিত তারিতে সে তোমার অবতার।
মুই পতিতেরে প্রভু করহ উদ্ধার॥
বন্দী করিয়াছ মোরে অশেষ বন্ধনে।
বিদ্যাধনে কুলে তোমা জানিব কেমনে॥
এবে এই কৃপা কর সর্ব্বজীব-নাথ।
অহর্নিশ চিত্ত মোর রহুক তোমাত॥" চৈতন্যভাগবত।

সার্ব্বভৌম এইরূপে স্তুতি করিলে গৌরসুন্দর মধুর হাস্য করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "সার্ব্বভৌম! তুমি আমার পার্ষদ, তুমি আমার বহু আরাধনা করিয়াছ। আমি এখানে আগমন পূর্ব্বক তোমাকে আমার ঐশ্বর্য্য দেখাইলাম। তোমার মুখে ভক্তির মহিমা শ্রবণ করিয়া আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম। তুমি যে শত শ্লোক রচনা করিয়া আমার স্তব করিয়াছ, তাহা যে পাঠ অথবা শ্রবণ করিবে তাহার আমার প্রতি ভক্তি হইবে। তোমার ঐ শত শ্লোক সার্ব্বভৌম-শতক নামে জগতে কীর্ত্তিত হইবে। যতদিন আমি পৃথিবীতে থাকিব, ততদিন আমার প্রকাশ বিবরণ কাহাকেও বলিও না। আমার দ্বিতীয় দেহ নিত্যানন্দ; তাঁহাকেও ভক্তিসহকারে পূজা করিও," এই বলিয়া গৌরচন্দ্র স্বীয় ঐশ্বর্য্য সংবরণ করিলেন।

মুখধাবন, স্নান, বস্ত্রপরিধান, বাল্যভোগ, হরিবল্লভভোগ, ধূপপূজা প্রভৃতি দর্শন করিতেছেন, এমন সময়ে দুইজন পাণ্ডা আগমন পূর্ব্বক প্রভুর গলদেশে মালা ও প্রসাদ অন্ন দান করিল। ভক্তগণ নিরীক্ষণ করিয়া, কেনই বা প্রভুকে পাণ্ডারা মাল্য ও প্রসাদ অন্ন দান করিল, ইহার কারণ নির্ণয়ে অসমর্থতা প্রযুক্ত বিস্মিত হইল। প্রভু এই প্রসাদ-অন্নপ্রাপ্তিমাত্র তীরবৎ বেগে দৌড়িলেন। ভক্তগণ প্রভুর সঙ্গে দৌড়িতে পারিল না বটে, কিন্তু তাঁহাকে নিজ বাটীর রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে দেখিলেন। প্রভু সার্ব্বভৌমের বাটী আগমনপূর্ব্বক প্রকোষ্ঠ মধ্যে উপনীত হইয়া "সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য" বলিয়া ডাকিলেন। প্রভুর ডাক শুনিয়া সার্ব্বভৌম "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ" বলিয়া শয্যাত্যাগ করিলেন। কৃষ্ণনাম গ্রহণ পূর্ব্বক ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই প্রথম শয্যাত্যাগ করিলেন। অনন্তর গৌরাঙ্গকে প্রণাম করিলে গৌরাঙ্গ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। উভয়ে উপবিষ্ট হইলে গৌরাঙ্গ জগন্নাথ দেবের প্রসাদ-অন্ন ভট্টাচার্য্যের হস্তে দিয়া মধুর হাস্য করিতে করিতে ভক্ষণ করিতে বলিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় শৌচে যান নাই, বসন পরিত্যাগ করেন নাই, মুখধাবন বা স্নান করেন নাই, এ অবস্থায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে কখন আহার করিতে পারে না। বিশেষতঃ অন্ন প্রাণ থাকিতে খাইতে পারেন না। এক্ষণে জগন্নাথের প্রসাদান্ন গৌরাঙ্গ মধুর হাস্য সহ তাঁহার হস্তে প্রদান করিলে তিনি আর দ্বিধাচিত্ত হইলেন না। তিনি নিমাইয়ের জগন্মোহন হাস্যে মোহিত হইয়া তাঁহারই আদেশানুসারে তাহা তৎক্ষণাৎ মুখমধ্যে প্রক্ষেপ করিলেন। প্রসাদান্ন মুখে নিক্ষেপমাত্র সার্ব্বভৌমের হৃদয়মধ্যে আনন্দতড়িৎ প্রবাহিত হইল। তাহার বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া তিনি ভূপতিত হইয়া গড়াগড়ী দিতে লাগিলেন। আনন্দ-তড়িৎপ্রবাহে সার্ব্বভৌমের সমস্ত কলুষ ভাসাইয়া লইয়া গেল, তখন তাঁহার হৃদয় নির্ম্মল হইল। প্রভু তাঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন

নিমাই বিশ্বরূপের অনুসন্ধানচ্ছলে দক্ষিণ উদ্ধারকল্পে যাত্রা করিয়া গমন করিলেন।

নিমাইয়ের ঈদৃশ প্রস্তাবে সকলেরই মনে দুঃখের উদয় হইল। সকলেরই বদন শুষ্কতা প্রাপ্ত হইল। নিত্যানন্দ কহিলেন, "তুমি চলিতে চলিতে হোচোট খাইয়া পড়, কখন বা জ্ঞানশূন্য হইয়া পড, এ অবস্থায় তুমি একাকী গমন করিবে, ইহা কি প্রকারে আমরা সহ্য করিব? বরং তুমি আমাদের মধ্য হইতে একজনকে সঙ্গে লও। আমি দক্ষিণের তীর্থ স্থান সমুদায় অবগত আছি, সুতরাং আমাকেই আদেশ কর, আমি তোমার সঙ্গে যাইব।"

প্রভু কহিলেন, "হাঁ, তুমি গেলেই ভাল হয়, তুমি আমাকে হাতের পুতুল করিয়া যেমন নাচাইবে আমি তেমনি নাচিব। আমি সন্ন্যাস গ্রহণান্তর বৃন্দাবন চলিলাম, আর তুমি কি না আমাকে অদ্বৈত গৃহে আনয়ন করিলে। আবার নীলাচল পথে আগমন কালে আমার দণ্ডটী ভাঙ্গিয়া ফেলিলে। সুতরাং তোমরা সঙ্গে গমন করিলে তোমাদেরই অনুরাগে আমার সকল কার্য্য পণ্ড হইবে। জগদানন্দ চর্ব্ব্য চূষ্য উপাদানে ভোজন করাইতে চান, তাঁহার কথা না শুনিলে তিনি ক্রোধে তিন দিন আমার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করেন। মুকুন্দ আমার সন্ন্যাসগ্রহণে বড় দুঃখী। তিনি যদিও কিছু বলেন না, কিন্তু তাঁহার দুঃখ দেখিলে আমার হৃদয় ফাটিয়া যায়। সুতরাং তোমরা সকলে নীলাচলে থাক, আমি দিন কয়েক তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আসি।"

প্রভু কাহাকেও সঙ্গী লইবেন না বলিয়া সকলেই দুঃখিত হইলেন। তখন নিত্যানন্দ প্রভুকে কহিলেন, "আমার আর এক নিবেদন আছে শ্রবণ করিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় কর। তোমার সহিত কৌপীন বহির্ব্বাস আর জলপাত্র ত যাইবে। ইহা না লইয়া তুমি কেমন করিয়া গমন করিবে? এই সামান্য দ্রব্য লইতে হইলেও তোমার একজন লোক সমভিব্যাহারে

লওয়া উচিত, কারণ তোমার হস্ত ত নামগ্রহণে আবদ্ধ থাকিবে, তখন কে তোমারি এই দ্রব্য বহন করিবে? সুতরাং আমার নিবেদন এই, কৃষ্ণদাস নামে সবল ব্রাহ্মণটীকে সমভিব্যাহারে লও। সে তোমার দ্রব্য সকলী বহন করিবে মাত্র, তোমার সহিত কোন কথা কহিবে না।" প্রভু তাহাতে সম্মত হইলেন।

অনন্তর প্রভু সার্ব্বভৌমের নিকট বিদায় গ্রহণার্থ গমন করিলেন। সার্ব্বভৌম, নিমাই ও নিতাইকে বন্দনা করিয়া আসন দান করিলেন। দক্ষিণে যাইবার কথা উত্থাপন করিলে সার্ব্বভৌম প্রভুকে মিনতিপূর্ব্বক কাতরবচনে কহিলেন, "প্রভো! বহুজন্মের পুণ্যফলে তোমার সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু নিদারুণ বিধি আমাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিলেন। শিরে বজ্রপতন অথবা প্রাণাধিক পুত্রের মরণ বরং সহ্য করা যায়, কিন্তু তোমার বিচ্ছেদ সহ্য করা দুরূহ হইবে। তুমি স্বয়ং ভগবান্, তোমার ইচ্ছা কে রোধ করিতে পারে? যদি প্রভু একান্তই গমন করিবে, তবে আর কয়েক দিবস অপেক্ষা কর, তাহা হইলে ভাল করিয়া তোমার চরণ সেবা করিয়া লইব।"

সার্ব্বভৌমের কাতরোক্তি শুনিয়া প্রভুর দয়া হইল। তিনি বলিলেন, "ভট্টাচার্য্য! তুমি কাতর হইও না, আমি শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সত্বর ফিরিয়া আসিব। তুমি যখন কাতর হইয়া অনুরোধ করিলে, আমি আর পাঁচ দিবস তোমার বাসায় থাকিব।" এই পঞ্চ দিবস সার্ব্বভৌম প্রভুকে বাটীতে রন্ধন করিয়া ভিক্ষা দিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌমের স্ত্রী রন্ধন করেন ও সার্ব্বভৌম স্বয়ং পরিবেশন করেন।

ষষ্ঠ দিবস প্রাতঃকালে প্রভু দক্ষিণ গমনোদ্যোগী হইলেন। ভক্তগণ দুঃখাভিভূত হইলেও উপায়ান্তর নাই। সকলে একত্র হইয়া শ্রীমন্দিরে গমন করিলে, প্রভু জগন্নাথ দেবের নিকট দক্ষিণ গমনের আদেশ প্রার্থনা করিলেন। পাণ্ডারা তখন প্রভুকে আজ্ঞামালা দান করিলে সকলে

হইতে মধুমক্ষিগণ গুণ গুণ রবে মধুসংগ্রহার্থে সেই স্থানে উপনীত হয়, তেমনি গৌরাঙ্গদেব তথায় উপবেশন করিলে লোকসমূহ হরিনাম করিতে করিতে তৎসকাশে উপনীত হইল। প্রভুও তাহাদের আগমনে তাহাদের সহিত হরিনামে যোগদানপূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রভুর তরঙ্গে প্রেমতরঙ্গ উত্থিত হইল। প্রভু কাহাকেও বা আলিঙ্গন করিলেন। আলিঙ্গিত ব্যক্তি মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়া পতিত হইল। প্রভু পুনরায় চলিলেন। পথের লোক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। প্রভু তাহাদিগকে "হরিবোল" বলিয়া গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক হরিনাম জপ করিবার আদেশ দিলেন। তাহারা হরিবোল বলিতে বলিতে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইল। তাহারা আর হরিনাম ভুলিতে পারিল না। তাহাদের মুখে হরিবোল শব্দ শ্রবণ করিয়া গ্রামের অন্যান্য লোকও হরিনাম করিতে লাগিল। এই প্রকারে প্রভু যে হরিনাম তরঙ্গ উঠাইলেন, তাহাতে গ্রাম গ্রাম বৈষ্ণব হইল।

প্রভু এইরূপে হরিনাম বিতরণ করিতে করিতে গমন করিতেছেন। যখন গ্রামের ভিতর দিয়া গমন করিতেছেন, লোকজন তাঁহার অদ্ভুত নৃত্য ও প্রেমভক্তি দেখিয়া বৈষ্ণব হইতেছে। আবার কখন বা নিবিড় বনভূমির ভিতর দিয়া চলিলেন। প্রভুর সঙ্গী কৃষ্ণদাস অগ্র হইতেই আহারীয় সংগ্রহ করিয়াছিল। কয়েক দিবস পরে তাহাও ফুরাইয়া গেল। প্রভু তখন উপবাসী রহিলেন। বনমধ্যে রাত্রিকালে প্রভু ও কৃষ্ণদাস বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বন্যজীবজন্তুগণ নিকটে আগমনপূর্ব্বক প্রভুকে দেখিয়া চলিয়া যায়। এইরূপ গমন করিতে করিতে কখন বা প্রভু গ্রামে উপনীত হইলেন, দেখিলেন, বহুসংখ্যক লোক অগ্র হইতেই প্রভুর অপেক্ষায় রহিয়াছে, কখন বা পল্লীমধ্যে রাখালগণ প্রভুকে দেখিতে পাইল। তখন একজন আর জনকে কহিল, "দেখ ভাই, এই লোকটী হরি বলিলে ক্ষেপিয়া উঠে, এই বলিয়া তাহারা হরিবোল বলিল। প্রভুকে দণ্ডায়মান

প্রেম প্রকাশ করিলেন। তথায় এক রাত্রি বাস করিয়া প্রভাতে যাত্রা করিলেন। সত্বরই তিনি গোদাবরীতীরস্থ বনভূমিতে আগমন করিলেন। বনভূমিপ্রিয় প্রভুর নিকট তীরবর্ত্তী কাননভূমি বৃন্দাবন ও গোদাবরী যমুনা বলিয়া জ্ঞান হইল। অনন্তর গোদাবরী পার হইয়া ঘাটে স্নান করিলেন এবং জপমালা গ্রহণপূর্ব্বক তীর্থমালার অনতিদূরে উপবেশন করিয়া জপ করিতে লাগিলেন। প্রভুর জপে আকৃষ্ট হইয়া রামানন্দ রায় গোদাবরী-স্নানে অভিলাষী হইলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুকে এই রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিবার উপরোধ করিয়াছিলেন। রামানন্দ রায় উড়িষ্যাধিপতি প্রতাপরুদ্রের রাজ্যান্তর্গত বিদ্যানগরীর অধিকারী। তাঁহাকে সমুদায় বিষয়কার্য্য করিতে হইলেও তিনি তাহাতে অনাকৃষ্ট থাকিয়া ভগবানের প্রতি দত্তচিত্ত হইয়াছিলেন। রামানন্দ যানারোহণে যাতায়াত করেন, বহুভৃত্য তাঁহার সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত, দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় শয়ন করেন। এই প্রকারে যাবতীয় বিষয়ভোগরত হইলেও তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা কৃষ্ণপ্রেমানন্দে নিমগ্ন।

রামানন্দ গোদাবরীস্নানে আগমন করিয়াছেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ, অশ্ব, গজ, সৈন্য, বাদ্যকর প্রভৃতি আগমন করিয়াছে। প্রভুর লীলা মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য। একদা প্রভু জনৈক ভক্তের নিকট মুখশুদ্ধি প্রার্থনা করিলে তিনি বস্ত্রের প্রান্তভাগে নিবদ্ধ একখণ্ড হরিতকী প্রদান করিলেন, ইহাতে প্রভু তাহাকে সঞ্চয়ী বলিয়া নিজ সঙ্গী করেন নাই; আর অদ্য সেই প্রভু অশ্বগজসৈন্যাদি সমভিব্যাহারে স্নানার্থে আগত ঘোর বিষয়ী রামানন্দকে আলিঙ্গনজন্য অস্থির হইয়াছেন।

রামানন্দ গোদাবরী ঘাটে স্নান, তর্পণ, পূজাদি সমাপনপূর্ব্বক জপ-মালাধারী জনৈক সন্ন্যাসীকে তীরে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন। বহু সন্ন্যাসিদর্শনে অনাকৃষ্টমন রামানন্দ প্রভুকে দর্শন মাত্রেই বিচলিত হইলেন। তাঁহার সুন্দর প্রশান্ত বদনমণ্ডল, আপিঙ্গল-

তোমার দর্শনে তাহাদের মন দ্রবীভূত হইয়াছে, সকলেই 'হরে কৃষ্ণ' নাম গ্রহণ করিতেছে। প্রভো! তোমাতে সকলই ঈশ্বর লক্ষণ, এতাদৃশ অপ্রাকৃত গুণ কখন মনুষ্যে সম্ভব হয় না।"

প্রভু কহিলেন, "আমাকে কেন ঈদৃশ বাক্য প্রয়োগ করিতেছ? তুমি পরমভক্ত, তোমার সঙ্গী যে 'হরে কৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ করিবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি? সার্ব্বভৌমের তাৎপর্য্য আমি এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম। আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, আমার কঠিন মন দ্রব করিবার নিমিত্ত তোমার আশ্রয়ে পাঠাইয়াছেন।"

এইরূপে উভয়ে উভয়ের স্তুতি করিতেছেন, ইত্যবসরে একজন ব্রাহ্মণ করযোড়ে প্রভুকে ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করিল। প্রভু তাহার নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া রামানন্দ রায়কে কহিলেন, "তোমার মুখে কৃষ্ণকথা শুনিবার আমার বড় ইচ্ছা, এজন্য পুনর্ব্বার দর্শনকামনা করি।" রামানন্দ কহিলেন, "স্বামিন্! আমি অতি পামর ও পাপিষ্ঠ, তুমি আমার উদ্ধার সাধনার্থে যখন আগমন করিয়াছ, তখন দিন কয়েক থাকিয়া আমার কলুষিত মনকে পরিমার্জ্জিত করিয়া দেও।" অতঃপর প্রভু ব্রাহ্মণ-বাটী গমন করিলেন, রামানন্দ তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন।

গৃহে গমন করিয়াও রামানন্দ শান্তি পাইলেন না, প্রভুকে দেখিবার লালসা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী হইল; এজন্য সন্ধ্যা সমাগত হইলেই তিনি সামান্য পরিচ্ছদ ধারণপূর্ব্বক একজন ভৃত্য সমভিব্যাহারে ব্রাহ্মণ-বাটী প্রভুর নিকট গমন করিলেন। সেখানে সমস্ত রাত্রি কৃষ্ণ কথায় অতিবাহিত করিয়া বাটী আইসেন। এই প্রকারে কয়েক দিবস কাটিয়া গেল। রামরায় প্রভুর সহিত কৃষ্ণ কথায় প্রেমে উন্মত্ত হইতে লাগিলেন। তিনি প্রথমে প্রভুকে কৃষ্ণভক্ত সন্ন্যাসী বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। ক্রমেই তাঁহার ধারণা হইল, ইনি সামান্য সান্ন্যাসী নহেন। তখন তিনি প্রভুকে জানাইলেন, "প্রভো! তুমি যদি আমার উপর কৃপা করিয়া দর্শন দিয়াছ

তখন নিবেদন, আর দিন কয়েক এখানে থাকিয়া আমার সমল মনকে নির্ম্মল করিয়া দেও।" প্রভুও উত্তরে কহিলেন, "কয়েক দিবস কেন, আমি যাবৎ প্রাণ ধারণ করিব তাবৎ তোমার সান্নিধ্য ত্যাগ করিতে সমর্থ হইব না।"

রামরায় এই প্রকারে সমস্ত রাত্রি প্রভুর সহিত কৃষ্ণ কথায় নিমগ্ন থাকেন ও দিনে রাধা কৃষ্ণের ধ্যান করিয়া থাকেন। একদিবস দিবাভাগে ধ্যানে বসিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়চক্ষু উন্মীলিত হইলে তিনি যে বৃন্দাবন ও বৃন্দাবনের পরিকর সহ রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি দেখিতেছিলেন, তাহা সহসা অন্তর্হিত হইল। কাতরহৃদয়ে তিনি সেই বৃন্দাবন মাঝে রাধাকৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতে করিতে রাধাকৃষ্ণ দেখিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ এখন আর বিভিন্ন ভাবে অবস্থিত নহেন। তিনি দেখিলেন, কৃষ্ণ রাধার অঙ্গে প্রবিষ্ট হইতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলেন, কৃষ্ণ সম্যক অন্তর্হিত হইয়া গৌরবর্ণ এক সন্ন্যাসী হইলেন। তখন তাঁহার দিব্য জ্ঞান হইল যে, এ সন্ন্যাসীটী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ রাধার অঙ্গদ্বারা আবৃত। তিনি তখন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া চিনিলেন যে, ইঁহারই সহিত তিনি প্রতিদিন কৃষ্ণ কথায় সমস্ত রাত্রি যাপন করেন।

তিনি পুনঃ পুনঃ রাধাকৃষ্ণের ধ্যান করিয়াও যখন গৌরমূর্ত্তি অবলোকন করিতে লাগিলেন, তখন তিনি ভাবিলেন—

"অন্তর্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়।
বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হৃদয়॥"

রাম রায় বুঝিলেন গৌরচন্দ্র মুখে কিছু ব্যক্ত না করিয়া তাঁহার হৃদয়ে আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। তিনি তখন আনন্দে নিমগ্ন হইলেন।

রামরায় গৌরাঙ্গের আশ্রয় গ্রহণার্থে বিব্রত হইলেন। সন্ধ্যা সমাগত হইলেই তিনি দৌড়িয়া গিয়া গৌরচন্দ্রের চরণে নিপতিত হইয়া কহিলেন, "প্রভো! সেবককে আর কেন পরীক্ষা করিতেছ? আমি

কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোককে আরোগ্য করেন। দেওঘর হইতে শিবানী নগর অতিক্রম করিয়া চণ্ডীনগরে চণ্ডীদেবীর আরাধনা করিলেন। অতঃপর রায়পুর দিয়া বিদ্যানগরে রামানন্দ রায়ের সহিত মিলিত হইলেন। প্রভু রামানন্দ রায়কে নীলাচলে গমনের অনুরোধ করিলে রামানন্দ তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া কহিলেন, "প্রভো, আমি রাজার নিকট বিদায় লইয়াছি, এক্ষণে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিন-দশেকের মধ্যেই তোমার সহিত নীলাচলে মিলিব।" তখন প্রভু নীলাচল অভিমুখে গমন করিলেন। গমন কালে সম্বলপুর, ভ্রমরা, দাসপাল প্রভৃতি নগর উদ্ধার করিয়া রসাল কুণ্ডে উপনীত হইলেন। এই স্থানে কোন মেড়ুয়া ব্রাহ্মণপুত্র প্রভুস্পর্শে পরম-ভক্ত হইয়াছিলেন, এজন্য তাহার পিতা প্রভুকে প্রহারোদ্যত হয়। পরে পুত্রের অনুরোধে প্রভু তাহাকেও উদ্ধার করিয়া ঋষিকুল্যা নামক স্থান দিয়া আলালনাথে উপনীত হইয়া ভৃত্যদ্বারা নীলাচলে সংবাদ পাঠাইলেন।

প্রভু যখন এই আলালনাথে নীলাচলের ভক্ত নিত্যানন্দ, সার্ব্বভৌম, মুকুন্দ, গোপীনাথ প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ ভ্রমণের জন্য যাত্রা করেন, তখন তাঁহারা অচেতনাবস্থায় সমস্ত দিন তথায় পড়িয়া থাকেন। পরদিবস প্রভাতে প্রভুর আজ্ঞাক্রমে তাঁহারা বলশূন্য, উৎসাহশূন্য, ও হৃদয়শূন্য হইয়া নীলাচলে প্রস্থান করিয়াছিলেন। দশমী দিবসে প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া শূন্যগৃহে প্রত্যাগত হইলে লোকে যেরূপ নিরানন্দ হয়, নিত্যানন্দ প্রভৃতিও তদ্রূপ নিরানন্দে নীলাচলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে তাঁহাদের কেবল প্রভুর চিন্তা। ঘোলপানে যেমন দুগ্ধের লালসা নিবৃত্তি হয় না, তদ্রূপ নীলাচলচন্দ্রকে দেখিয়াও তাঁহাদের প্রভুদর্শন লিপ্সার নিবৃত্তি হইল না। প্রভুর বিরহে তাঁহাদের আর গৌরব নাই, আদর নাই, সুখ নাই, তেজ নাই। ভর্তৃ-বিরহিত অঙ্গনার যেমন কোন বিষয়ে রুচি থাকে না, কেবল জীবন রক্ষার্থে চারিটী অন্ন গ্রহণ করেন,

তাঁহাদেরও তাদৃশ আর কীর্ত্তনামোদ প্রভৃতি কোন বিষয়ে রুচি নাই, কেবল জীবন ধারণের জন্য আহার করিয়া সকলে একত্র উপবেশনপূর্ব্বক প্রভুর কথাই বলেন এবং গলা ধরাধরি করিয়া ক্রন্দন করেন।

সার্ব্বভৌম অল্পদিন মাত্র প্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বিরহে একান্ত অধীর হইয়া নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ সহ প্রভুর কথা বার্ত্তায় মনকে সান্ত্বনা দান করেন। কথায় বলে, দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা কেহ বুঝিতে পারেন না। প্রভুও যতদিন নীলাচলে ছিলেন ততদিন তাঁহার গৌরব তাদৃশ প্রকাশ পায় নাই, কেহ বা পাগল, কেহ বা উন্মত্ত বলিয়া তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু তিনি নীলাচল হইতে প্রস্থান করিলে তাঁহার মহিমাসূর্য্য চতুর্দ্দিকে কিরণ বিস্তার করিতে লাগিল। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সন্ন্যাসিবেশ ধারণপূর্ব্বক নীলাচলে আগমন করিয়া সার্ব্বভৌমকে কৃপা করিয়া পুনঃ অদর্শন হইয়াছেন, এই কথা চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইল। বহুতর লোক তখন প্রভুর দর্শনাভিলাষী হইয়া সার্ব্বভৌমের শরণা লইল।

রাজা প্রতাপরুদ্রও এই সংবাদ শ্রবণে সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া সার্ব্বভৌমকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মুসলমানগণসহ অনবরত সমর-নিযুক্ত রাজা প্রতাপরুদ্র কি নিমিত্ত পণ্ডিত প্রবরকে অসময়ে আহ্বান করিয়াছেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। এজন্য ভয়ব্যাকুলচিত্তে সার্ব্বভৌম রাজদ্বারে উপনীত হইলেন। রাজা বিনয় সম্ভাষণ ও প্রণাম পুরঃসর পণ্ডিত প্রবরকে বসিবার আসন দিলেন। সার্ব্বভৌম উপবেশন করিলে রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, "শুনিলাম এক মহাপুরুষ নীলাচলে আগমন করিয়াছেন, তিনি বড় প্রতাপান্বিত ও কৃপালু। তাঁহাকে অনেকে নাকি সচল জগন্নাথ বলিয়া থাকে এবং তিনি নাকি তোমার প্রতি বড় কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন? এমন মহাপুরুষ যদি আসিয়াছিলেন, তুমি আমাকে দেখাইলে না কেন?"

ভট্টাচার্য্য কহিলেন, "মহারাজ! যাহা শুনিয়াছেন, তাহা সবই সত্য। গৌড় দেশ হইতে গৌরাঙ্গ নামে এক মহাপুরুষ আসিয়াছিলেন। তিনি সম্প্রতি দক্ষিণ ভ্রমণার্থে গমন করিয়াছেন। আমাকে কাঙ্গাল দেখিয়া তিনি আমার কলুষিত মনকে শুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু আপনার সহিত তাঁহার দর্শন অঘটনীয়। কারণ তিনি সন্ন্যাসী; নির্জ্জনে বসিয়া জপ করেন। আর তাঁহারা কখন রাজদর্শন করেন না। রাজ-দর্শন তাঁহাদের ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ।

রাজা। যদি জানিতে পারিলে যে, তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তবে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে কেন?

ভট্টা। তীর্থ পবিত্র করা তাঁহার এক লীলা, তীর্থ পবিত্রীকরণচ্ছলেই তিনি সংসারিক লোকসমূহ নিস্তার করেন। তাঁহাকে নীলাচলে রাখিবার জন্য যত্ন করিয়াছিলাম। তাঁহার চরণে ধরিয়া কত অনুনয় করিয়াছি, কিন্তু তিনি আমার কথা রাখিবেন কেন? তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর। সর্ব্বজীব-রক্ষা-সাধনই তাঁহার কার্য্য।

রাজা। তুমি যখন তাঁহাকে ঈশ্বর বলিতেছ, তখন আমারও সেই বিশ্বাস। তিনি পুনরায় আগমন করিলে আমাকে দর্শন করাইও। তোমরা সকলে উদ্ধার হইলে, আর আমি রাজা বলিয়া উদ্ধার হইব না?

ভট্টা। তিনি কৃপাময় আপনাকে দর্শন দিলেও দিতে পারেন। তিনি আগমন করিলে আমি তাঁহার নিকট আপনার কথা নিবেদন করিব। তিনি শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিবেন। তাঁহার অবস্থানের জন্য একটী নির্জ্জন প্রশস্ত স্থান আবশ্যক। শ্রীমন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইলেই ভাল হয়।

রাজা। তপন মিশ্রের বাটীতে প্রভুর স্থান নির্ণয় করিয়া দেও।

রাজা সার্ব্বভৌমকে বিদায় দিয়া প্রভু-দর্শন-লালসায় উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিলেন। সার্ব্বভৌম তপন মিশ্রকে রাজসংবাদ জ্ঞাপন করিলে তিনি

নামক জনৈক সন্ন্যাসী গঙ্গাতীরে আগমনপূর্ব্বক শচীদেবীর ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রভুর আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ নীলাচল গমনে অভিলাষী হইয়া প্রভুর জনৈক ভক্ত ব্রাহ্মণ কমলাকান্ত সমভিব্যাহারে নীলাচল প্রস্থান করিলেন। এদিকে অদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীবাস, বাসুদেব দত্ত, মুরারিগুপ্ত, শ্রীরাম, শ্রীধর, দামোদর প্রভৃতি প্রভুর আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শচীমাতার আজ্ঞানুসারে নীলাচল গমন করিতে উদ্যত হইলেন।

পুরুষোত্তম আচার্য্য নামে প্রভুর আর একটী ভক্ত ছিলেন। তিনি নবদ্বীপে প্রভুর প্রকাশের পর তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি ভক্তগণ সহ কীর্ত্তনানন্দে মিলিত না হইয়া একাকী নির্জ্জনে প্রভুর সেবা করিতেন। প্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ করিলে তিনিও উন্মত্তবৎ হইয়া বারাণসীধামে চৈতনানন্দ গুরুর নিকট সন্ন্যাসমন্ত্র গ্রহণ করিলেন। বেদান্ত পাঠ করিবার জন্য গুরুর আদেশ প্রাপ্ত হইয়াও তিনি শ্রীকৃষ্ণ চরিতামৃতে নিমগ্ন হইলেন। তিনি এই অবধি স্বরূপ নাম প্রাপ্ত হইয়া মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ বলিয়া পরিচিত হইলেন। স্বরূপ গুরুর আজ্ঞা গ্রহণান্তর নীলাচলে আগমন করিলেন। পণ্ডিতাগ্রগণ্য হইলেও স্বরূপের মুখে কথা নাই, কৃষ্ণরসতত্ত্ববিৎ, প্রেমের আধার, সঙ্গীতে গন্ধর্ব সম, শাস্ত্রে বৃহস্পতিতুল্য, এই স্বরূপ দামোদর কাশীমিশ্রের বাটীতে আসিয়া প্রভুপদে প্রণাম করিলেন। তিনি এই অবধি দাসরূপে প্রভুর সেবা করিতেন, স্ত্রীর ন্যায় তাঁহার সুখ দুঃখের ভাগী হইতেন ও মাতার ন্যায় প্রভুকে পালন করিতেন।

দামোদর (স্বরূপ) গৌরাঙ্গকে প্রণাম করিলে তিনিও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া উভয়েই প্রেমাবেশে অচেতন হইয়া পড়িলেন। ক্ষণ পরে চৈতন্যোদয় হইলে প্রভু তাঁহাকে কহিলেন, "তুমি আসিবে, তাহা আমি স্বপ্নে জানিতে পারিয়াছিলাম। তোমার অবিদ্যমানে আমি অন্ধবৎ

তাহাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে আসিয়াছেন। তাহাতে চর্ম্মাম্বর পরিধান দম্ভের লক্ষণ বুঝিতে পারিয়াও প্রভুর মধুর ভর্ৎসনায় লজ্জিত হইয়া মনে মনে বলিতেছেন, "প্রভো, ক্ষমা কর, আমি এক্ষণেই চর্ম্মাম্বর ত্যাগ করিতেছি।" অন্তর্যামী প্রভু তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া গদাধরকে ইঙ্গিত করিবামাত্র গদাধর কৌপীন ও বহির্ব্বাস আনিয়া দিলেন। ভারতী গোঁসাই চর্ম্মাম্বর ত্যাগ করিলে গৌরাঙ্গ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, তিনিও ভীত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। ব্রহ্মানন্দ অতঃপর প্রভুকে ভগবান্ বলিয়া জানিতে পারিয়া কহিলেন, "প্রভো, আপনি জীবশিক্ষার্থে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তজ্জন্য গুরুজনকে প্রণাম করিয়া জীবশিক্ষা দিতেছেন, কিন্তু আমার নিবেদন, আমাকে ওরূপ আর করিবেন না, আমি তাহাতে বড় ভয় পাই।" তখন সকলে পরস্পর প্রণাম আলিঙ্গনাদি করিলেন।

সকলের এইরূপ কথা বার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে দামোদর পণ্ডিত আসিয়া গললগ্নীকৃতবাসে ব্রহ্মানন্দকে ভিক্ষার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভুও তাঁহাকে একটী বাসা স্থির করিয়া দিলেন এবং তাঁহার সেবার জন্য একজন ভৃত্য দিলেন।

রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুদর্শনার্থ উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌমকে বিশেষ করিয়া অনুনয় করিয়াছেন যে, তুমি প্রভুকে বলিয়া আমাকে দর্শন দেওয়াইবে। ভট্টাচার্য্য প্রভুর অসম্মতিও জানাইয়াছেন, তথাপি প্রতাপরুদ্র তাহা বুঝেন না। তিনি বলেন, "প্রভুর অবতার পাপী-উদ্ধারার্থে। তিনি কি উড়িষ্যাধিপতি ব্যতিরেকে জগৎশুদ্ধ সকলকেই উদ্ধার করিবেন? আমি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত, আমি তাঁহার শরণাগত হইতেছি, কিন্তু তথাপি কি আমার উদ্ধার নাই?" ভট্টাচার্য্য রাজার আর্ত্তি দেখিয়া প্রভুকে বলিবেন মনে করেন, কিন্তু সাহস হয় না। অদ্য তিনি করযোড়ে প্রভুর নিকট বলিলেন, "প্রভো, আমার

একটী নিবেদন আছে, যদি অভয়দান করেন, তবে বলি।” প্রভু বলিলেন, “যোগ্য হয় করিব, আর যদি অযোগ্য হয়, করিব না।”

সার্ব্বভৌম বলিলেন,“প্রভো! রাজা প্রতাপরুদ্র তোমার সহিত মিলিবার জন্য বড় উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। এজন্য তিনি আমাকে বিস্তর সাধ্য সাধনা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে একবার দর্শন দেও। তুমি জগৎ উদ্ধার করিলে, তাঁহার প্রতি এত নির্দ্দয় হওয়া তোমার অযোগ্য।”

প্রভু কর্ণে হস্ত দিয়া কহিলেন,“সার্ব্বভৌম! তুমি কেন এরূপ অযোগ্য বচন বলিতেছ। সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজদর্শন ও স্ত্রীদর্শন বিষভক্ষণের তুল্য।”

সার্ব্বভৌম তথাপি কহিলেন, “রাজা জগন্নাথের সেবক ও ভক্তোত্তম, সুতরাং তাঁহাকে দর্শন দেওয়া দোষযোগ্য নহে।”

প্রভু কহিলেন, “তথাপি রাজা ও নারী এ উভয়ই ভিক্ষুকের পক্ষে কালসর্পাকার। বিষয়ী ব্যক্তি বা স্ত্রীর মূর্ত্তি পর্য্যন্ত ভিক্ষুককে দর্শন করিতে নাই। সুতরাং তুমি কি আমাকে শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে পরামর্শ দেও?”

সার্ব্বভৌম পুনরায় কি বলিবেন মনে মনে আন্দোলন করিতেছেন, ইতিমধ্যে প্রভু পুনরায় বলিলেন, “দেখ সার্ব্বভৌম, তুমি পণ্ডিত ও মাননীয় ব্যক্তি। তোমার অনুরোধ বার বার লঙ্ঘন করা উচিত নয়। তুমি ওরূপ জেদ করিলে আমাকে শ্রীক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে হইবে।” ভট্টাচার্য্য তখন করযোড়ে দোষ স্বীকার করিলেন এবং আর তাঁহাকে এ বিষয় লইয়া বিরক্ত করিবেন না, এইরূপ প্রতিশ্রুত হইলেন।

অনন্তর সার্ব্বভৌম রাজাকে পত্র দিলেন যে, প্রভুর অনুমতি হইল না। কিন্তু প্রভুর সম্প্রতি অনুমতি না হইলেও তিনি আশা শূন্য হন নাই, যেহেতু তিনি ভক্তবৎসল। আপনার যদি তাঁহার প্রতি একান্ত ভক্তি থাকে, তবে ইহা নিশ্চিত জানিবেন যে, প্রভু নিরাশ করিবেন না।

নিকট আসিয়া অবসর গ্রহণ করিলেন। রাজা রামরায়ের ধর্ম্মানুরাগে প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, "তুমি এখন হইতে বেতনের দ্বিগুণ অর্থ প্রাপ্ত হইবে এবং কার্য্য হইতে অবসর লইয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রভুর চরণসেবা করিও।" অনন্তর রাজা রামরায়ের সহিত নীলাচলে আগমন করিলেন। রাজা প্রতি বৎসরই স্নান যাত্রার দুই তিন দিবস পূর্ব্বে নীলাচলে আগমন করিয়া থাকেন। পুরীতে আগমন করিয়াই রাজা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ডাকিতে বলিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শনে গমন করিলেন। রামানন্দ রায় পুরী আসিয়াই রাজার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক প্রভুসকাশে গমন করিলেন। তিনি প্রভুর নিকট আসিয়াই তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তখন প্রভু ও রামানন্দ উভয়ে গলাধরাধরি করিয়া রোদন করিলেন। ভক্তগণ রামানন্দ-সহ প্রভুর আত্মীয়তা দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন, অনেক কথাবার্ত্তার পর রামানন্দ অন্নদাতা প্রতাপরুদ্রের কথা উত্থাপন করিয়া কহিলেন, "প্রভো! তুমি আমার নিকট হইতে নীলাচলে আগমন করিলে আমি রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া কার্য্যে অবসর চাহিলাম, কারণ জিজ্ঞাসিলে কহিলাম, 'যাবৎ জীবন থাকিবে, আমি প্রভুর চরণ সেবা করিয়াই অতিবাহিত করিব।' আমি এই কথা বলিবামাত্র রাজা চঞ্চলচিত্তে আমাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, 'তুমিই ধন্য, কারণ তুমি প্রভুর প্রেম প্রাপ্ত হইয়াছ, আমি ছার, তাহা পাইবার যোগ্য নই। তোমার বেতনের দ্বিগুণ তুমি প্রাপ্ত হইবে, সুতরাং তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া তাঁহার ভজনা কর। তাঁহাকে যে ভজনা করে তাহারই জীবন সার্থক। তিনিই ব্রজেন্দ্রনন্দন, পরম কৃপালু, অবশ্য কোন না কোন জন্মে আমাকে দর্শন দিবেন। তাঁহাতে তোমার যে প্রেম আর্ত্তি দেখিলাম, তাহার কণামাত্রও আমাদের হৃদয়ে নাই'।" প্রভু শুনিয়া বলিলেন, "তুমি প্রধান কৃষ্ণভক্ত। যে তোমাকে প্রীতি করে, সেই ভাগ্যবান্; রাজার যখন তোমার প্রতি এরূপ প্রীতি, তিনি অবশ্যই কৃষ্ণের কৃপাভাজন হইবেন।"

উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট লইয়া গেলেন। রাজকুমারকে দর্শন করিয়া প্রভুর শ্যামসুন্দরের স্মৃতি উদিত হইল। প্রভু রাজকুমারকে ভাগ্যবান্ বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। আলিঙ্গনমাত্র রাজকুমার প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রভু তাহাকে শান্ত করিয়া প্রত্যহ তাঁহার নিকট আগমন করিবার আদেশ দিয়া বিদায় করিলেন। পুলকিতাঙ্গ প্রেমোন্মত্ত রাজকুমারকে অবলোকন করিয়া রাজাও আলিঙ্গন করিলেন। রাজাও তৎক্ষণাৎ পুত্রের আনন্দের অংশ প্রাপ্ত হইলেন এবং প্রভুর প্রতি তাঁহার অনুরাগ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

-ঃ-*-ঃ-

নবদ্বীপের ভক্তগণের পুরী আগমন।

প্রভুর দক্ষিণদেশ হইতে নীলাচলে আগমন-বার্ত্তা লইয়া কৃষ্ণদাস নবদ্বীপ গমন করিয়াছে। শচীর সম্মুখে কৃষ্ণদাস প্রভুদত্ত মহাপ্রসাদ স্থাপন করিল। শচী দুই বৎসর কাল পুত্রবিরহানলে দগ্ধ হইতেছিলেন, এক্ষণে পুত্রের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হইলেন। তাঁহার আনন্দ এই যে, তাঁহার পুত্র জীবিত আছেন এবং সেই পুত্র স্নেহময়ী মাতাকে স্মরণ করিয়া জগন্নাথদেবের প্রসাদ পাঠাইয়াছেন। যিনি স্বয়ং জগন্নাথ, তিনিই স্বহস্তে জগন্নাথদেবের প্রসাদ পাঠাইয়াছেন—ইহা কি দুর্লভ বস্তু! বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীও বুঝিতে পারিলেন যে, স্বামিসংবাদ শ্রবণে তাঁহার হৃদয় আনন্দপূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার আনন্দ এই যে, তাঁহারই গৌরচন্দ্র যদিও এক্ষণে তাঁহার নিকটে নাই, তথাপি তিনি যাহাদের নিকটে আছেন, তাহাদিগকে সুখী করিতেছেন ও কত লোক তাঁহার দর্শনে উদ্ধারলাভ করিতেছে।

মুহূর্ত্তমধ্যে প্রভুর আগমনসংবাদ নবদ্বীপের সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইল। প্রভুর বাটী অমনি লোকে লোকারণ্য হইল। সকলেরই হৃদয়ে প্রভুদর্শনেচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। প্রভু এথান হইতে বিংশতি দিনের পথ নীলাচলে অবস্থিতি করিতেছেন। এই প্রখর জ্যৈষ্ঠকিরণে দূরদেশে

নবদ্বীপের ভক্তগণ সহ মিলিত হইলেন। অদ্বৈত প্রভুর চরণ বন্দনা করিলে প্রভু তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন। তৎপরে শ্রীবাসাদি সকলে চরণ বন্দনা করিলে প্রভু প্রত্যেককে আলিঙ্গন করিয়া গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। গৃহাভ্যন্তরে প্রভু প্রত্যেককে সাদর সম্ভাষণ করিলেন। যাহার সঙ্গে প্রভুর পরিচয় নাই, যাহাকে তিনি কখন দেখেন নাই, তাহাকে চিরপরিচিতের ন্যায় নাম গ্রহণপূর্ব্বক সম্ভাষণ করিলেন। প্রভু সকলকে আলিঙ্গন করিলে তাহাদের পথকষ্ট দূরীভূত হইল।

ইতিমধ্যে কাশীমিশ্র ও তুলসী পড়িছা আগমনপূর্ব্বক করযোড়ে প্রভুকে নিবেদন করিলেন, "মহারাজের আজ্ঞাক্রমে সকল বৈষ্ণবের স্থান নির্দ্ধারিত করিয়াছি, আজ্ঞা পাইলে তাঁহাদিগকে লইয়া বাসায় দিই।" প্রভু গোপীনাথকে সঙ্গে দিয়া ভক্তগণকে বাসায় পাঠাইলেন এবং বলিয়া দিলেন, "সমুদ্র-স্নানান্তে চূড়াদর্শন করিয়া এখানে আসিয়া মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিও।"

ভক্তগণ চলিয়া গেলে প্রভু, কাশীমিশ্রের ফুলবাগানে যে একখানি কুটীর আছে, তাহাই ভিক্ষা করিলে কাশীমিশ্র কহিলেন, "প্রভো, আমরাই আপনার, আপনার যাহা ইচ্ছা গ্রহণ করিতে পারেন।" অনন্তর তিনি হরিদাসকে আনয়নার্থ গমন করিলেন। এই হরিদাস মুসলমান ছিলেন বলিয়া প্রভুর মন্দিরে গমন করেন নাই। প্রভু তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে হরিদাস ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। প্রভু আলিঙ্গন করিতে গেলে হরিদাস পশ্চাৎপদ হইয়া কহিলেন, "প্রভো, এ অধম পামরকে স্পর্শ করিবেন না, আমি আপনার স্পর্শযোগ্য নহি।" প্রভু তখন কহিলেন, "যে ব্যক্তি প্রত্যহ লক্ষ নাম জপ করে, সে কখন অস্পৃশ্য হয় না। আমি নিজে পবিত্র হইবার জন্য তোমাকে স্পর্শ করিতেছি," এই বলিয়া প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ফুলবাগানে সেই কুঁড়ের

মধ্যে বাসা দিলেন, কহিলেন, "এই তোমার ঘর, এখানে বাস করিয়া নাম কীর্ত্তন কর। আমি প্রত্যহ তোমার সহিত মিলিব, আর তোমার জন্য মহাপ্রসাদ পাঠাইব।"

প্রভুর বাসায় বহুবিধ প্রসাদ আসিয়াছে। ভক্তগণ যে যাহার বাসায় দ্রব্যাদি রাখিয়া সমুদ্রস্নান ও চূড়াদর্শনপূর্ব্বক প্রভুর নিকট আগমন করিলেন। প্রভুর আনন্দের আর সীমা নাই। নদীয়ার ভক্তগণ অধিকাংশই তাঁহার ক্রীড়াসহচর। তাঁহারা সকলেই অদ্য প্রভুর অতিথি।' প্রভু স্বহস্তে পাতা পাতিতেছেন, পরিবেশন করিতেছেন, ভক্তগণকে হাত ধরিয়া ধরিয়া আহারে বসাইতেছেন, কিন্তু কেহ আহার করিতেছেন না। তখন নিত্যানন্দ কহিলেন,"প্রভো! ভক্তগণ সকলে হাত তুলিয়া বসিয়া আছেন, আপনি না বসিলে কেহ আহার করিবেন না।" তখন কাজেই প্রভু নিত্যানন্দকে লইয়া বসিলেন। স্বরূপ, জগদানন্দ ও দামোদর পরিবেশন করিলেন। প্রভু ইত্যগ্রেই গোবিন্দকে দিয়া হরিদাসের জন্য প্রসাদ পাঠাইয়াছেন। সকলের আহার হইলে ভক্তগণ যে যাহার বাসায় গিয়া শয়ন করিলেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে রামানন্দ প্রভুর নিকট আগমন করিলেন। তিনি ভক্তগণের পরিচিত নন বলিয়া অগ্রে আইসেন নাই। তাঁহার সহিত প্রভুর আত্মীয়তা দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইলেন। ভক্তগণও এই সময়ে খোল, করতাল, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্রাদি সহ প্রভুর নিকট আসিয়াছেন। প্রভু সকলকে সঙ্গে লইয়া মন্দিরে ধূপ আরতি দর্শন করিলেন। প্রভু ভক্তগণকে চারি সম্প্রদায়ে বিভাগ করিলেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে দুইটী খোল ও আটটী করতাল। এক সম্প্রদায়ের কর্ত্তা নিত্যানন্দ, দ্বিতীয়ের অদ্বৈত, তৃতীয়ের শ্রীবাস ও চতুর্থের বক্রেশ্বর। তুলসী পড়িছা জগন্নাথের আজ্ঞাস্বরূপ মালা চন্দন দিয়া গেলে প্রভু মন্দিরের চারি ধারে চারি সম্প্রদায় স্থাপিত করিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

আদেশক্রমে তুলসী পড়িছা ভারে ভারে মহাপ্রসাদ দিয়া গিয়াছিল। সকলে ভোজন সম্পন্ন করিয়া যে যাহার বাসায় গমন করিলেন।

পরদিন প্রত্যূষে নবদ্বীপ ও নীলাচলের ভক্তগণ লইয়া প্রভু শ্রীমন্দির মার্জ্জনা করিতে গমন করিলেন। পূর্ব্ব হইতে তুলসী পড়িছাকে বলিয়া বহুতর ঘট ও সম্মার্জ্জনী মন্দিরে রক্ষিত হইয়াছে। প্রভু মন্দিরে গমনপূর্ব্বক প্রত্যেক ভক্তকে মাল্য চন্দনে ভূষিত করিলেন। তৎপরে সকলে মিলিয়া মন্দির সম্মার্জ্জন ও ধৌত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঈদৃশ কার্য্য, ভক্তির উদ্রেক হয় বলিয়াই, প্রভুর সম্মত ছিল। মহারাজ প্রতাপরুদ্র শ্রীজগন্নাথের নীলাচল হইতে সুন্দরাচল গমনকালে স্বুবর্ণসম্মার্জ্জনী দ্বারা পথ পরিষ্কার করিতেন। প্রভু মন্দির পরিষ্কার আরম্ভ করিলে ভক্তগণ ভক্তিরসে প্লাবিত হইলেন। সর্ব্বাপেক্ষা প্রভু অধিক উৎসাহে কার্য্য করিয়া সকলকে কার্য্যে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। মন্দির সম্মার্জ্জিত হইলে সকলে ঘট লইয়া জল আনয়নপূর্ব্বক মন্দির, ভোগগৃহ প্রভৃতি সর্ব্বস্থান ধৌত করিলেন। কেহ বা জল আনয়ন করিয়া প্রভুর পদধৌত করিয়া সেই জল পান করিলেন। সময়ে সময়ে উৎসাহবর্দ্ধক উচ্চ হরিধ্বনি করিতেছেন। এইরূপে মন্দির ধৌত হইলে সকলে আপন আপন বসনদ্বারা জল মুছিয়া ফেলিলেন। মন্দির ধৌত হইলে প্রভু উদ্দাম নৃত্য করিলেন। তৎপরে সকলে একত্র হইয়া সরোবরে ঝম্প প্রদানপূর্ব্বক জলক্রীড়া করিলেন। স্নানান্তে সকলে উপবনে প্রবেশ করিলেন। মহারাজের আদেশানুসারে তথায় পাঁচশত লোকের উপযোগী প্রসাদান্ন রক্ষিত হইয়াছে। বনভোজন প্রভুর বড় ভাল লাগিত, তাই অন্য সকল বর্ণের লোক একত্র হইয়া বনভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। মধ্যস্থানে প্রভু, দক্ষিণে সার্ব্বভৌম, তাহার পর পুরী, ভারতী এবং তৎপরে অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ বসিয়াছেন। ইঁহাদের দুইজনের কোন্দল দেখিতে সকলেই ভাল বাসিত, এজন্য সকলে যুক্তি করিয়া

এজন্য ঐ পঞ্চদশ দিবস কেহই তাঁহার দর্শন পায় না। এই পঞ্চদশ দিবস পরে তিনি সকলের নেত্রগোচর হন। এজন্য প্রভু জগন্নাথ দর্শনে গমন করিলেন। প্রভু আনন্দে বিহ্বল হইয়া দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিলেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—–—ঃ-*-ঃ—–—

পুরীতে রথযাত্রা ও প্রতাপরুদ্রের উদ্ধার।

জগন্নাথ দেবের নেত্রোৎসব হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তিনি লক্ষ্মী দেবীর অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক রথারোহণে নীলাচল পরিত্যাগ করিয়া সুন্দরাচলে গমন করিবেন। তথায় সপ্তদিবস শ্রীরাধিকার সহিত বিহার করিয়া পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাগমন করিবেন। রথযাত্রার দিবস প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া নিমাই ভক্তগণসহ স্নান সমাপন করিলেন। তৎপরে সকলে একত্র হইয়া পাণ্ডুবিজয় দর্শনে গমন করিলেন। এবার গৌরাঙ্গের প্রীতির জন্য রাজাজ্ঞায় রথখানি বিবিধ প্রকারে সজ্জীকৃত করা হইয়াছে, দূর হইতে দর্শন করিলে যেন একখানি সুবর্ণমণ্ডিত রথ বলিয়া প্রতীতি জন্মে। শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত বিবিধ বর্ণের পতাকা প্রতি চূড়াগ্রে উড্ডীন হইতেছে। প্রতি চূড়ায় এক একটী ঘণ্টা নিবদ্ধ হইয়াছে। রথ বেষ্টন করিয়া চতুর্দ্দিকে বাদ্যধ্বনি হইতেছে। মহা বলিষ্ঠ সেবকগণ জগন্নাথ দেবের শ্রীপদ ও কোটীদেশ ধারণ করতঃ তাঁহাকে রথারোহণ করাইল। শ্বেতবালুকাপূর্ণ পথের উপর দিয়া রথ চলিল। এই পথের উভয় পার্শ্বে পুষ্পোদ্যান। বেল, মল্লিকা প্রভৃতি পুষ্পগন্ধে সে পথ সর্ব্বদাই আমোদিত। উড়িষ্যাধিপতি প্রতাপরুদ্র স্বয়ং সুবর্ণময় সম্মার্জ্জনী হস্তে লইয়া পথ পরিষ্কার করিতেছেন ও চন্দন জলের ছড়া দিতেছেন। মহাপ্রভু রাজাকে এতাদৃশ

দক্ষিণে সরিয়া দেখিতেছেন, কিন্তু তথাপি বিফলপ্রযত্ন হইতেছেন। অমাত্য-বরের ইহা সহ্য হইল না। তিনি শ্রীবাসকে বলপূর্ব্বক সরাইতে গেলেন। শ্রীবাস অমনি কুপিত হইয়া হরিচন্দনের গালে সজোরে এক চপেটাঘাত করিলেন।

হরিচন্দন রাজ-অমাত্য। বিদেশী ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক এইরূপে অপমানিত হইয়া তিনি ক্রোধসহকারে শ্রীবাসকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। রাজা গৌরাঙ্গ-প্রেমে বিভোর, সুতরাং তাঁহার পার্ষদগণ এক্ষণে রাজার নিকট বড় প্রিয়, এজন্য তিনি প্রহারোদ্যত হরিচন্দনের হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, "তুমি কাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছ, উনি যে প্রভুর গণ। তুমি বড় ভাগ্যবান্, তাই উঁহার শ্রীহস্তের প্রসাদ পাইয়াছ। আমি পাইলে আমিই আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে করিতাম।" হরিচন্দন কাজেই ক্ষান্ত হইলেন।

প্রভু নৃত্য করিতেছেন। তিনি এমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছেন যে, তাঁহার নয়নবিগলিত অশ্রুধারা মৃত্তিকায় পতিত না হইয়া চতুর্দ্দিকে ভক্ত ও দর্শক মণ্ডলীকে অভিষিক্ত করিতেছে। এইরূপ নৃত্য করিতে করিতে প্রভু এবার রাজার সন্নিকটে ঘোর মূর্চ্ছাভিভূত হইয়া পতিত হইলেন। প্রভুর প্রতি রাজার এক্ষণে প্রগাঢ় আসক্তি জন্মিয়াছে। তিনি সার্ব্বভৌম ও রামানন্দের নিকট শ্রবণ করিয়াই প্রভুর ভগবত্তায় বিশ্বাস করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ ভগবান্ বলিয়া জানিয়াছেন, সুতরাং প্রভুর এতাদৃশ দারুণ পতনে যে রাজা মনঃকষ্ট পাইবেন, তাহার আর বিচিত্রতা কি? প্রভু পতিত হইবামাত্র রাজা তাঁহাকে ধরিলেন। প্রভু যখন ভক্তিভাবে উদ্দাম নৃত্য করিতেন, তখন স্বরূপ ও নিত্যানন্দ ব্যতিরেকে কেহই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সাহসী হইতেন না। রাজা প্রভুর পতনে মনে ব্যথা পাইয়া তাঁহাকে ধরিলেন। ঘোর মূর্চ্ছাপন্ন হইলেও বিষয়ীস্পর্শে প্রভুর চৈতন্য হইল। চক্ষুরুন্মীলন করিয়াই বলিলেন,

"এ কি হইল? আমাকে কোন বিষয়ী লোক স্পর্শ করিয়াছে।" এই বলিয়া প্রভু অন্যত্র গমন করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

রাজা নিজজনগণ মধ্যে প্রভু কর্তৃক অপমানিত হইয়াও তাহাতে অপমান জ্ঞান করিলেন না। বরং তিনি দারুণ দুঃখানলে দহ্যমান হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী রামানন্দ ও সার্ব্বভৌম সন্নিধানে রোদন করিয়া কহিলেন, "ভট্টাচার্য্য! আমার ভাগ্যে যখন প্রভুকৃপা পাইলাম না, তখন আর আমার বাঁচিয়া থাকার ফল কি?" সার্ব্বভৌম তখন রাজাকে প্রবোধদান করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! আপনার প্রভুর প্রতি যে ভক্তি, তাহাতে মলিনতা কি কপটতা নাই, থাকিলে আপনি প্রভু কর্ত্তৃক এই অপমান সহ্য করিতে পারিতেন না। আপনি প্রভুর কৃপা প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত হইয়াছেন বলিয়াই আপনার অপমান বোধ নাই। ইহা প্রভুর পরীক্ষা মাত্র। সুতরাং প্রভুকে আপনি আর ছাড়িবেন না। আবার তাঁহার চরণে শরণ লউন। আপনি জগজ্জনকে দেখান যে, আপনি রাজা হইলেও তাঁহার দাস ও ভক্ত; তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রভু আপনার নিকট ঋণী হইবেন।" সার্ব্বভৌম-বাক্যে আশ্বস্ত রাজা পুনরায় প্রভুর নৃত্য দেখিতে মনোযোগী হইলেন। প্রভুর আর এক্ষণে উদ্দাম নৃত্য নাই, তিনি গোপীভাবে মধুর নৃত্য করিতেছেন। এ নৃত্য দেখিতে সকলেরই নয়নে জল আইসে। প্রভু নিজকে রাধা ভাবিতেছেন ও ভক্তগণকে গোপী ভাবিতেছেন। রাধাভাবে তিনি একদৃষ্টিতে রথোপরি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতেছেন। নয়নে নয়ন মিলিত হইলেই যেন সলজ্জভাবে বদন অবনত করিতেছেন। কখন বা শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁহাকে ধরিতে আসিতেছেন, এই ভাবে স্মেরানন হইয়া নাচিতে নাচিতে পশ্চাৎ যাইতেছেন। আবার নাচিতে নাচিতে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের গলদেশে মালতীমালা পরাইবার বাসনা হইল। হস্তে যে জপমালা ছিল তাহাই মালতীমালা-জ্ঞানে অঙ্গুলীতে ধারণপূর্ব্বক ঘুরাইতে ঘুরাইতে শ্রীকৃষ্ণের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। অমনি মালাছড়াটী রথস্থ শ্রীকৃষ্ণের

অতঃপর রাজা উপবন হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক প্রভু ও ভক্তগণের নিমিত্ত বিবিধ উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী সমন্বিত ভোগ পাঠাইয়া দিলেন। প্রভুও ভক্তগণ তদ্দ্বারা পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করিয়াও দেখিলেন যথেষ্ট দ্রব্যাদি উদ্বৃত্ত হইয়াছে, তখন কাঙ্গালি ডাকিয়া কাঙ্গালি ভোজন করাইলেন। সহস্রেক কাঙ্গালি পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করিতেছেন, এমন সময়ে প্রভু যতই হরিবোল বলিতে লাগিলেন, ততই সেই সহস্রেক কাঙ্গালিকণ্ঠনিঃসৃত হরিধ্বনিতে উপবন কম্পিত হইতে লাগিল।

প্রভুর কৃপাভাজন হইয়া রাজা মহানন্দে স্নান ভোজনাদি করিবার জন্য গৃহে গমন করিয়াছেন। ইতিমধ্যে অপরাহ্ণে সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন যে, রথ চলিতেছে না। স্বত্বাধিকারীর কোন গুরুতর অপরাধ না হইলে রথ কখন অচলের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকে না। রাজা এই সংবাদ শ্রবণ করিয়াই রথ-সন্নিধানে উপনীত হইলেন এবং বিশিষ্ট বিশিষ্ট বলবান্ পাইক বাছিয়া রথ চালনে নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু রথ অচলের ন্যায় অটল রহিল। যে পথ দিয়া রথ এতাবৎ সরলভাবে নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিয়াছে, সেই রথ অকস্মাৎ কেন অচল হইল স্থির করিতে না পারিয়া ভাবনাকুল চিত্তে বড় বড় হস্তী আনাইয়া রথে জুড়িয়া দিলেন। কিন্তু রথ পূর্ব্ববৎ অচল রহিল। তখন মাহুতগণের অঙ্কুশাঘাতে হস্তীগণ চীৎকার করিতে করিতে যথা সাধ্য চেষ্টা করিল, কিন্তু সে চেষ্টাও বিফল দেখিয়া রাজা পথিপার্শ্বে গণসহ দণ্ডায়মান প্রভুর দিকে কাতর দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিলেন। প্রভু তৎক্ষণাৎ নয়নভঙ্গী দ্বারা রাজাকে আশ্বাসদান করিয়া গণসহ অগ্রবর্ত্তী হইলেন। রথের রজ্জু ভক্তগণের হস্তে দান করিয়া স্বয়ং প্রভু রথের পশ্চাদ্ভাগে স্বীয় মস্তকারোপণপূর্ব্বক ঠেলিতে লাগিলেন। রথ ঘর্ঘরশব্দে অগ্রসর হইল। তখন লক্ষ লক্ষ লোক "জয় গৌরচন্দ্র, জয় কৃষ্ণচৈতন্য" রবে জয় ঘোষণা করিতে লাগিল। রাজাও প্রভুর মহিমাদর্শনে আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন।

করেন, আমি তাঁহারই আজ্ঞায় নীলাচলে বাস করি।" এই বলিয়া নিমাই প্রকৃতই নিমাই ভাবে 'মা মা' বলিয়া বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই ক্রন্দনে সকলের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল।

অনন্তর শ্রীবাসের হস্তে বহুবিধ প্রসাদ এবং তৎসহ এক খানি বহুমূল্য সাটী পুরী গোঁসাইর অনুমতিক্রমে মাতৃসন্নিধানে প্রেরণ করিলেন। এই সাটী, যখন প্রভু জগন্নাথ দেবের জন্মাষ্টমী দিবসে মহা আবেশে ছিলেন, সেই সময়ে রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে দিয়াছিলেন। এ সাটী রাখিয়া তাঁহার কোন ইষ্টসিদ্ধি নাই, তাই প্রভু উহা জননীসকাশে প্রেরণ করিলেন। জননী এ সাটী লইয়া আর কি করিবেন, তিনি শ্রীমতীকে পরাইবেন। সন্ন্যাসীর আর স্ত্রীর নাম গ্রহণ করিতে নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি তাঁহাকে যে ভুলেন নাই, তাহার নিদর্শন স্বরূপ, কাঙ্গাল হইলেও, এই সাটী পাঠাইয়া দিলেন। ভক্তগণ যখন ভগবান্ গৌরাঙ্গের ভজনা করিবেন, তখন তাঁহার সহধর্ম্মিনী লক্ষ্মী দেবীকেই এই সাটী পরাইয়া তাঁহার বামে বসাইয়া এই যুগল মূর্ত্তির ভজনা করিবেন, এই উদ্দেশ্যেই সাটী খানি প্রেরিত হইয়াছিল।

এইরূপ নিতাই চলিতেছেন ; ক্রোধ নাই, অভিমান নাই, দীনের দীন, করুণার আধার, সদানন্দ নিতাই দন্তে তৃণ ধারণপূর্ব্বক সকলকে গৌর নাম গ্রহণ করিতে বলিতেছেন। নিতাইয়ের কার্য্য কলাপ বিবৃত অনেকগুলি পদ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে একটী এই ঃ—

"ধর, লও সে কিশোরীর প্রেম ; নিতাই ডাকে আয় আয়
সে প্রেম কলসে কলসে বিলায় কভু না ফুরায়।

প্রেমে শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়
প্রেমে দুকূল ভেসে ঢেউ লেগেছে গোরাচাঁদের গায়॥"

নিতাই সম্মুখে কাহাকেও দেখিলে অমনি দন্তে তৃণ করিয়া তাহাকে বলিলেন, "ভাই! গৌর ভজ, একবার কৃপা করিয়া বদনে হরি বল।" কেহ হরি নাম না লইলে নিতাই মৃত্তিকায় পড়িয়া বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির ন্যায় লুণ্ঠিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কাজেই সে ব্যক্তি, নিতাইয়ের আর্ত্তি দেখিয়া, অপ্রতিভ হইয়া হরি বলিল। হরি বলিলেই যদি নিতাই চুপ করে, তাহাতে ক্ষতি কি? হরিনাম উচ্চারণ করিবামাত্র সে ব্যক্তি মহানন্দে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করেন। তখন নিতাই স্পর্দ্ধা করিয়া বলেন, "জান না, আমি ভাইয়ের আজ্ঞায় এখানে আসিয়াছি। দেশে পতিত আর রাখিব না।"

এইরূপে নাচিতে নাচিতে নিতাই নবদ্বীপে পৌছিয়া শচীদেবীর বাটীতে উপনীত হইলেন। কিছুদিন পূর্ব্বেই শচীদেবী নীলাচল হইতে আগত ভক্তবৃন্দের নিকট নিমাইয়ের সংবাদ পাইয়াছেন। এক্ষণে নিতাইকে দেখিয়া শচীদেবী তাঁহার নিকট আসিলেন। নিতাই পদধূলি গ্রহণ করিলে মাতাপুত্রে গলা ধরাধরি করিয়া রোদন করিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া অন্তরাল হইতে প্রভুর সংবাদ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। শচীদেবী তখন নিমাইয়ের সন্দেশ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ও কত আক্ষেপ

করিলেন, "আমার ননীর পুতলী নিমাই সন্ন্যাসী হইল, আর আমি তাহা দেখিবার জন্য বাঁচিয়া রহিলাম।"

অতঃপর জননীর তৃপ্তির জন্য নিতাই কিছুকাল নবদ্বীপে রহিলেন।

এদিকে গৌড় ভক্তগণকে বিদায় দিয়া প্রভু প্রাতঃকালে শ্রীজগন্নাথ দর্শন, সমুদ্র স্নান, ও মালা জপ করিয়া কাটাইতেন। তৎপরে দুই প্রহরে ভোজনান্তে একটু শয়ন করিলে গোবিন্দ পদসেবা করিতেন। প্রভু নিদ্রিত হইলে গোবিন্দ আহার করিতেন। অপরাহ্ণে আবার গাত্রোত্থান করিয়া প্রভু গদাধরের নিকট ভাগবত শ্রবণ করিতেন। এই গদাধর প্রভুর চির-সঙ্গী। নবদ্বীপে সর্ব্বদা তিনি প্রভুর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, চন্দ্রশেখরের বাটী নাটকাভিনয় কালে ইনি রাধা সাজিয়া অপূর্ব্ব নৃত্য করিয়াছিলেন। তৎপরে নীলাচলেও শয়নে, স্বপনে, ভোজনে প্রভুর সেবা করিতেন। তৎপরে সমস্ত রজনী স্বরূপ ও রামরায় তাঁহার নিকট রসাস্বাদন লীলা শ্রবণ করিতেন।

নবদ্বীপের ভক্তগণ চলিয়া গেলে সার্ব্বভৌম প্রভুকে ভাল করিয়া ভোজন করাইবেন, এইরূপ কৃতসঙ্কল্প হইয়া তাঁহার নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন, "প্রভো! আমার বড় ইচ্ছা তোমাকে কয়েকদিন ভাল করিয়া ভোজন করাইব, এজন্য আমি একখানি নূতন ঘরও প্রস্তুত করাইয়াছি। তুমি এখন একক আছ, সুতরাং আমার বাড়ী তোমাকে একমাস নিমন্ত্রণ লইতে হইবে।" প্রভু তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। সার্ব্বভৌমও ছাড়িবার পাত্র নহেন। অবশেষে প্রভু পাঁচ দিবসের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। সার্ব্বভৌম তখন কহিলেন, "প্রভো, তোমাকে একাকী আমার ওখানে আহার করিতে হইবে। অন্যান্য সন্ন্যাসিগণকে আমি পৃথক্ এক এক দিবস এক এক জনকে নিমন্ত্রণ করিব। একজনের বেশী নিমন্ত্রণ করিলে সকলের সম্মান রক্ষা করিতে পারিব না। তবে তোমার সঙ্গে স্বরূপ যান তাহাতে ক্ষতি নাই। তাহার আর সম্মান রক্ষার

জামাতার নিকট গমন করিলেন না, মনে ভাবিলেন, "ইহা শ্রীভগবানের কার্য্য, তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য হইবে, আমার ত ইহাতে কোন হাত নাই।" অমোঘের কোনরূপ সাহায্য ভট্টাচার্য্য গ্রহণ করিলেন না, গোপীনাথ তখন সত্বর প্রভুকে সংবাদ দিলেন। গোপীনাথ সত্বর প্রভু সন্নিধানে গমন করিয়া ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার স্ত্রীর উপবাসের কথা বলিয়া অমোঘ যে বিসূচিকা রোগে মৃতপ্রায় হইয়াছে, সেই সংবাদ প্রদান করিলেন। গৌরাঙ্গ শ্রবণ করিয়াই বলিলেন, "আমাকে শীঘ্র তাহার নিকট লইয়া চল। ভট্টাচার্য্য যখন তাহাকে দেখিলেন না, তখন আমিই একবার তাহাকে দেখিব।" এই বলিয়া গোপীনাথের সঙ্গে অমোঘের পীড়াস্থানে গমন করিয়া দেখিলেন, তাহার মৃত্যু আসন্ন। তখন প্রভু তাহার নিকট উপবেশনপূর্ব্বক তাহার বক্ষঃস্থলে হস্ত পরামর্শন করিতে লাগিলেন, এবং কহিলেন "এই সহজে নির্ম্মল ব্রাহ্মণহৃদয় শ্রীকৃষ্ণের আসন, ইহাতে মাৎসর্য্য চণ্ডাল কেন আশ্রয় গ্রহণ করিল? হে দ্বিজ, তুমি উঠ, সার্ব্বভৌমের সহিত তোমার কল্মষক্ষয় হইয়াছে। কল্মষক্ষয় হইলে জীব কৃষ্ণ নাম লয়, সুতরাং তুমিও উঠিয়া কৃষ্ণ নাম লও। তোমাকে ভগবান্ অবশ্য কৃপা করিবেন।" এই কথা বলিয়া হুহুঙ্কার শব্দ করিলে মুমূর্ষু অমোঘ উত্থানপূর্ব্বক কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। তাহার নয়ন দিয়া ধারা প্রবাহিত হইল।

প্রভু অন্তরে দাঁড়াইয়া অমোঘের নৃত্য দেখিতেছেন ও হাস্য করিতেছেন। সকলে প্রভুর এই অলৌকিক কার্য্যে একবারে বিস্মিত হইয়া স্থিরচক্ষে দণ্ডায়মান আছেন। এমন সময়ে অমোঘ নৃত্য সংবরণ করিল। ভাবিল তাহার ন্যায় অপরাধী আর জগতে নাই, এজন্য প্রভুর চরণতলে পতিত হইয়া যে মুখে প্রভুর প্রতি দুর্ব্বাক্য বলিয়াছিল, সেই মুখে সজোরে চপেটাঘাত করিতে লাগিল। গণ্ডদ্বয় স্ফীত হইয়া উঠিতে দেখিয়া প্রভু গোপীনাথকে হস্তধারণ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। অমোঘের হস্ত ধারণ করিলে সে বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিল। তখন প্রভু তাহার

গাত্রে হস্ত বুলাইয়া কহিলেন, "অমোঘ! তুমি ভট্টাচার্য্যের জামাতা, পুত্র-স্থানীয়, সুতরাং আমারও স্নেহপাত্র, তোমার কোন অপরাধ নাই, তুমি কৃষ্ণ নাম লও।"

অনন্তর প্রভু সার্ব্বভৌমের বাটী গমন করিলেন। সার্ব্বভৌম প্রভুর এতাদৃশ অলৌকিক কার্য্যে বিস্ময়ে ও আনন্দে স্তব্ধীভূত হইয়াছেন। প্রভুকে দেখিবামাত্র তিনি ধরণীলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিলেন। প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "ভট্টাচার্য্য! অমোঘ বালক, তাহার উপর আবার ক্রোধ কি? তাহার অপরাধ ধরিও না। এক্ষণে শীঘ্র গিয়া স্নানাহ্নিক কর, শ্রীমুখ দর্শন কর, করিয়া আহার কর, তাহা হইলে আমি সন্তুষ্ট হইব।" ভট্টাচার্য্য আক্ষেপ করিয়া পুনরায় কহিলেন, "অমোঘের কার্য্যের উচিত প্রতিফল হইতেছিল, কেন তুমি তাহাকে অনুগ্রহ করিলে?" প্রভু কহিলেন, "অমোঘ বালক, সে তোমার পুত্র, হাজার অপরাধ করিলেও তাহার দোষ তোমার লওয়া উচিত নহে। তাহার উপর সে এক্ষণে পরম বৈষ্ণব হইয়াছে, সুতরাং তুমি তাহাকে প্রসাদ কর, এই আমার মিনতি।" অনন্তর ভট্টাচার্য্য প্রভুবাক্যে শান্তিলাভ করিয়া কহিলেন, "আমি স্নান ও জগন্নাথদর্শন করিয়া আসি, তৎপরে প্রসাদ পাইব।"

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই প্রভু আর একটী অলৌকিক কার্য্য করিতে বাধ্য হইলেন। পরমানন্দ পুরী প্রভুর ভক্ত ও জ্যেষ্ঠস্থানীয়। এজন্য তিনি পুরীকে বড় মান্য করিতেন এবং পুরীর নিকটও প্রভু সর্ব্বস্বধন। পুরী আপন মঠে বাস করেন। সেই মঠে একটী কূপ খনন করিয়াছিলেন। প্রভু তথায় গিয়া কূপের নিকট দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কূপের জল কিরূপ হইয়াছে?" পুরী গোঁসাই দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "কূপজল অতি মন্দ, কর্দ্দমময়।" তখন প্রভু কহিলেন, "জগন্নাথ[illegible] কৃপণতা দেখাইবার স্থান পান নাই? পুরী গোঁসাইর কূপে জল [illegible]

হইল? কোথায় পুরী গোঁসাইর কূপজল স্পর্শ করিলে জীব উদ্ধার হইবে, তা না হইয়া জল দেখিয়া লোকে ঘৃণা করিবে?” এই বলিয়া কূপসন্নিধানে দণ্ডায়মান হইয়া প্রভু কহিলেন, “হে জগন্নাথ! আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক তুমি গঙ্গাদেবীকে এই কূপে প্রবেশ করিতে বল।” অনন্তর সকলে হরিধ্বনি করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পর দিবস প্রাতঃকালে পুরী দেখিলেন যে, কূপ অতি পবিত্র জলে পরিপূর্ণ। সকলেই কূপমধ্যে গঙ্গাদেবীর আবির্ভাব বুঝিতে পারিয়া প্রভুকে সংবাদ দিলেন, এবং সকলে একত্র হইয়া সেই জলে স্নান করিলেন।

গৌরাঙ্গ জীবগণকে যে নিগূঢ় রস প্রদান করিতেন, তাহা তাঁহার ভক্তগণের মধ্যে তিন জন পুরুষ ও একটী রমণী মাত্র সম্যক্ আস্বাদন করিয়াছিলেন। এই চারি জনের নাম স্বরূপ দামোদর, রামানন্দ রায়, শিখী মাহাতি, ও মাধবীদাসী। ইঁহাদের মধ্যে শিখী মাহাতি প্রথমে প্রভুর বড় বিপক্ষ ছিলেন। প্রভু নীলাচলে আগমন করিয়া সার্ব্বভৌমকে কৃপা প্রদর্শনপূর্ব্বক দক্ষিণে গমন করিলে নীলাচলবাসিগণ তাঁহার এই অলৌকিক ব্যাপারে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার দর্শনপ্রাপ্তির জন্য উন্মুখ হইয়াছিল। তিনি পুনর্ব্বার নীলাচলে আগমন করিলে বহুলোক আসিয়া তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করে। এই সময়ে শিখী মাহাতি, মুরারি মাহাতি ও মাধবী দাসী এই তিন ভাই ভগিনী প্রভুকে দর্শন করিতে আইসেন। মাধবী পরম পণ্ডিত ও পুরুষের ন্যায় তপস্যা করিতেন। শিখী মাহাতি শ্রীমন্দিরে লিখনাধিকারী ছিলেন। ইঁহার এই লিখন হইতে উৎকলের ইতিহাস জানা যায়। ইঁহারা তিন জনেই একত্র থাকিতেন এবং তিন জনেই সম্ভবতঃ একত্র আসিয়া প্রথম এই প্রভুকে দর্শন করিলেন। মুরারি ও শিখী প্রভুর নিকট গিয়াছিলেন, কিন্তু মাধবী স্ত্রীলোক বলিয়া দূর হইতে [illegible]ণ করিলেন। প্রভুর ইচ্ছা অবোধগম্য; কারণ এই তিন জনে গৌরাঙ্গদর্শন করিলে পর ইঁহাদের মধ্যে পরস্পরের প্রণয় ভঙ্গ হইল।

হইতেছে, তিনি আমার প্রতি করুণা করিয়াছেন। ভাই! আমি তোমাদের জ্যেষ্ঠ, এতদ্ব্যতিরেকে আমার আর কোন সম্পত্তি নাই। তোমাদের অনুগ্রহে আমি অগ্ন গৌরাঙ্গ প্রাপ্ত হইলাম, সুতরাং চল আমরা তাঁহার শরণ লই।" এই বলিয়া তাঁহারা শ্রীমন্দির সমীপে গমন করিয়া গরুড়ের নিকট দেখিলেন যে, প্রভু একদৃষ্টে জগন্নাথ দর্শন করিতেছেন। ইঁহারা তিন জনে একটু দূরে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে প্রভুকেই দেখিতেছেন। ইতিমধ্যে প্রভু যেন বাহ্যজ্ঞান পাইয়া তাঁহাদিগকে দেখিলেন এবং অঙ্গুলিসঙ্কেত দ্বারা শিখী মাহাতিকে ডাকিলেন। তাঁহারা তিন জনেই অগ্রসর হইয়া প্রভুকে প্রণাম করিবেন, ইতিমধ্যেই প্রভু কহিলেন, "তুমি না মুরারি ও মাধবীর ভাই? আইস তোমাকে আলিঙ্গন করি।" এই বলিয়া প্রভু তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিলেন এবং উভয়েই ভূমিতে পতিত হইলেন। গৌরাঙ্গের শক্তি মাহাতির প্রত্যেক ধমনী দিয়া শরীরে প্রবেশ করিল। পরে চৈতন্যোদয় হইলে দেখিলেন, কোটী কোটী গৌরাঙ্গ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছেন। এই শিখী মাহাতিই অতঃপর রামরায় ও স্বরূপের ন্যায় রসজ্ঞ হইয়াছিলেন।

প্রভুর সঙ্গে গদাধর, স্বরূপ, রামরায়, পুরী, ভারতী, সার্ব্বভৌম, জগদানন্দ প্রভৃতি নীলাচল ভক্ত ছিলেন। ইতিমধ্যে সংকীর্ত্তন-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া গৌড়ভক্তগণকে আনিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। মধ্যপথে দুইদলে মিলন হইল। প্রভু দূর হইতে অদ্বৈতকে দেখিয়া নমস্কার করিতে লাগিলেন, অদ্বৈতও নিজপ্রাণনাথকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন। সকলে মিলিত হইলে "প্রভো, প্রভো" রব উঠিল। মহানন্দে সকলে কীর্ত্তন করিতে করিতে পুনরায় নরেন্দ্র সরোবর তীরে উপনীত হইলেন। যাঁহারা প্রভুর ক্রীড়া-সহচর, যাঁহারা প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণে মনস্তাপে আহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং নীলাচলে যাত্রাকালে যাঁহারা নেত্রজলে ধরণী অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, সেই সকল প্রিয় সুহৃদ্‌গণকে প্রাপ্ত হইয়া প্রভুর মনোবেগ এতাদৃশ হইল যে, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; সেই সরোবর জলে ঝম্প প্রদান করিলেন। ভক্তগণও অমনি প্রভুর সঙ্গে সঙ্গেই পতিত হইলেন। উভয় দলে অনেকক্ষণ জলক্রীড়া করিয়া প্রভুর বাসায় গমন করিলেন। গত বৎসরের ন্যায় সেইরূপ মহাসমারোহে সকলের ভোজন হইল, এবং ভক্তগণও প্রভুকে প্রত্যহ নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। এবারে প্রভুর মাসী ও মালিনী দেবী আসিয়াছেন। সুতরাং প্রভু তাঁহাদের সমক্ষে আর সন্ন্যাসের নিয়ম রাখিলেন না। মাসীর নিকট জননীর ও বাটীর সমস্ত সংবাদ জানিলেন ও মাতাকে যাহা যাহা বলিতে হইবে বলিয়া দিলেন।

পূর্ব্ববারের ন্যায় রথযাত্রার পূর্ব্বে মন্দিরগৃহ ধৌতকরণ ও রথ-সম্মুখে প্রভুর সেই মধুর নর্ত্তন কার্য্য সম্পাদিত হইল। তৎপরে আবার জন্মাষ্টমী দিবসে নীলাচলে নন্দোৎসব আরম্ভ হইল। প্রভুও ভক্তগণ সহ গোপভাব ধারণ করিলেন। কানাই খুটিয়া নন্দ ও জগন্নাথ মাহাতি যশোদা ভাবে আবিষ্ট হইলেন। প্রভু, নিতাই, অদ্বৈত, প্রতাপরুদ্র, কাশীমিশ্র, সার্ব্বভৌম প্রভৃতি গোপ হইলেন। সকলেই দধি, দুগ্ধ, হরিদ্রা

দ্বারা অভিষিক্ত হইয়াছেন, আঙ্গিনাও দধি দুগ্ধে কর্দ্দমময়। সকলেই সেই কর্দ্দমময় আঙ্গিনায় লগুড়হস্তে নৃত্য করিলেন। রাম রায়, সার্ব্বভৌম, রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভৃতি মাননীয় লোক গোপবেশে নৃত্য করিলেন। দেশময় আনন্দের বন্যা উঠিয়াছে। ক্রমে প্রভুর ভগবদ্-আবেশ হইল। তখন তিনি জগন্নাথ মাহাতি ও কানাই খুটিয়াকে মাতা পিতা জ্ঞানে প্রণাম করিলেন। তাঁহারাও বুঝিতে পারিলেন না যে, প্রভু তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন, সুতরাং তাঁহারা প্রভুকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আবেশবশতঃ বিস্তর ধন বিতরণ করিলেন। গতবারের ন্যায় এবারেও রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুকে ও সকল ভক্তকে নূতন বস্ত্র দিয়াছিলেন। প্রভুকে সেই পূর্ব্বের ন্যায় মহামূল্য সাটী দিয়াছিলেন। প্রভুও তাহা পুনরায় জননী-সকাশে প্রেরণ করিলেন।

জীবকে ভক্তিপথে আনিয়া সুখী করাই গৌরাঙ্গ অবতারের প্রধান উদ্দেশ্য। লোক স্বভাবতঃ গৃহস্থ-ভক্ত অপেক্ষা উদাসীনভক্তকে অধিক ভক্তি করে, বিশেষতঃ তাহারা উদাসীনভক্তের জাজ্বল্যমান উদাহরণ দেখিতে পায়, যথা গৌরাঙ্গ স্বয়ং উদাসীন, নিত্যানন্দ, গদাধর, স্বরূপ প্রভৃতি উদাসীন বৈষ্ণব। এজন্য গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ যে আপনাদিগকে অতি নীচ মনে করিবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি? ধর্ম্মে যে সংসারত্যাগ প্রয়োজন নাই, ইহা স্বয়ং গৌরাঙ্গ সকলকে বুঝাইতেন, কিন্তু জাজ্বল্যমান উদাহরণ সত্ত্বে সে শিক্ষা লোকহৃদয়ে স্থান পাইত না। গৃহস্থ হইয়া যে ধর্ম্মাচরণ প্রশস্ত, ইহাই জন সাধারণকে দেখাইবার জন্য গৌর নিতাইকে একান্তে ডাকিয়া কহিলেন, "শ্রীপাদ! তুমি জীবোদ্ধার কার্য্য ফেলিয়া এখানে আসিয়া আমাকে দুঃখ দিতেছ।" নিতাই কহিলেন, "বৎসরের মধ্যে একবার তোমাকে দেখিবার জন্য আসিব, তাহাও নিষেধ করিলে আমি শুনিব না।" নিতাই ও স্বরূপ ভিন্ন প্রভুকে এরূপ বাক্য কেহ বলিতে পারিত না। নিতাইয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রভু আরও নম্রভাব

করিবেন, বিষয়সুখে অভিলাষী হইবেন, আবার হরিনাম বিতরণ করিবেন। এতাদৃশ যথেচ্ছাচারী কার্য্য মনুষ্যের কখন সম্ভবে না। কিন্তু নিতাই গৌড়ে গিয়া আবালবৃদ্ধ-বনিতাকে হরিনামে মাতাইয়াছিলেন।

ভক্তগণ নবদ্বীপে পৌঁছিলেন। মালিনী শচীদেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া অমনি তাঁহাকে লইয়া নিমাইয়ের কথা শুনিতে লাগিলেন। নিমাই কেমন আছেন, কয় দিন তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কি বলিলেন, এই সমুদায় আমূল বিবৃত করিলেন। যে সে কথায় মায়ের প্রাণের পিপাসা মিটে না। এইরূপ এক এক দিবস এক এক জনের নিকট নিমাইয়ের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতেন। ইহাই এক্ষণে তাঁহাদের জীবন ধারণের উপায়।

হইতে লাগিল। রাজার ভরসা সার্ব্বভৌম ও রামানন্দ, তিনি তাঁহাদিগকে বলিয়া দিলেন, "যাহাতে প্রভু না যান, সর্ব্বতোভাবে তাহাই করিবে।" আবার গদাধর শ্রীক্ষেত্রে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার আর এস্থান পরিত্যাগ করিতে নাই। তিনি প্রভুকে কাঁদিয়া কহিলেন, "প্রভো! আমি তোমাকে না দেখিয়া থাকিতে পারি না, তুমি বৃন্দাবন গমন করিলে আমার উপায় কি হইবে? তুমি যেখানে থাক, সেই ত বৃন্দাবন; তবে তোমার বৃন্দাবন যাইবার প্রয়োজন?" প্রভু তাঁহাকে প্রবোধদান করিয়া কহিলেন, "গদাধর, তুমি চিন্তা করিও না, আমি পুণ্যস্থান দর্শন করিয়া সত্বরই নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিব।" সার্ব্বভৌম ও রামানন্দ প্রভুকে ধরিলেন, "প্রভো, সম্মুখে শীত; বিশেষ পশ্চিমাঞ্চলে দারুণ শীত, শীতে তোমার বড়ই কষ্ট হইবে, সুতরাং এই শীত কয়েক মাস পরে যাইও।" প্রভু ভক্তবৎসল, অগত্যা তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। শীত অন্তে আবার কহিলেন, "প্রভো, দোলযাত্রা দেখিয়া যাও।" দোল অন্তে ভক্তগণ আবার কহিলেন, "রথযাত্রা উপস্থিত, নবদ্বীপের ভক্তগণ আসিবে, তাঁহাদিগের ইচ্ছা পূর্ণ কর।" এই প্রকারে ভক্তগণ বিচ্ছেদভয়ে প্রভুকে মাতৃভূমি দর্শনের অনুমতি দিতেছেন না, সপ্ততি বৎসরের বৃদ্ধা জননী শচী ও প্রভুর ঘরণী বহুদিবস পরে তাঁহার মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করিয়া জীবন সার্থক করিবেন, ইহাতে প্রতিবন্ধকতাচরণ করিয়া তাঁহাদের কি উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে? রামানন্দের মত পরমভক্ত যে স্বার্থান্ধ হইয়া এরূপ কার্য্য করিবেন, তাহাই বা কিরূপে সম্ভবে? হয়ত রামরায় ভাবিয়াছিলেন, প্রভুর জননী শচীদেবী প্রভুর ইচ্ছা ব্যতিরেকে সংসার ত্যাগ করিতে পারেন না। আর শ্রীভগবান্ অন্তর্যামী, তিনি জানিলে কি আর তাঁহাদের উপরোধ রক্ষা করিতেন? যাহা হউক, প্রভু তাঁহাদের উপরোধে গৌড়ীয় ভক্তগণের নীলাচল আগমনের অপেক্ষায় রহিলেন।

নিত্যানন্দ গৌড়ে আগমন করিয়া সমগ্র গৌড়বাসীকে হরিনামে

উন্মত্ত করিয়া তুলিলেন। তিনি এক্ষণে সন্ন্যাসাশ্রমের আচার ব্যবহার পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্তম পট্টবস্ত্র পরিধান করিলেন, অঙ্গে আভরণ দিলেন, পদে নূপুর পরিলেন এবং তাম্বুল কর্পূরে ওষ্ঠদ্বয় রঞ্জিত করিলেন। তথাপি নিতাইয়ের প্রেমভক্তি দর্শন করিয়া লক্ষ লক্ষ লোক কুলে জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহার পশ্চাৎগামী হইলেন। তিনি সুবর্ণ বণিকগণকে হিন্দু সমাজভুক্ত করিলেন। নিতাইয়ের এই সকল আচরণে তাঁহার বৃহৎ এক দল শত্রু জুটিল। বৈষ্ণবগণের মধ্যেও অনেকে তাঁহার শত্রু হইল। সুতরাং হিন্দু ও বৈষ্ণবকর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া ও সামাজিক উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া শচীদেবীর অনুমতিগ্রহণপূর্ব্বক তিনি নীলাচলে প্রভুর নিকট গমম করিলেন। কিন্তু প্রভুর বিনানুমতিতে আগমন করিয়া দুঃখে ও ভয়ে নীলাচলের এক পুষ্পবনে প্রবিষ্ট হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। নিতাইয়ের যে উজ্জল হাস্যময় মুখশ্রী দেখিলে পুত্রশোকাতুরও পুত্রশোক বিস্মৃত হইত, এক্ষণে সেই মুখ দর্শন করিলে আনন্দপ্রিয় ব্যক্তিরও দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হইত। অন্তর্যামী প্রভু তৎক্ষণাৎ জানিতে পারিলেন, নিত্যানন্দ নীলাচল আগমনপূর্ব্বক তাঁহারই ভয়ে পুষ্পোদ্যানে বসিয়া রোদন করিতেছেন। প্রভু একাকী সেই স্থানে গমন করিয়া দেখিলেন, শ্রীপাদ জানুদ্বয়ের মধ্যে মস্তক রাখিয়া করুণ ভাবে রোদন করিতেছেন। তিনি তদবস্থ নিত্যানন্দকে কিছু না বলিয়া নিত্যানন্দের মাহাত্ম্য বর্ণনাত্মক একটী শ্লোক তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে পাঠ করিতে লাগিলেন। সেই শ্লোকের মর্ম্ম এই যে, নিত্যানন্দ অতি কুকর্ম্ম করিলেও তাঁহার শ্রীপদ স্বয়ং ব্রহ্মারও বন্দনীয়।

নিত্যানন্দ, প্রভুকে প্রদক্ষিণ ও স্তুতিগান করিতে শ্রবণ করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার্থ উঠিতে গিয়াই পতিত হইলেন। প্রভু মূর্চ্ছিত ও পতিত হইলে, যে নিত্যানন্দ তাঁহাকে ধরিয়া উঠাইতেন, অদ্য সেই নিত্যানন্দকে স্বয়ং প্রভু উঠাইয়া প্রবোধ দিলেন।

দেবকে দর্শন করিয়া গদাধরের বাসায় গমন করিলেন। নিতাই গদাধরের গোপীনাথদেবের জন্য কিছু উত্তম সূক্ষ্ম তণ্ডুল ও একখানি লালবস্ত্র আনিয়াছেন। গদাধর নিত্যানন্দকে নিমন্ত্রণ করিলেন। দৈবে মৃত্তিকায় কতকগুলি শাক জন্মিয়াছিল, তাহা পাক করিলেন, আর কচি তেঁতুলপত্র বণ্টন করিয়া লবণ ও জলসংযোগে রন্ধন করিলেন। উভয়েরই ইচ্ছা হইল, প্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন, কিন্তু সাহস হইল না। তখন গৌরচন্দ্র ভক্তের অন্তরের ভাব অবগত হইয়া স্বয়ং উপস্থিত হইলেন। "গদাধর, গদাধর" বলিয়া ডাকিবামাত্র গদাধর আসিয়া চরণ বন্দনা করিলেন। তখন প্রভু কহিলেন, "নিত্যানন্দের দ্রব্য, গোপীনাথের প্রসাদ, ও তোমার রন্ধন, ইহাতে আমার অংশ আছে।" এই বলিয়া তিন জনে পরমানন্দে ভোজন করিলেন।

নীলাচলের ভক্তগণ এবার বহুকষ্টে আগমন করিলেন, কারণ হিন্দু মুসলমান বিরোধে পুনরায় পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এবার ভক্তগণের সঙ্গে প্রভুর বাড়ী রক্ষাকর্ত্তা দামোদর পণ্ডিত আসিয়াছেন। সকলের সহিত স্নেহ সম্ভাষণ হইয়া গেলে, প্রভু দামোদরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দামোদর! জননীর ত কৃষ্ণভক্তি আছে?"

দামোদর উচিত বক্তা ছিলেন। তিনি কাহারও অন্যায় কথা শুনিলে ক্রুদ্ধ হইতেন। প্রভুর মুখে মাতার কৃষ্ণভক্তি আছে কি না এই প্রশ্ন শুনিয়াই দামোদর ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "প্রভো! মাতার কৃষ্ণভক্তি আছে কি না এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে তোমার লজ্জা বোধ হইল না? অশ্রু, কম্প, স্বেদ, মূর্চ্ছা, পুলক, হুঙ্কার প্রভৃতি বিষ্ণুভক্তি বিকার তাঁহাতে যথেষ্ট আছে। এই সকল বিকারের বিরাম তাঁহার দেহে আদৌ নাই। তাঁহার মুখে সর্ব্বদাই কৃষ্ণনাম বিরাজ করিতেছে।" এই বলিয়াই দামোদর ক্ষান্ত হইতে পারিলেন না। তিনি পুনরায় কহিলেন, "গোঁসাই! তোমার যে এই কৃষ্ণভক্তি,

ইচ্ছায় বহুতর লোক প্রভুর দ্বারে দাঁড়াইয়া "জয় কৃষ্ণ-চৈতন্য" বলিয়া গৌর-কীর্ত্তন আরম্ভ করিল। তখন শ্রীবাস অবসর বুঝিয়া কহিলেন, "প্রভো! আমরা তোমার দাস, আমাদিগকে যাহা বলিলে, তাহাই যেন করিলাম, কিন্তু এই শত সহস্র লোকের মুখ কি করিয়া বন্ধ করিবে?" তখন প্রভু উত্তর করিলেন, "পণ্ডিত, তুমি কৃষ্ণের দাস, তোমার ক্ষমতা অপার, তুমি নিজশক্তিবলে ইহাদিগকে আনিয়া আমাকে নিরুত্তর করিলে।"

শ্রীবাস কহিলেন, "প্রভো, তুমি ঘরে লুকাও, আর বাহিরে প্রকাশ হও, এ তোমার কি রীতি? কত শত সহস্র লোক তোমাকে না দেখিয়াও যে ভগবান্ বলিয়া পূজা করে, তাহাদের কি আমরা শিক্ষা দিয়া থাকি?"

এই সময়ে বাস্তবিকই গৌরাঙ্গের নাম ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। আর সার্ব্বভৌমের ন্যায় দেশবিখ্যাত পণ্ডিত কৃষ্ণপ্রেমে মুগ্ধ হইয়াছেন, এই কথা যখন রাষ্ট্র হইল, তখন কেহ কেহ তাঁহার প্রতি ভক্তিযুক্ত হইলেন। আবার কেহ কেহ বা তাঁহার ভগবত্তায় বিশ্বাস করিলেন না। বারানসীর সর্ব্বপ্রধান সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতী দশ সহস্র সন্ন্যাসী ও শিষ্য সহ কাশীতে বিরাজ করেন। তিনি সার্ব্বভৌমের গৌরভক্তি শ্রবণ করিয়া গৌরাঙ্গকে নীলাচলযাত্রী জনৈক ব্যক্তিদ্বারা এক শ্লোক রচনা করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই শ্লোকের মর্ম্ম এই,

"যে স্থানে মণিকর্ণিকা ও পাপনাশিনী মন্দাকিনী দীর্ঘিকা, ও যে স্থানে স্বয়ং মহাদেব তারকমোক্ষপ্রদ, দেবগণের অগ্রবর্ত্তী, নির্ব্বাণপথস্থিত রত্ন প্রদান করেন, মূঢ়গণ, সেই প্রকৃত রত্ন ত্যাগ করিয়া, পশুরা যেমন মৃগতৃষ্ণিকায় ধাবিত হয়, তদ্রূপ প্রত্যাশায় অন্যদিকে ধাবিত হয়।"

প্রভু পত্র পাঠ করিয়া সুখ পাইলেন না, তথাপি প্রকাশানন্দের সম্মান-রক্ষার্থে সেই যাত্রীর হস্তে একটী শ্লোক রচনা করিয়া পাঠাইলেন। তাহার মর্ম্ম এই,

প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রভু মন্দির-গমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ভক্তগণ একে একে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু গায়ক স্বরূপকে প্রভু দেখিতে পাইলেন না। স্বরূপের অনুপস্থিতিবশতঃ তিনি কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বিষণ্নমনে মন্দিরাভিমুখে চলিলেন। তিনি সিংহদ্বারে গিয়া স্বরূপের জন্য অপেক্ষা করিলেন, মনে আশা, স্বরূপ আসিলে সিংহদ্বার হইতে মন্দিরের অভ্যন্তরে নৃত্য করিতে করিতে যাইবেন। স্বরূপের গৌণ দেখিয়া প্রভুর উৎকণ্ঠা হইল। বহুক্ষণ পরে স্বরূপ আসিলেন। প্রভু জগন্নাথ দেবের আজ্ঞা লইবার জন্য মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন স্বরূপ প্রভৃতি ভক্তগণ নৃত্য করিতে করিতে তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

মন্দিরাভ্যন্তরে সকলে কীর্ত্তন করিতে করিতে জগন্নাথ দেবের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। সেবাইতগণ আজ্ঞামাল্য দান করিলে সকলে কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতে করিতে স্বদেশাভিমুখে গমন করিলেন। যে প্রভু স্নান যাত্রার পর পোনর দিন শ্রীমুখ দর্শন করিতে না পারিয়া জগন্নাথ-বিরহে মৃতপ্রায় হইতেন, সেই প্রভু এক্ষণে হৃদ্‌কমলে বৃন্দাবনচন্দ্রকে স্থাপিত করিয়া "বৃন্দাবন, বৃন্দাবন" বলিয়া নৃত্য করিতে করিতে চলিলেন। প্রভু-বিরহে নীলাচলে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। আবালবৃদ্ধবনিতা নীলাচলবাসিগণ ক্রন্দন করিতে করিতে এবং কেহ বা হরিবোল দিতে দিতে প্রভুর অনুসরণ করিলেন। প্রভু, গদাধর, কাশীমিশ্র ও অন্যান্য সকলকে অতি করুণস্বরে সঙ্গপরিত্যাগ করিতে কহিলেন। কাশীমিশ্র ব্যতিরেকে আর কেহই সে আজ্ঞা গ্রহণ করিলেন না।

প্রভু গমন করিতে করিতে ভাবে বিভোর হইলেন। কখন দ্রুত-গতিতে যাইতেছেন, কখন মন্থরগতি অবলম্বন করিতেছেন, কখন বা পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিপথে গমন করিতেছেন। এইরূপে কতক লোক প্রভুকে হারাইয়া মৃত্তিকায় পড়িয়া রোদন করিতে লাগিল। রামানন্দ

কখন ভ্রমণ-ক্লেশ সহ্য করেন নাই, সুতরাং তিনি দোলায় আরোহণ-পূর্ব্বক প্রভুর অনুগমন করিতেছেন। প্রভু হাঁটিয়া গমন করিতেছেন, এ কারণ তিনি প্রভুর বহু পশ্চাতে আগমন করিতেছেন। প্রভু গদাধরকে পুনঃ পুনঃ গোপীনাথ ত্যাগ করিয়া যাইতে নিষেধ করিতেছেন, এজন্য তিনিও প্রভুর বহু পশ্চাতে চলিলেন।

রাধাভাবে বিভাবিত গৌরসুন্দর চলিতেছেন। বাহ্যজগতের সহিত তাঁহার আর কোন সম্বন্ধ নাই। একাগ্রচিত্তে ও উন্নমিতনয়নে গমন করিতে করিতে পথিপার্শ্বে বৃক্ষোপরি শ্রীকৃষ্ণ বসিয়া আছেন বলিয়া তাঁহার বোধ হইল। অমনি ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া সেই বৃক্ষের ডাল ধরিয়া তদুপরি উঠিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া ডাল ধরিয়া ঝুলিতে লাগিলেন। অতঃপর বৃক্ষান্তরে দৃষ্টি পতিত হইলে তদুপরি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া উহাই ধরিতে চলিলেন। এরূপে যতই তাঁহার বোধ হইল, যে কৃষ্ণ তাঁহাকে ধরা দিবেন না বলিয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে যাই-তেছেন, তিনি ততই বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে গমন করিতেছেন। কাহাকেও বা তিনি চুম্বন করিতেছেন এবং কাহাকেও বা আলিঙ্গন করিতেছেন। এইরূপ করিতে করিতে হঠাৎ প্রভু একবার কৃষ্ণকে দুইস্থানে দর্শন করিলেন। তখন একটু বিস্মিত হইয়া প্রভু অন্যস্থানে দৃষ্টিপাত করিলে সেখানেও কৃষ্ণকে দেখিলেন, এজন্য কৌতুকাবিষ্ট হইয়া তিনি যে দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, সেই দিকেই কৃষ্ণ দেখিলেন। স্থলে কৃষ্ণ, জলে কৃষ্ণ, আকাশে কৃষ্ণ, বৃক্ষে কৃষ্ণ, সর্ব্বত্রই কৃষ্ণ। ফলতঃ তিনি তখন জগৎ কৃষ্ণময় দেখিলেন। তখন একটু বাহ্য জ্ঞান পাইয়া ভক্তগণকে কহিলেন, "দেখ, দেখ, শ্রীকৃষ্ণকে দেখ, তিনি জগৎময়।" তিনি স্বয়ং রাধিকাভাবে এমন বিভোর হইয়াছেন, যে জগৎ-সংসারে কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছুই দেখিলেন না।

ক্রমে প্রভু শান্ত হইলেন। বাণীনাথের সুবন্দোবস্তে যেখানে যেখানে

প্রভুর বিশ্রাম করিবার কথা, সেই সেই স্থানে দ্রুতগামী দূত দ্বারা প্রচুর পরিমাণে সদ্যঃপক্ক মহাপ্রসাদ প্রস্তুত রহিয়াছে। রামানন্দ রায়ও প্রভুর জন্য বিশ্রামস্থানে নূতন নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। প্রভু তন্মধ্যেই বিশ্রাম করিতেছেন। প্রতি বিশ্রামস্থানে রামানন্দ রায় দোলা হইতে অবতরণপূর্ব্বক প্রভুর সহিত কৃষ্ণকথায় সময় অতিবাহিত করেন। প্রভু চলিতে আরম্ভ করিলে রামানন্দ আবার দোলাযানে প্রভুর অনুসরণ করেন।

প্রভু ভুবনেশ্বর দর্শন করিয়া গমন করিতে করিতে অদূরে নদীতীরে একখানি সুন্দর নূতন গৃহ দেখিয়া বুঝিলেন, উহা রাম রায় নির্ম্মিত। প্রভু এই নদীতীরস্থিত বাসস্থান অবলোকনপূর্ব্বক আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। তখন তিনি পরমানন্দ পুরীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "আপনারা অগ্রগামী হইয়া কটকের গোপীনাথের মন্দিরে আমার প্রতীক্ষা করিবেন। আমি এখানে একটু বিশ্রাম করিয়া গমন করিব।" সুতরাং ভক্তগণ নদী পার হইয়া গমন করিলেন।

প্রভু যদিও প্রতি বিশ্রামস্থানে রামরায়ের সহিত কৃষ্ণকথারূপ রসাস্বাদনে তৃপ্তি লাভ করিতেছেন, তথাপি তিনি রামরায়কে প্রতিনিবৃত্ত হইতে কহিতেছেন। রামরায় ক্রন্দন করিয়া আর একটু অগ্রসর হইবার অনুমতি লইতেছেন।

ভক্তগণ কটকে গোপীনাথের মন্দিরে উপনীত হইলেন। সেখানে কোন ব্রাহ্মণ পুরী ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভুকেও স্বপ্নেশ্বর নামক কোন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিলেন। অবশিষ্ট ভক্তগণকে রামরায় নিজবাটীতে ভোজন করাইলেন। রামরায়ের বাগানে প্রকাণ্ড এক বকুল বৃক্ষ আছে, প্রভু ভোজনসমাপনান্তে সেই বকুলবৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। রামরায় অতঃপর রাজার নিকট গমন করিলেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বে প্রভুর আগমনবার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া প্রভু-সন্দর্শনে প্রস্তুত ছিলেন।

যেখানে যেখানে স্নান করিবেন, সেখানে সেখানে যেন একটী করিয়া স্তম্ভ নির্ম্মাণ করা হয়। সে তীর্থ স্থান অতি পবিত্র। সেখানে আমি প্রত্যহ স্নান করিব। এবং যদি প্রভুর চরণে মতি থাকে, তবে অন্তিমে সেই স্থানে দেহত্যাগ করিব।"

রামরায়ের সহিত চতুর্দ্বারে কৃষ্ণকথায় রজনী যাপন করিয়া প্রভু প্রভাতে স্নান করিলেন। অনন্তর বাণীনাথ-প্রেরিত সদ্যঃপ্রসাদ অন্ন ভোজন করিয়া আবার ভক্তগণ সহ চলিলেন। ভক্তব্যতিরেকেও বহুলোক প্রভুদর্শনার্থে আগমন করিতেছে। প্রথমতঃ রাজার পত্র, দ্বিতীয়তঃ প্রভুর বাসের জন্য এই সকল নূতন গৃহনির্ম্মাণ দর্শন করিয়া লোকে যথাসাধ্য ভেট দ্রব্য লইয়া উপস্থিত হইতেছে। প্রভু ক্রমে যাজপুরে পৌছিলেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যাজপুরে বহু দেবালয় আছে। প্রভু যখন যাজপুরে পৌছিলেন, তখন তাঁহার আবেশ কিম্বা ভগবদ্‌ভাব আর নাই, সুতরাং তিনি এক্ষণে রসিক পুরুষ। কৃষ্ণচৈতন্যের আগমন হইয়াছে শ্রবণ করিয়া বহু ভদ্রলোক তাঁহাকে দর্শনার্থে আগমন করিলেন। কৃষ্ণচৈতন্যের অনুসন্ধান লইলে স্বয়ং প্রভু পুরী গোঁসাইকে দেখাইয়া কহিলেন, "ইনিই প্রভু, ইঁহাকে আপনারা প্রণাম করুন!" নিমাইয়ের ঈদৃশ ব্যবহারে পুরী গোঁসাই অপ্রতিভ হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন "না না, আমি প্রভু নই, প্রভু ইনি।" এই বলিয়া প্রভুকে দেখাইয়া দিলেন। লোকদিগকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় দেখিয়া প্রভু পুনরায় কহিলেন—"আপনারা ইঁহার কথা শুনিবেন না। ইনিই প্রভু, এই দেখুন, আমি উঁহাকে প্রণাম করি" এই বলিয়া প্রভু তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। প্রভু এইরূপ রঙ্গ করিলেও লোকের অবশ্য কৃষ্ণচৈতন্যকে চিনিয়া লইতে বিলম্ব হইল না।

প্রভু যাজপুর হইতে মঙ্গরাজ ও হরিচন্দনকে বিদায় দিয়া রামানন্দ রায় ও ভক্তগণসহ রেমুনায় আগমন করিলেন। এই স্থান হইতে রামানন্দ প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। প্রভু ও রামরায় একত্র দণ্ডায়মান আছেন, কিন্তু কেহই কোন কথা বলিতে পারিতেছেন না। কাহাকেও কিছু বলিতে হইল না। ঘোর মানসিক বিকারে প্রপীড়িত হইয়া রামরায় মূর্চ্ছিত ও ধরণীতে পতিত হইলেন। বহুমূল্যবস্ত্রাবৃতদেহ, দাসদাসী-

সেবিতাঙ্গ সুখোচিত রামরায়ের দেহ ধূলিধূসরিত হইতে দেখিয়া নির্ব্বিকারচিত্ত প্রভুরও হৃদয়ে বিকার উপস্থিত হইল। তিনি রামরায়ের মৃতবৎ অবিচেষ্টমান দেহ ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক ক্রন্দন করিলেন। অতঃপর প্রভু আর অপেক্ষা না করিয়া তাঁহাকে তদবস্থ রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। রামরায়ের বাহকগণ তাঁহাকে লইয়া প্রস্থান করিল।

রামরায় কটকে উপস্থিত হইয়াই রাজদর্শনে গমন করিলেন। রাজা রামরায়কে দর্শন করিয়াই স্ত্রীলোকের ন্যায় হাহারবে ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, "রামরায়! আমাদের সেই অমূল্যরত্ন, হৃদয়াকাশের উজ্জ্বল পূর্ণ শশধরকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া আসিলে?" রামরায় অগ্র হইতেই ক্রন্দন করিতেছিলেন, তিনি সেইরূপ কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "মহারাজ! আমি আপনার অন্নে প্রতিপালিত, আপনার সেবক, সুতরাং আপনার ভয়েই প্রভুকে বিদায় দিয়া আসিলাম। আমি সেই হৃদয়নিধির বিরহ সহ্য করিতে অসমর্থ ভাবিয়াই দেহত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলাম, কিন্তু তাহা হইল না, আমি সশরীরে আপনার সমক্ষে দণ্ডায়মান আছি।"

এদিকে প্রভু রেমুনা হইতে একবারে উড়িষ্যার প্রান্তভাগে আগমন করিয়াছেন। হিন্দু মুসলমানের সমরানল প্রজ্বলিত হওয়ায় গৌড়ে যাইবার সকল পথই বন্ধ। এই স্থান হইতে একটি নদী পার হইয়া গৌড়ে যাইতে হয়। ওপারে মুসলমান ঘাটরক্ষক, তাহারা অতি ভয়ঙ্কর। উড়িষ্যারাজের অধীন তত্রত্য কর্ম্মচারী প্রভুপদে প্রণাম করিয়া সন্ধিস্থাপন পূর্ব্বক প্রভুর গমনের সুবিধা করিয়া দিবেন বলিয়া অপেক্ষা করিতে বলিল। কিন্তু প্রভুর আগমনে সে স্থানে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হইল। কৃষ্ণচৈতন্যকে দেখিয়া সেই লক্ষ লক্ষ লোকমুখে হরিধ্বনি উত্থিত হইল। এই গগনভেদী হরিধ্বনিকে যুদ্ধশব্দ ও লক্ষ লক্ষ লোকসমাগমকে নূতন সৈন্যসমাবেশ মনে করিয়া অপর

সীমার মুসলমান অধিকারী ব্যাপার অবগত হইবার জন্য জনৈক গুপ্তচর পাঠাইল।

গুপ্তচর হিন্দুবেশ ধারণপূর্ব্বক সেই লোকসমুদ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। সে যে দিকে গমন করে, সেই দিকেই কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত জনবর্গের হৃদয়-নিঃসৃত হরিধ্বনি ও উন্মত্তবৎ নৃত্য দর্শন করিল। সে যে স্থানেই গমন করিল, সেই স্থানেই ভক্তিতরঙ্গ প্রবাহিত হইতে দেখিয়া নিজেও অভিভূত হইল। চতুর্দ্দিকেই ভক্তিতরঙ্গ প্রবাহিত হইতে দেখিয়া তাঁহারও হৃদয়-মধ্য হইতে তড়িৎবৎ তরঙ্গ প্রবাহিত হইল, সে তখন সমস্বরে হরিধ্বনি করিতে লাগিল। ক্রমে সে ব্যক্তি প্রভুসন্নিধানে উপনীত হইল। তখন সে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়াছে, সুতরাং উত্তোলিতহস্তে হরিবোল বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। এই অবস্থায় সে ব্যক্তি অধিকারীর নিকট উপস্থিত হইল। তাহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি নাই, কেবল মধুর হরিবোলে মাতিয়া সে কখন হাস্য, কখন ক্রন্দন, কখন নৃত্য করিতেছে, কখন বা মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইতেছে। মুসলমান অধিকারী চরের মুখে হরিনাম শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইল। তথাপি অধিকারী বার বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "তুমি হিন্দুদিগের মধ্যে গমন করিয়া কি কি দেখিলে?" চর আপাততঃ কোন উত্তর দিতে সমর্থ হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে শান্ত হইলে সে কহিল, "আমি গিয়া লোকসমুদ্র দেখিলাম বটে, কিন্তু তাহারা সকলেই উন্মত্ত, সকলেরই মুখে গগনভেদী হরিবোলধ্বনি। তৎপরে যাঁহার নিকট গমন করিলাম, দেখিলাম, তিনি মনুষ্য নহেন, তিনি হিন্দু মুসলমান সকলেরই সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার রূপের তুলনা নাই, সুবর্ণের ন্যায় বর্ণ, কর্ণায়তলোচন দিয়া যে ধারা পড়িতেছে, তাহা দর্শন করিলে সকলেরই বোধ হয় যেন তাঁহারই নয়ন দিয়া জীবসমূহের হৃদয় গলিয়া নির্গত হইতেছে। তাঁহার দর্শনে যে আনন্দ, সে আনন্দ প্রাপ্তির জন্য জীব পৃথিবীর সমস্ত পদার্থই অবলীলাক্রমে ত্যাগ করিতে পারে।" চরের বাক্য

এজন্য জগদানন্দ কুমারহট্টে নামিয়াই তাঁহাকে সংবাদ দিতে গমন করিলেন। গৌড়ে অবস্থানকালে জগদানন্দ তাঁহার গৃহেই থাকিতেন, সেই উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপ এক্ষণে প্রভুকে আনাইয়া তাঁহার বাটী ভোজন করাইলেন।

কুমারহট্ট হইতে নৌযানে আরোহণপূর্ব্বক প্রভু শান্তিপুরে গমন করিলেন। অদ্বৈত প্রভুকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। শান্তিপুরেও প্রভু একদিন থাকিয়া নবদ্বীপ যাত্রা করিলেন। প্রভু যতই অগ্রসর হইতেছেন, জনতা ততই বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা দেখিয়া প্রভু যে কয়দিবস নবদ্বীপে অবস্থান করিবেন সে কয়দিবস একটু নির্জ্জনে থাকিয়া নবদ্বীপ হইতে জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিবেন, এইরূপ ইচ্ছা করিলেন। তিনি রাত্রিযোগে শান্তিপুর হইতে বহির্গত হইয়া প্রভাত হইবার বহু পূর্ব্বে নবদ্বীপের একাংশ বিদ্যানগর গ্রামে সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা বাচস্পতির গৃহে উপনীত হইলেন। বাচস্পতি প্রভুর আহ্বানে বহির্ব্বাটী আগমনপূর্ব্বক প্রত্যক্ষ নবদ্বীপচন্দ্রকে অবলোকন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। প্রভু কয়েকদিবস গোপনে তাঁহার বাটী অবস্থানপূর্ব্বক গঙ্গাস্নান করিবার বাসনা প্রকাশ করিলে বাচস্পতি যথাসাধ্য তাঁহাদিগকে গোপনে রাখিবেন, এইরূপ শপথ করিলে প্রভু তাঁহার গৃহে অবস্থান করিলেন।

সূর্য্যের উদয় যেমন গোপনীয় থাকিতে পারে না, অগ্নি যেমন বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখা অসম্ভব, প্রভুর উদয়ও তদ্রূপ গোপনে রাখা সম্ভবপর নহে; বাচস্পতির অঙ্গপুলক ও আনন্দলহরী দেখিয়া সকলেই প্রভুর আগমন অনুমান করিল। এতাদৃশ আনন্দ প্রভুর উদয় ব্যতিরেকে আর কিছুতেই হইতে পারে না, ইহা ভাবিয়া লোকে হরিধ্বনি উত্থাপিত করিল। মুহূর্ত্তমধ্যে সেই নিরানন্দ নবদ্বীপে আনন্দলহরী ছুটিতে লাগিল, এবং তত্রত্য অধিবাসীর নিকট ইহা বৈকুণ্ঠপুরী বলিয়া অনুমিত হইতে

প্রভুও তাহাদিগকে "কৃষ্ণে মতি হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। প্রভুর আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া মহানন্দে সকলে নৃত্য করিতে লাগিল।

প্রভু ইত্যবসরে বাচস্পতির অজ্ঞাতসারে তথা হইতে কুলিয়া নগরে প্রস্থান করিলেন। বাচস্পতি প্রভুকে না দেখিতে পাইয়া উর্দ্ধবদনে ক্রন্দন করিতেছেন। লোক সকলের কিন্তু বাচস্পতির বাক্যে প্রত্যয় হইল না। তাহারা ভাবিল বাচস্পতি প্রভুকে লুকাইয়া রাখিয়াছে, এ ক্রন্দন তাঁহার ছলনা মাত্র। এজন্য তাহারা প্রভুকে না দেখিতে পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে লাগিল। তাহাদের মনের ভাব বাচস্পতি যখন প্রভুকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন, তখন তাঁহার আরাধনায় আর কোন ফল হইবে না। প্রভু হরিনাম শ্রবণ করিলে অবশ্য বহির্গত হইবেন, তাই যাহার যত সাধ্য উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিতেছে। তাহাতেও যখন প্রভু বাহির হইলেন না, তখন সকলে বাচস্পতির প্রতি কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। একে বাচস্পতি প্রভুবিরহে কাতর, তাহার উপর লোকের দুর্জ্জয় বাক্যে মর্ম্মাহত হইলেন। প্রতিকারের কোন উপায়ও পাইতেছেন না। জনসমূহ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া তাঁহার গৃহ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উদ্যোগ করিল। ইতিমধ্যে জনৈক ব্রাহ্মণ আসিয়া বাচস্পতির কর্ণমূলে প্রভুর কুলিয়া নগরে গমনের সংবাদ দিল। বাচস্পতি তাহা শ্রবণমাত্র সেই জনসমূহকে তদ্‌বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া কুলিয়া নগরে গমনের জন্য অনুনয় করিলেন। তখন সেই লোকসমুদ্র সমভিব্যাহারে বাচস্পতি গঙ্গা পার হইলেন। পূর্ব্বের ন্যায় কেহ ভেলায়, কেহ নৌকায়, কেহ বা সন্তরণ দ্বারা পার হইলেন। বিদ্যানগরের অপর পারে কুলিয়া গ্রাম। এই গ্রামের মাধব দাসের বাড়ী প্রভু লুক্কায়িত আছেন। ইঁহারা গঙ্গা পার হইয়াই দেখিলেন, তাঁহাদের আগমনের অনেক পূর্ব্বে কুলিয়া নগর লোকারণ্য হইয়াছে। দলে দলে বৈষ্ণব

ভাবিতে ভাবিতে বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন। তখন আলুলায়িত-কুন্তলা মলিনবেশা বিরহশীর্ণ-দেহা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া যেখানে প্রভু দণ্ডায়মান ছিলেন, সেই স্থানে তাঁহার চরণ সমীপে প্রণাম করিলেন। স্ত্রীলোক দর্শন মাত্রই প্রভু পশ্চাৎপদ হইলেন এবং "কে তুমি" বলিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসিলেন। প্রভু ইত্যগ্রেই বহির্ভাগ হইতে নিজ কক্ষা ও পরিচিত প্রিয় দ্রব্যাদি জন্মের মত নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, তদ্দর্শনে সেই লক্ষ লক্ষ লোক মর্ম্মব্যথা পাইয়া নীরবে রোদন করিতেছিল। সহসা এই পরমা সুন্দরী যুবতীকে তাঁহার পদতলে পতিতা দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত ও নীরব হইয়া এতদুভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

প্রভুর প্রশ্নের উত্তরে স্বয়ং বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী কহিলেন, "আমি তোমার দাসীর দাসী।"

প্রভু বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে এতদবস্থা দেখিয়া বিষণ্ণ হইয়া অতিকষ্টে কহিলেন, "তোমার কি প্রার্থনা?"

বিষ্ণুপ্রিয়া কহিলেন, "প্রভু ত্রিজগৎ উদ্ধার করিলেন, আমি কি একাই পড়িয়া রহিলাম?"

বিষ্ণুপ্রিয়ার এই সুমধুর ভাষে জনমণ্ডলীর মধ্যে ক্রন্দনের রোল উঠিল।

প্রভু কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিলেন, "তুমি তোমার নামের সার্থকতা সম্পাদন কর। তুমি শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়া হও।"

বিষ্ণু। আমি তোমাকে ব্যতীত আর কাহাকেও দেখিতে পাই না।

প্রভু পুনরায় নীরব হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কহিলেন, "আমি সন্ন্যাসী, আমি তোমাকে আর কিছু দান করিতে পারি না। আমার এই পাদুকা তুমি গ্রহণ কর, ইহাতে আমাকে বর্ত্তমান জানিয়া আমাজনিত বিরহ শান্তি করিবে।"

লোকসকল যথাসাধ্য দ্রব্যাদি আনয়নপূর্ব্বক গৌরাঙ্গের সন্নিকটে ধারণ করিলেন। প্রভু ও ভক্তগণের আহারাদি হইয়া গেলে, গোবিন্দ ভোজন করিলেন।

পরদিবস প্রাতঃকালে একজন ভাস্কর উপস্থিত হইলে গোরাঙ্গ গোবিন্দকে কহিলেন, "তুমি যে একখানি প্রস্তর পাইয়াছ, তাহা বাহির করিয়া দেও, একটী শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করিব।" ভাস্কর অল্প সময়ের মধ্যেই একটী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দিল। প্রভু তাহার নাম গোপীনাথ রাখিয়া গোবিন্দের গৃহে স্থাপন করিয়া বলিলেন, "গোবিন্দ, এই ঠাকুর তোমাকে দিলাম, তুমি প্রত্যহ ইঁহার সেবা করিবে, তাহা হইলে আমার বিরহজনিত দুঃখ আর ভোগ করিবে না, কারণ আমিই উহাতে রহিলাম।"

গোবিন্দের ইহাতে মনস্তুষ্টি হইল না, সে রোদন আরম্ভ করিলে প্রভু তাহাকে কহিলেন, "তুমি এইখানে থাকিয়া, ঠাকুর সেবা কর, ও বিবাহ করিয়া সংসারী হও। তোমাদ্বারা শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্য প্রমাণীকৃত হইবে। তুমি এ সৌভাগ্য কখন পরিত্যাগ করিও না।"

গোপীনাথ ও গোবিন্দ অগ্রদ্বীপে রহিলেন, গৌরাঙ্গ দলবলসহ প্রস্থান করিলেন। গোবিন্দ বিবাহ করিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার একটী পুত্র হইল, কিন্তু গোবিন্দের স্ত্রী পরলোক গমন করিলেন। গোবিন্দ ফাঁপরে পড়িলেন। প্রাতঃকালে উঠিয়া তাঁহাকে গোপীনাথ ও স্বীয় শিশু পুত্রের সেবা করিতে হয়। ঘাড়ে পড়িলে বাজাইয়া সিদ্ধি, সুতরাং গোবিন্দকে কষ্টে শ্রেষ্টেও উভয়েরই সেবা করিতে হইত। পুত্রটী ক্রমে পাঁচ বৎসরের হইল, তখন গোবিন্দ গোপীনাথকেও পঞ্চমবর্ষীয় শিশুজ্ঞানে বাৎসল্যভাবে অবলোকন করিতেন।

গোবিন্দের মন এক্ষণে উভয়ের দিকেই আকৃষ্ট হইল। সুতরাং গোপীনাথকে তিনি এক্ষণে পুত্র মনে করিতে লাগিলেন, কখন

তখন গোপীনাথ আবার কহিলেন, "দৈবক্রমে যদি লোকের একটী পুত্র মারা যায়, তবে কি সে অপর পুত্রকেও অনাহারে মারিয়া ফেলে? তোমার একটী পুত্র মারা গিয়াছে, কিন্তু বাপ্, তজ্জন্য আমাকে অনশনে রাখা উচিত নয়।"

গোবিন্দ ইহাতে একটু চটিলেন, চটিয়া বলিলেন, "তুমি আমার ছেলেটীকে নিলে, নিয়ে নিজে 'বাপ বাপ' সম্বোধন করিতেছ, তোমার মনে একটু দুঃখ হইল না? তুমি আমাকে পুত্রশোক দিলে কেন?"

গোপী। গোবিন্দ, তোমাকে একটী গোপনীয় কথা বলি। যাহার দুই পুত্র, আমি তাহার পুত্র হইতে পারি না। তুমি পিতা ও আমি পুত্র, বেশ ছিলাম। তার পর তোমার আর একটী পুত্র হইল, তখন আমি আর থাকিতে পারি না। আমি গেলে তুমি দুজনকেই হারাইতে, তদপেক্ষা আমি তোমার রহিলাম। সুতরাং তোমার আর দুঃখ করা উচিত নহে।

গোবিন্দ গোপীনাথের বাক্যে নিরুত্তর হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই তাহার উত্তর মনে পড়িল, এজন্য বলিলেন, "তুমি আমার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুত্র, কিন্তু তুমি ত আর পুত্রের কার্য্য সব করিবে না? তুমি কি আর আমার শ্রাদ্ধাদি করিবে?"

গোপীনাথ গোবিন্দের দুঃখকারণ অবগত হইয়া শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পাদন করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। গোবিন্দও কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া স্নানান্তে গোপীনাথের জন্য রন্ধন করিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই গোবিন্দ ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি গোপীনাথের ভার তাঁহার প্রধান শিষ্যের প্রতি অর্পণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, গোবিন্দের মৃত্যু হইলে তাঁহার জন্য শোক করিবার কেহ নাই বলিয়া স্বয়ং গোপীনাথ ক্রন্দন করিয়া-

কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। আমি একমাস বেতনদানে অসমর্থ হইলে ইহারা খড়্গহস্ত হইয়া উঠে। কিন্তু সন্ন্যাসী দরিদ্র, ইঁহার কাহাকেও এক পয়সা দিবার সঙ্গতি নাই, তথাপি লক্ষ লক্ষ লোক আহার নিদ্রা প্রভৃতি জীবনের সুখ, গৃহ ও দেহধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া ইঁহারই সহিত আজ্ঞাবহ দাসবৎ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ঐশ্বরিক শক্তি ব্যতিরেকে সামান্য জীবে কখন এরূপ শক্তি সম্ভবে না।”

অতঃপর এই দুই ভ্রাতা রাত্রিযোগে মলিন বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক অতি দীনবেশে প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন। গভীর রাত্রিকালেও প্রভু ও প্রভুসহগামী জনবর্গ অনিদ্রায় আনন্দ কোলাহল করিতেছেন। এই লোক সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া প্রভুর সহিত দেখা করা বড় সাধারণ ব্যাপার নহে। তাহারা অতি কষ্টে অগ্রসর হইয়া নিত্যানন্দ প্রভুর সাক্ষাৎ পাইলেন। নিত্যানন্দ তাহাদিগকে প্রভু সমীপে লইয়া গিয়া পরিচয় দিলেন। তাহারা তখন দুই হস্তে ও মুখে তৃণ ধারণপূর্ব্বক গলবস্ত্র হইয়া প্রভুচরণে পতিত হইল ও বলিল, “প্রভো! পতিত উদ্ধার করিবার নিমিত্তই তোমার অবতার। তুমি জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছিলে, কিন্তু তাহারা অবোধ, অজ্ঞানে পাপ করিয়াছিল। আমরা যত পাপ করিয়াছি, তাহা সজ্ঞানে, সুতরাং আমাদের ন্যায় দয়ার পাত্র তুমি আর পাইবে না।” রাজমন্ত্রী, সুতরাং প্রভুতধনের অধিকারী হইয়াও; তাহারা যেরূপ দীনভাবে প্রভুর শরণাগত হইল, তাহাতেই প্রভু তাহাদিগের উপর কৃপাদৃষ্টি করিলেন, বলিলেন, “তোমাদের পত্র প্রাপ্ত হইয়া আমি তোমাদিগের মনের ভাব অবগত আছি। এক্ষণে তোমাদের দৈন্য দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। উঠ, উঠিয়া দৈন্য সংবরণ কর। আমি তোমাদের মন জানি বলিয়াই এই গৌড় দেশে তোমাদের সহিত মিলিত হইতে আসিয়াছি। কৃষ্ণ তোমাদিগকে অচিরে কৃপা করিবেন সন্দেহ নাই। অদ্য হইতে তোমরা দুই ভাই সনাতন ও রূপ নামে খ্যাত হইবে।” এই দুই ভাইও

পাছে তাঁহারা তাঁহার অজ্ঞাতসারে প্রস্থান করেন, এই ভয়ে গৌরীদাস দ্বার শিকলদ্বারা রুদ্ধ করিলেন। কিন্তু বাহিরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, গৌর নিতাই দুই ভ্রাতা বাহিরে দণ্ডায়মান। বিস্ময়চকিত-হৃদয়ে গৌরীদাস ঠাকুর গৃহের দ্বার মুক্ত করিয়া দেখিলেন, জীবন্ত ঠাকুরের পরিবর্তে তথায় দুই বিগ্রহ মূর্ত্তি দণ্ডায়মান আছে। গৌরীদাস দেখিয়া কহিলেন, "তাহা হইবে না, তোমরা আমার গৃহে আইস, আর যাঁহারা গৃহে আছেন, উঁহারা স্থানান্তরে গমন করুন।" এই কথা বলিবামাত্র গৃহস্থিত সেই বিগ্রহমূর্ত্তি প্রাণপ্রাপ্ত হইয়া বহির্গত হইলেন, এবং বহিস্থিত জীবন্তমূর্ত্তি গৃহে আগমনপূর্ব্বক বিগ্রহ হইলেন। এইরূপ কয়েকবার করিয়া গৌরীদাস যাহা পাইলেন তাহাই রাখিলেন।

প্রভু শান্তিপুরে মাধবেন্দ্র পুরীর মহোৎসব পর্য্যন্ত রহিলেন। এই উপলক্ষে শচীদেবীর উপর রন্ধনের ভার পড়িয়াছিল।

প্রভু শান্তিপুর হইতে কুমারহট্টে শ্রীবাসের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তথা হইতে শ্রীবাস, শিবানন্দ সেন ও বাসুদেব দত্ত প্রভুর সহিত নবদ্বীপ আসিলেন। শ্রীবাসের বাটী ভিক্ষা করিয়া প্রভু চন্দ্রশেখরের বাটী গমন করিলেন। চন্দ্রশেখর প্রভুর মাসীপতি, তথায় তাঁহার অবারিত দ্বার। একটী অবগুণ্ঠনবতী রমণী আসিয়া প্রভুকে প্রণাম করিল। প্রভুও "পুত্রবতী হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ইহাতে সেই যুবতী ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। প্রভু অপ্রতিভ হইয়া ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসিলে, তাঁহার মাসী বলিলেন, "উনি খঞ্জ ভগবান্ আচার্য্যের স্ত্রী।" ভগবান আচার্য্য বিবাহান্তে নীলাচলে প্রভুর নিকট গিয়া আছেন। প্রভু এজন্য নীলাচলে গমন করিয়াই ভগবান্‌কে তিরস্কারপূর্ব্বক গৃহে পাঠাইয়া দেন। আজ্ঞা করিলেন, "তোমার পুত্র হইলে আমার নিকট আসিও।"

প্রভু নীলাচলে গমন করিবার পরে পানিহাটী রাঘবের গৃহে দুই দিন

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

—:-*-:—

বৃন্দাবন-যাত্রা।

যে চারি মাস প্রভু বৃন্দাবন যাইবার আশায় নীলাচলে থাকিতে বাধ্য হইলেন, সে চারিমাস কেবল বৃন্দাবনের ভাবনায় বিভোর ছিলেন। প্রভুর সর্ব্বদাই মলিন বদন ও বাষ্পপূর্ণ নেত্র। কোথায় বৃন্দাবন, কোথায় যমুনা, কোথায় শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিয়াছিলেন, কোথায়ই বা রাসলীলা-স্থল, এই সকল ভাবনায় তিনি উন্মত্ত। তিনি যখন যাহাকে দেখিতেন, তাহাকেই ডাকিয়া নিকটে বসাইতেন এবং হস্ত ধারণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিতেন, "আমার কি বৃন্দাবনে যাওয়া হইবে?" এইরূপে রামরায়, সার্ব্বভৌম, স্বরূপ, গদাধর প্রভৃতি ভক্তগণ প্রভুর কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া সকলেই বুঝিলেন, প্রভু বৃন্দাবন দর্শন না করিলে প্রাণে বাঁচিবেন না। তখন সকলে পরামর্শ করিয়া প্রভুর বৃন্দাবন গমনের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য নামে জনৈক ব্রাহ্মণ, তীর্থ পর্য্যটন কামনায়, ভৃত্য সমভিব্যাহারে নীলাচল আগমন করিয়াছেন। প্রভু তাঁহাকেই সঙ্গে লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন। স্থির হইয়াছে, সে ব্যক্তি গমনকালে প্রভুর সহিত কথা কহিবে না। সুতরাং প্রভু আপন মনে যাইতে পারিবেন। বিজয়া দশমী দিবসে প্রভু বৃন্দাবন যাত্রা করিবেন স্থির হইলে, নবমী দিবসে রাত্রিকালে প্রভু জগন্নাথ দর্শন করিয়া অনুমতি লইলেন এবং দশমী দিবস প্রত্যুষে তিনি

তাঁহার পদে চিত্ত সমর্পণ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ প্রকাশানন্দ সরস্বতীর শিষ্য হইলেও প্রভুর অপরূপ রূপ ও প্রেম দর্শন করিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ নারায়ণ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। প্রকাশানন্দ বহুশিষ্য লইয়া বেদান্ত পড়াইয়া থাকেন। একদিবস জনৈক বিপ্র গৌরাঙ্গকে দর্শন করিয়া প্রকাশানন্দ সকাশে কহিলেন, "শ্রীপাদ! জগন্নাথ হইতে একজন সন্ন্যাসী আগমন করিয়াছেন। তাঁহার প্রকাণ্ড তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভ দেহ, কর্ণায়ত কমল নয়ন, আজানুলম্বিত ভুজ প্রভৃতি সকলই ঈশ্বর লক্ষণ বিরাজিত। তাঁহাকে দর্শনমাত্রই নারায়ণ বলিয়া জ্ঞান হয় ও যে ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করে, সেই কৃষ্ণকীর্ত্তন করে। আর তাঁহারও জিহ্বায় নিরন্তর কৃষ্ণনাম লাগিয়া আছে। তাঁহার দুই নেত্র বহিয়া অবিরল প্রেমধারা বহির্গত হয়। তাঁহার নাম কৃষ্ণচৈতন্য। নামটী যেমন সুন্দর, তাঁহার রূপও তাদৃশ।" এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রকাশানন্দ হাস্য করিয়া কহিলেন, "জানি, জানি, চৈতন্য নামে জনৈক নবদ্বীপবাসী আছে। কিন্তু তাহাকে সন্ন্যাসী কে বলে? সে ঘোর ঐন্দ্রজালিক। সেই কেশব ভারতীর শিষ্য বহুলোক লইয়া দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে নৃত্য করিয়া বেড়ায়। লোকে তাহাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া থাকে। শুনিয়াছি পণ্ডিত সার্ব্বভৌমও নাকি তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া মানিতেছেন। কিন্তু তাহার ভাবকালী কাশীতে বিকাইবে না। তোমরা সকলে তাহার নিকট গমন করিও না, তোমরা বেদান্ত শ্রবণ কর।"

মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ প্রকাশানন্দের বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া প্রভুর নিকট যথাযথ সমস্ত বর্ণন করিলেন। প্রভু শুনিয়া কহিলেন, "ভারি বোঝা লইয়া আসিয়াছি, না বিকায় বিলাইয়া দিব।"

মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ পুনরায় কহিল, "প্রভো, আপনার উপর তাঁহার বিলক্ষণ রাগ; তিনি তিনবার আপনার নাম উচ্চারণ করিলেন, কিন্তু

এদিকে প্রভু প্রত্যহ বৃন্দাবনে নৃত্য বিহার করিতেছেন, ইহা দেখিয়া জনরব উঠিল যে, শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। প্রতিদিন দলে দলে লোক কৃষ্ণদর্শনে আগমন করিতেছে। প্রভু ক্রমেই বিহ্বল হইতেছেন। বলভদ্র প্রভুর জন্য বড় ভীত হইলেন, অভ্যাসবশতঃ প্রভু প্রত্যহ স্নানাহার করেন বটে, কিন্তু লোকসংঘট্ট ক্রমশই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। বহুলোক প্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন, কিন্তু ভট্টাচার্য্য একটী রাখিয়া অপর লোকদিগকে নিরাশ করেন। প্রভুর কোন জ্বালাই নাই, তিনি সর্ব্বদা প্রেমে বিহ্বল, লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া তাঁহাকে দর্শনমাত্র উন্মত্ত হইয়া নৃত্য, কীর্ত্তন ও হরিধ্বনিতে দেশ মাতাইয়া তুলিল। ক্রমে ভট্টাচার্য্যের ইহা অসহ্য হইল। তিনি একদিবস প্রভুকে নিবেদন করিলেন, "সম্মুখে মকর সংক্রান্তি, যদি আপনার অভিরুচি হয়, তবে এখনও গমন করিলে আমরা সময়মত প্রয়াগে পৌঁছিতে পারি।" প্রভু তাহাতে সম্মত হইলেন এবং কহিলেন, "তুমি আমাকে বৃন্দাবন দর্শন করাইলে, এই ঋণ আমি কোনকালে পরিশোধ করিতে পারিব না। তোমার যাহা ইচ্ছা, আমি তাহাই করিব, তুমি যেখানে লইয়া যাইবে আমি সেই খানেই যাইব।"

পরদিবস প্রাতঃস্নান সমাধান পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় গৌরাঙ্গ প্রভু বৃন্দাবন ধাম হইতে নৌকাযোগে পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। প্রভুর সহিত ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার ব্রাহ্মণ ভৃত্য ছিল। এক্ষণে কৃষ্ণদাস ও তাঁহার জনৈক রজপুত সঙ্গী প্রভুর সঙ্গে চলিলেন। বহুদূর গমন করিয়া সকলে ক্লান্ত হইলে প্রভু এক বৃক্ষতলে সকলের সহিত উপবেশন করিলেন। এমন সময়ে কতকগুলি গাভী দেখিয়া তিনি বিচলিত হইলেন। ইতিমধ্যে জনৈক রাখাল বেণুবাদ্য করিলে প্রভু সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ভট্টাচার্য্য, কৃষ্ণদাস প্রভৃতি সকলে তাঁহার শুশ্রূষাপরায়ণ হইলেন। ইত্যবসরে বিজলী নামক মুসলমান রাজপুত্র অশ্বারোহণে তথায়

উপনীত হইলেন। তাঁহার সহিত কয়েকটী অশ্বারোহী সৈনিক ছিল। প্রভুর মুখ দিয়া ফেনোদ্গীর্ণ হইতে ও তাঁহাকে সংজ্ঞাহীন দেখিয়া মুসলমান রাজপুত্র স্থির করিলেন যে, এই সন্নাসীর নিকট কিছু অর্থ আছে, তাহাই গ্রহণমানসে এই সকল সঙ্গিগণ ইঁহাকে ধুস্তূর সেবন করাইয়া নিহত করিয়াছে। পাঠান সৈন্যগণ রাজপুত্রের আদেশে প্রভুর সঙ্গিগণকে বন্ধন করিয়া কাটিতে উদ্যত হইল। কৃষ্ণদাস প্রভৃতি সকলে তাহাদিগকে কত বুঝাইল, তাহারা তাহাতে কর্ণপাতও করিল না। একে দৃঢ়বন্ধনে তাঁহারা কষ্ট অনুভব করিতেছেন, তাহার উপর নির্দ্দয় সঙ্গিগণ তাঁহাদিগকে বধ করিতে উদ্যোগী হইলে, প্রভুর চৈতন্যোদয় হইল। তিনি ভূমিশয্যা হইতে উত্থিত হইয়া হুহুঙ্কার শব্দে হরিধ্বনি করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। সুতরাং প্রভু ভক্তগণের বন্ধনদর্শনের অবকাশ পাইলেন না। রাজকুমার ও পাঠান সৈন্যগণ প্রভুর নৃত্যে মুগ্ধ ও হুহুঙ্কারে ভীত হইয়া ভক্তগণের বন্ধন মোচন করিয়াছেন। পরে ভট্টাচার্য্য প্রভুকে শান্ত করিয়া উপবেশন করাইলে তাহারা সকলে প্রভুর চরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া নিবেদন করিল, "প্রভো! এই দুষ্ট চোরগণ আপনার অর্থ হরণ করিতেছিল ও আপনার নিধন আশয়ে আপনাকে ধুস্তূর সেবন করাইয়া ছিল।" প্রভু কহিলেন, "ইঁহারা আমার অনিষ্টকারী নহেন, ইঁহারা আমার সঙ্গী, আমার মূর্চ্ছা রোগের উপশমের ও সন্তর্পণের জন্য সর্ব্বদাই আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। বিজুলী খাঁ অপ্রতিভ হইয়া তাঁহার চরণতলে পতিত হইলেন এবং পাঠান সৈন্যগণ প্রভুর শরণাপন্ন হইল।

প্রভু হিন্দুবিদ্বেষী মুসলমানদিগকে হরিনাম গ্রহণ করাইয়া প্রয়াগতীর্থে গমন করিলেন। যমুনার নিকট বিদায়গ্রহণমানসে প্রভু তথায় কয়েক-দিন অবস্থান করিলেন। কিন্তু প্রভুর মহিমাগুণে বৃন্দাবনের ন্যায় এখানেও লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত হইয়া হরিধ্বনি ও নৃত্য আরম্ভ করিল, যথা চৈতন্য চরিতামৃতে

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রকাশানন্দের উদ্ধার।

অন্তর্যামী প্রভু সনাতনের আগমন অবগত হইয়া চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, "তোমার বহির্দ্বারে যে বৈষ্ণব উপবিষ্ট আছেন, তাঁহাকে ডাকিয়া আন।" চন্দ্রশেখর প্রভুর আদেশমত বহির্দ্বারে আগমনপূর্ব্বক কোন বৈষ্ণবকে দেখিলেন না, তবে জীর্ণশীর্ণ মলিনবেশে কোন মুসলমান ফকিরকে উপবিষ্ট দেখিলেন। সুতরাং তিনি প্রভুকে গিয়া এই সংবাদ নিবেদন করিলে প্রভু সেই ফকিরকেই ডাকিয়া আনিতে কহিলেন। চন্দ্রশেখর আসিয়া সনাতনকে প্রভুর আজ্ঞা জানাইলে সনাতন বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, ভাবিলেন, "আমি ত প্রভুকে আমার আগমনবার্ত্তা জানাই নাই, তবে প্রভু আমাকে ডাকিবেন কেন?" এজন্য সন্দিহান হইয়া তিনি বারংবার চন্দ্রশেখরকে জিজ্ঞাসিলেন, "প্রভু কি আমাকে ডাকিতেছেন? না আপনার ভুল হইয়া থাকিবে, তিনি আর কাহাকেও ডাকিয়াছেন।" তাঁহার ন্যায় ঘোর নারকীকে যে প্রভু ডাকিবেন, এ বিশ্বাস সহসা তাঁহার মনে উদিত হইল না। বিশেষতঃ প্রভু তাঁহাকে একদিন একবারমাত্র দেখিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার কথা প্রভুর স্মরণ থাকিবার কথা নয়, কেনই বা থাকিবে? যাঁহাকে লক্ষ লক্ষ ভুবনপাবন ভক্তে সেবা করিতেছে, যাঁহার ভিক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ লোক লালায়িত, তিনি কি নিমিত্ত তাঁহার ন্যায় নরাধম পামরকে

ন্যায় তিনি ইহাতে আনন্দিত না হইয়া বরং চিন্তাকুল হইলেন। যে সভায় প্রকাশানন্দ বিরাজিত, যেখানকার সন্ন্যাসিগণ তাঁহারই মতাপেক্ষী, সেই সভায় চৈতন্য স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আগমন করিতেছে, ইহা তাঁহার পক্ষে একটু ভাবনার কথাই বটে।

শ্রীভগবান্ বলিয়া পূজিত কৃষ্ণচৈতন্যকে দেখিবার নিমিত্ত সমগ্র সন্ন্যাসি-মণ্ডলী উন্মুখ হইয়া বসিয়া আছেন। এমন সময়ে প্রভুর সেই সুদীর্ঘ দেহযষ্টি, কমল-নয়ন, উন্নত ও প্রশস্ত ললাট সকলের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। অমনি "চৈতন্য আসিতেছেন" রব উত্থিত হইল। প্রভু সলজ্জ ও নিঃশঙ্কবদন অবনত করিয়া হরিনাম জপ করিতে করিতে আগমন করিতেছেন। চারি চন্দ্র সমন্বিত বৃহস্পতি যেমন তারাখচিত নভোমণ্ডলে উদিত হয়, তদ্রূপ সনাতন প্রভৃতি চারি শিষ্যযুক্ত প্রভু সেই সন্ন্যাসিপূর্ণ সভায় উপস্থিত হইলেন। প্রভু চন্দ্রাতপের বহির্ভাগে থাকিয়া প্রফুল্ল ও মনোহর বদনকমল উত্তোলিত করিয়া সন্ন্যাসিগণের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। পরে পদপ্রক্ষালনার্থ পদপ্রক্ষালনস্থানে গমনপূর্ব্বক পদধৌত করিয়া তৎসন্নিহিত স্থানে উপবেশন করিলেন।

প্রভুর সেই পূর্ণচন্দ্রসমদ্যুতি বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া প্রকাশা-নন্দের হৃদয় হইতে প্রভুর প্রতি শত্রুভাব তিরোহিত হইল। তিনি প্রভু-বিদ্বেষী হইলেও সদাশয় লোক ছিলেন। প্রভু যে অপবিত্র স্থানে উপবেশন করিলেন, ইহা তাঁহার অসহ্য হইল। তিনি গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সেই সহস্র সন্ন্যাসিসমাবৃত হইয়া প্রভুকে কহিলেন, "শ্রীপাদ! সভামধ্যে আগমন করুন, অপবিত্র স্থানে বসিয়া আমাদিগকে ক্লেশ দিতেছেন।" তখন শ্রীগৌরাঙ্গ করযোড়ে কহিলেন, "মহাশয়! আমি অতি হীন সম্প্রদায়ভুক্ত, সুতরাং আপনাদের মধ্যে আমার উপবেশন করা যুক্তিযুক্ত নহে।" সর্ব্ব-লোকমানসবিহারী গৌরাঙ্গপ্রভুর এতাদৃশ দীনতা দর্শনে প্রকাশানন্দ একবারে মুগ্ধ হইলেন। প্রভুর প্রতি তাঁহার যে ক্রোধ ছিল, তাহা অন্ত-

প্রকাশানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসীরা শঙ্করকে জগৎগুরু বলিয়া মান্য করেন। শঙ্কর জগতের নমস্য, সুতরাং তাঁহার ভাষ্যে দোষারোপ করিতে শুনিয়া প্রকাশানন্দ তাহার প্রমাণ চাহিলেন। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রভুও শঙ্করকে নমস্য বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং কহিলেন, "ঈশ্বর শঙ্কর অপেক্ষাও বড়। বেদান্ত ঈশ্বরের বাক্য। বেদান্তের যে অর্থ, তাহা সরলভাবে আমাদের মনের গোচর হয় এবং তাহাই ঈশ্বরের অর্থ। শঙ্করের অর্থ সরল নহে। তখন প্রভু তেজস্বী বক্তৃতা দ্বারা শঙ্করের ভাষ্যের দোষ দেখাইয়া দিলেন। সকলেই তখন চৈতন্যকে পরমপণ্ডিত জ্ঞান করিলেন। প্রকাশানন্দের যে পণ্ডিতাভিমান ছিল, তাহা ক্রমে তিরোহিত হইতে লাগিল। তিনি তখন বুঝিলেন, কৃষ্ণচৈতন্য পরমভক্ত, পরমপণ্ডিত ও পরমযোগী। শ্রীভগবান্ মুখে ভক্তিযোগ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া তাঁহার মনে গৌরাঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধা আসিল। তখন তিনি তাঁহাকে যে অযথা নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য অনুতাপ করিলেন। তখন মহাশয় প্রকাশানন্দ প্রভুকে সরলভাবে কহিলেন, "শ্রীপাদ! আমি আপনাকে নিন্দা ও ঘৃণা করিয়া আসিয়াছি। আমি বিদ্যার গৌরবে আপনাকে চিনিতে পারি নাই। এক্ষণে জানিলাম, আপনি নারায়ণ ও আপনিই বেদ। আপনার নিকট এতদিনে বেদের প্রকৃত অর্থ বুঝিলাম। আপনিই আমার গুরু। আপনি শিক্ষা দিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণই সকল জীবের প্রাণ এবং তাঁহার চরণ সেবাই পরমধর্ম্ম।"

ইহার পর সন্ন্যাসিগণ ভোজনে বসিলেন। আহারান্তে গৌরাঙ্গ শিষ্যসহ বাসায় প্রত্যাগত হইলেন। সন্ন্যাসিগণের মধ্যে তখন হরিনামের ঘটা উঠিল। সকলেই বুঝিলেন, কলিকালে হরিনাম ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

প্রকাশানন্দের গৌরাঙ্গভক্তি-কথা দেশময় রাষ্ট্র হইলে নানা দেশীয় পণ্ডিত, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ ও কাশীধামের অন্যান্য পণ্ডিতমণ্ডলী

প্রতীতি হইয়াছে, এজন্য তিনি কহিলেন, "ভগবন্! আপনি আমাকে বঞ্চনা করিবেন না, আমার অন্তরাত্মা আমাকে বলিয়া দিতেছে যে, আপনি ভগবান্। এজন্যই আমি আপনার চরণধারণ করিয়া আমার পাপ ক্ষালিত করিয়াছি।"

গৌরাঙ্গ তখন জিহ্বা কাটিয়া কহিলেন, "জীবে ভগবৎজ্ঞান অতি দোষাবহ। ইহাতে উভয় পক্ষেরই দোষ।" কিন্তু তথাপি প্রকাশানন্দ কহিলেন, "আমি আপনাকে চিনিয়াছি, এজন্য আপনার কৃপাপ্রার্থী।"

বহুলোকসমক্ষে এরূপ কথাবার্ত্তা ভাল নহে, এই বিবেচনা করিয়া গৌরাঙ্গ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। প্রকাশানন্দও স্বীয় বাসায় আগমন করিলেন।

এই অবধি প্রকাশানন্দের সম্যক্ পরিবর্ত্তন হইল। তিনি প্রতিদিন বহু কঠোর নিয়ম পালন করিতেন এবং অধিক রাত্রে শয়ন করিতেন। সন্ধ্যাবন্দনা ও বেদ পাঠাদি কার্য্যে তাঁহার সময় কাটিয়া যাইত, কিন্তু এক্ষণে আর সন্ধ্যাবন্দনায় মন নাই, বেদ পাঠেও প্রবৃত্তি নাই। কেবল সময়ে সময়ে তিনি একটু একটু গীত গাইতেছেন ও প্রভুর নৃত্যের অনুকরণ করিয়া সময়ে সময়ে নৃত্য করিতেছেন। তাঁহার মন যেন আর তাঁহাতে নাই, এজন্য মধ্যে মধ্যে নিজে নিজেই বলিতেছেন, "হে মনচোর! তুমি আমার সর্ব্বস্ব ধন হরণ করিলে?" কখন বা আবার নৃত্য করিতেছেন বলিয়া নিজেই লজ্জিত হইতেছেন ও বলিতেছেন, "আমাকে নৃত্য করিতে দেখিলে কাশীবাসী লোকে আমাকে কি বলিবে?"

দুই এক দিবস এইরূপে অতিবাহিত করিয়া প্রকাশানন্দ আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি রজনীযোগে প্রভুর নিকট গমন করিলেন। প্রভুকে দেখিয়াই তাঁহার চরণে পড়িতে গেলেন। কিন্তু প্রভু তাঁহাকে ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং দুই জনেই অচেতন হইয়া পতিত হইলেন। অবসর পাইয়া প্রভু প্রকাশানন্দের হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করিলেন।

প্রকাশানন্দ পুনরায় চেতন পাইয়া প্রভুপদে পতিত হইলেন এবং প্রভুর সঙ্গে যাইবার প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, "প্রভো! তুমি চলিয়া যাইতেছ, কিন্তু আমি তোমার অদর্শন সহ্য করিতে পারিব না।"

প্রভু তাঁহাকে বৃন্দাবনে গমন করিতে কহিলেন। প্রকাশানন্দের হৃদয় প্রবোধ মানে না। প্রভু অনেক বুঝাইয়া পরিশেষে কহিলেন, "বৃন্দাবনেই তুমি আমার দর্শন পাইবে।"

প্রকাশানন্দ কহিলেন, "প্রভো! আমাকে বৃথা আশ্বাসদান আপনার অনুচিত।

প্রভু কহিলেন, "তুমি বৃন্দাবনে থাকিয়া আমাকে স্মরণ করিলেই আমার দর্শন পাইবে।"

প্রভু তাঁহার নাম প্রবোধানন্দ রাখিয়া তাঁহাকে বৃন্দাবন গমন করিতে কহিলেন। অনন্তর প্রভুও নীলাচলমুখী হইলেন, প্রবোধানন্দও বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। যে প্রবোধানন্দ প্রভুকে পত্র লিখিয়াছিলেন যে মূঢ় জনেই কাশীত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করে, সেই প্রকাশানন্দই অদ্য গৌরাঙ্গ আদেশে কাশী পরিত্যাগপূর্ব্বক বৃন্দাবন চলিলেন। এই প্রকাশানন্দ প্রভুকে তিরস্কারপূর্ব্বক পত্র লিখিয়াছিলেন বলিয়া সার্ব্বভৌম প্রভুকর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াও কাশীধামে প্রকাশানন্দকে শিক্ষাদানার্থে আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তখন অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগত হন।

প্রভু নীলাচলগমনোন্মুখী হইলে সনাতন প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহার সঙ্গে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। কিন্তু প্রভু কাহাকেও লইয়া গেলেন না। তিনি যে বনপথে আসিয়াছিলেন, সেই বনপথেই চলিলেন। প্রভু অগ্রগামী হইয়াছেন, বলভদ্র ও তদীয় ভৃত্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন। ইতিমধ্যে জনৈক গোপযুবক এক কলসী তক্র লইয়া বিক্রয়ার্থ গমন করিতেছে। প্রভু তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছেন, এজন্য গোপযুবকের নিকট তক্র চাহিলে

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

সনাতনের রোগমুক্তি।

প্রভু বারাণসী হইতে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলে কিছু দিন পরেই রূপ তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রয়াগ হইতে রূপ ও অনুপম ভ্রাতৃদ্বয় বৃন্দাবনে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তথায় কয়েক দিবস মাত্র অবস্থানপূর্ব্বক রূপ ও অনুপম প্রভুর উদ্দেশে গৌড় হইয়া নীলাচলে গমন করিলেন। কিন্তু অনুপমের গৌড়েই কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়। সুতরাং রূপ একাকী নীলাচলে আগমন করিলেন। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন কালে তাঁহারা বনপথ দিয়া আসিয়াছিলেন, সুতরাং সনাতন যে বারাণসী হইতে বৃন্দাবন গমন করিয়াছিলেন, তাহা রূপ আর জানিতে পারেন নাই। রূপকে প্রভু দশ মাস নীলাচলে রাখিয়া পুনরায় বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। দৈন্যাধিক্য বশতঃ রূপ নীলাচলে আগমনপূর্ব্বক হরিদাসের বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করেন।

এদিকে সনাতন বারাণসীতে প্রভুর নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক বৃন্দাবন গমন করিলেন। সেখানে যাইয়া শ্রবণ করিলেন, রূপ ও অনুপম গৌড়ে গমন করিয়াছেন। সুতরাং সনাতনও নীলাচলে প্রভুর নিকট গমন করিতে উদ্যোগী হইলেন। তিনিও প্রভুর ন্যায় ঝারিখণ্ড দিয়া নীলাচলে গমন করেন। ঝারিখণ্ডের জলপান করিয়াই হউক

প্রয়োজন। তুমি যে দেহ ছার বলিতেছ, আমি উহা বৃন্দাবনে রাখিব। উহাদ্বারা কোটী কোটী জীব উদ্ধার হইবে।" অনন্তর হরিদাসের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "দেখ দেখি হরিদাস! সনাতনের কি অন্যায়, যে দেহ উনি একবার আমাকে দান করিয়াছেন, তাহা আবার নষ্ট করিবার উঁহার কি অধিকার আছে?"

সনাতন কহিলেন, "প্রভো! তুমিই সর্ব্বস্ব, তুমি আমাদিগকে যেরূপ নাচাও, আমরা সেইরূপ নাচি। এ ছার দেহ দ্বারা যদি তোমার কোন কার্য্য করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে তাহাই হইবে।" প্রভুর তাহাতেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল না, তিনি সনাতনের হস্তধারণ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, "সনাতন! আমার মাথার দিব্য, বল যে তুমি নিজ দেহ নষ্ট করিবে না।" সনাতনও ক্রন্দন করিতেছেন, গলদশ্রুলোচনে কহিলেন, "প্রভো! তোমার যাহা আজ্ঞা তাহাই করিব।"

সনাতন এইরূপে হরিদাসের সঙ্গে রহিলেন। প্রভু দিনান্তরে এক-বার দেখা দেন ও আলিঙ্গন করেন। জ্যৈষ্ঠমাসে গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে আগমন করিলেন। নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, অদ্বৈত প্রভৃতির সহিত প্রভু সনাতনের পরিচয় করাইয়া দিলেন। প্রভু পূর্ব্বের ন্যায় রথাগ্রে নৃত্য করিলেন, ইহা দেখিয়া সনাতন মুগ্ধ, বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। একদিন যমেশ্বর টোটায় মহোৎসব হইল। প্রভু সনাতনকে তথায় না দেখিতে পাইয়া ডাকিয়া পাঠাইলেন। সনাতন প্রভুর আহ্বানে পরম পরিতুষ্ট হইয়া, সমুদ্রপথে প্রচণ্ড ভাস্করকিরণতপ্ত বালুকারাশির উপর দিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। সনাতন গোবিন্দপ্রদত্ত প্রসাদ পাইয়া প্রভুর নিকট আগমন করিলেন। প্রভু তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞা-সিলেন, "সনাতন! কোন পথে আসিয়াছ?" সনাতন সমুদ্রপথে আগমন করিয়াছেন শুনিয়া প্রভু তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন,

থাকে, আপনার শ্রীঅঙ্গ সর্ব্বদা চন্দনচর্চ্চিত থাকে, আর আমি তাহা ক্লেদ দ্বারা অপবিত্র কবিতেছি। ইহা যখন আমারই ভাল লাগে না, তখন ভক্তগণের ত ব্যথা পাইবার কথা। তুমি ঘৃণাশূন্য, নির্ব্বিকার, দয়াল, চন্দন বিষ্ঠায় তোমার সমজ্ঞান, তাই তুমি আমাকে আলিঙ্গন কর। পাছে আমি মনে কষ্ট পাই, তাই তুমি আমাকে আলিঙ্গন কর, কিন্তু বাস্তবিক তুমি আলিঙ্গন কর বলিয়া আমি কষ্ট পাই। তুমি আমাকে আলিঙ্গন বা স্পর্শ না করিলে আমি সুখী হই। এজন্য আমার নিবেদন, তুমি ত আমাকে বৃন্দাবনে পাঠাইবে বলিয়াছ, আমাকে শীঘ্র বিদায় দাও, যে কয় দিন বাঁচি সেই খানেই যাপন করি। এ বিষয়ের পরামর্শ আমি জগদানন্দের নিকট চাহিয়াছিলাম, তিনিও আমাকে উহাই পরামর্শ দিয়াছেন।

প্রভু ইহাতে প্রথমতঃ জগদানন্দেব প্রতি ক্রোধ করিয়া বলিলেন, "তুমি তাহাব গুরুর তুল্য, আর সে তোমাকে পরামর্শ দেয়, সে একটা বালক বৈ ত নয়? আমি তোমাকে প্রবীণ বলিয়া তোমার পবামর্শ লইয়া থাকি, আব তোমাকে উপদেশ দিতে তাহার সাহস হইল?"

প্রভুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়াই সনাতন প্রভুর পদে পতিত হইলেন এবং কহিলেন, "প্রভো! জগদানন্দের সৌভাগ্য জানিলাম। আমাকে তুমি ভিন্ন জ্ঞান কর, তাই আমার স্তুতি কর, আব পণ্ডিত তোমার নিজজন, তাঁহাকে সেইরূপ ব্যবহার কর।"

প্রভু একটু অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "সনাতন! তুমি অন্যায় বলিতেছ, তোমার গুণে তোমার স্তুতি করি, জগদানন্দ তোমা অপেক্ষা আমার প্রিয় নহে। শাস্ত্রে বল, সাধনে বল, তুমি সকল প্রকারে প্রবীণ; জগদানন্দ বালক। সেই বালক তোমাকে উপদেশ দিবে, ইহা কি আমার সহ্য হয়। আমি তোমাকে আলিঙ্গন করি বলিয়া তুমি দুঃখিত হইতেছ। তুমি তোমার দেহ যেরূপ হেয়জ্ঞান কর, আমি তাহা করি না। আমি তোমার দেহের ক্লেদকে চন্দন জ্ঞান করি। তুমি যাহাকে দুর্গন্ধ বল, তাহা

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

—–ঃ-*-ঃ—–

ছোট হরিদাস ও রঘুনাথ দাস।

শ্রীহট্টনিবাসী প্রদ্যুম্ন মিশ্র প্রভুর জ্ঞাতি, এজন্য তাঁহার ইচ্ছা যে, প্রভু তাঁহার সহিত কথা বলেন। কিন্তু প্রভু কৃষ্ণকথা ব্যতিরেকে অন্য আর কিছু বলিতেন না। এ নিমিত্ত তিনি প্রভুর নিকট উপনীত হইয়া বলিলেন, "প্রভো, আমাকে কৃষ্ণকথা শুনাও।" প্রভু কহিলেন, "রামরায় আমাকে কৃষ্ণকথা শুনাইয়া থাকে, তুমি তাঁহার নিকট গিয়া কৃষ্ণকথা শুন।" কাজেই তিনি রামরায়ের নিকট গমন করিলেন।

রামরায়ের বহির্ব্বাটী গিয়া তিনি শুনিলেন, তিনি ব্যস্ত আছেন, একটু পরেই সভাসীন হইবেন। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেও যখন তিনি আসিলেন না, তখন তাঁহার ভৃত্যকে জিজ্ঞাসিলেন, "রামরায় এক্ষণে কি করিতেছেন?" ভৃত্য কহিল, "তিনি দেবদাসীগণকে অভিনয় শিক্ষা দিতেছেন।" প্রদ্যুম্ন ইহার কিছুই বুঝিলেন না। তখন ভৃত্য তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, রামরায়ের জগৎবল্লভ নামক নাট্যগীতি আছে, উহা জগন্নাথ দেবের সমক্ষে অভিনীত হয়। এই নিমিত্ত মন্দিরে যে দেবদাসী-গণ আছে, তাহাদের মধ্য হইতে সুন্দরী ও যুবতী জনকয়েক লইয়া তাহা-দিগকে নিভৃত নিকুঞ্জে অভিনয় শিক্ষা দেন।

মিশ্র মহাশয় রাম রায়ের এই কার্য্য বিবরণ শ্রবণ করিয়া হতবুদ্ধি হই-

হরিদাস চাহিয়া আনিয়াছে।” প্রভু তখন নিরুত্তর হইলেন। বাসায় আগমন করিয়াই প্রভু গোবিন্দকে কহিলেন, “হরিদাসকে আর আমার নিকট আসিতে দিও না।”

প্রভু যে ছোট হরিদাসকে এই দণ্ড করিলেন, ইহার কারণ কেহ বুঝিতে পারিল না। তখন ভক্তগণ মিলিত হইয়া হরিদাসের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ইহাতে প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, “উদাসীন ব্যক্তির প্রকৃতি-সম্ভাষণ নিষিদ্ধ, তথাপি হরিদাস মাধবী দাসীর নিকট হইতে তণ্ডুল চাহিয়া আনিয়াছে, সুতরাং সে দণ্ডার্হ।”

মাধবী দাসী স্ত্রীলোক হইলেও সে রমণীর শিরোমণি, তদুপরি সে অতি-বৃদ্ধা, সুতরাং তাহার সহিত কথা বলা প্রকৃত পক্ষে প্রকৃতি-সম্ভাষণ বলা যায় না। বিশেষতঃ রামরায় সুন্দরী ও যুবতী লইয়া নাটকাভিনয় শিক্ষা দিতেন, তাহাতে তাঁহার কোন দোষ হয় নাই, এবং প্রভুও সময়ে সময়ে মাসী, অদ্বৈত ঘরণী, মালিনীপ্রভৃতির সহিত কথা বার্ত্তা করিতেন, তাহাতেও প্রভু সন্ন্যাসের নিয়ম পালন করিতেন না। তবে হরিদাসের কি এমন দোষ হইল যে, তাঁহাকে প্রভু একবারে ত্যাগ করিলেন? হরিদাস অল্পবয়স্ক যুবক, আর প্রভু বোধ হয়, তাঁহার কোনরূপ চরিত্র স্খলন জানিয়া থাকি-বেন, (কারণ তিনি অন্তর্যামী) তাই হরিদাসের এই দণ্ড বিধান করিলেন।

প্রভু-পরিত্যক্ত হরিদাস বৎসরাধিক কাল নীলাচলে কাটাইয়া মনের দুঃখে তথা হইতে প্রয়াগে গমন করিলেন। এই স্থানে গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থলে প্রভু-ঘৃণিত জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। হরিদাস অতঃপর প্রভুর কৃপায় দিব্য পবিত্র চিন্ময় দেহ ধারণ করিয়া নীলাচলে প্রভুসকাশে কীর্ত্তন শুনাইতেন। ভক্তগণও সেই কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিতেন যে, ইহা হরিদাসের মধুর কীর্ত্তন। প্রভু হরিদাসকে এই দণ্ড বিধান করিলে তদীয় পার্ষদগণের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হইল।

প্রভু যেমন হরিদাসকে দণ্ড করিলেন, দামোদর আবার প্রভুকে দণ্ড করিলেন। দামোদরের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তিনি বড় রুক্ষভাষী ও স্পষ্ট বক্তা ছিলেন। প্রভুর নিকট প্রিয়দর্শন নামক একটী সরল প্রকৃতি উড়িয়া ব্রাহ্মণ-বালক আসিত। প্রভু স্বয়ং বালকের ন্যায়, সুতরাং বালকের সঙ্গ বড় ভাল বাসিতেন। প্রভুর মধুর বাক্যে বশীভূত হইয়া সে প্রতিদিন এইরূপ প্রভুর নিকট আগমন করিত। ইহা দামোদরের বড় ভাল বলিয়া বোধ হইত না। ইহার কারণ, সেই শিশু পিতৃহীন ও তাহার মাতা অল্প-বয়স্কা। বালককে আসিতে দেখিলে দামোদর চোক রাঙ্গাইয়া তাহাকে বলিতেন, "তুই এখানে রোজ আসিস্ কেন?" কিন্তু বালক প্রভুর মিষ্ট কথা পাইয়া দামোদরের চোক রাঙ্গানিকে ভয় করিত না। তখন দামোদর কাজেই প্রভুকে ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন, "গোসাই, এই বালকটীকে প্রশ্রয় দিয়া পুরীমধ্যে আপনার যশ প্রচার হইবে?" দামোদরকে রাগান্বিত দেখিয়া প্রভু কহিলেন, "দামোদর, রাগ করিয়াছ? আমার অপরাধ কি?"

তখন দামোদর কহিলেন, "তুমি স্বয়ং ঈশ্বর, তোমার আবার বিধি, নিষেধ কি? তবে লোক ভাল নয়। এই যে বালকটীকে তুমি করুণা কর, ইহাতে তোমার দোষ নাই। কিন্তু বালকটীর একটী প্রধান দোষ আছে। যেহেতু তাহার পিতা নাই ও ইহার মাতা অল্পবয়স্কা, সুন্দরী ও যুবতী। এবং তুমিও যুবা এবং পরম সুন্দর। ইহাতে লোকে কানাঘুষা করিতে পারে।"

প্রভু দামোদরের বাক্য শুনিয়া নিজ অপরাধ স্বীকার করিলেন এবং দামোদরকে কহিলেন, "দামোদর! তোমার ন্যায় নিরপেক্ষ আমার আর কেহ নাই।"

প্রভুর ছয়জন গোস্বামীর মধ্যে রঘুনাথ দাস একজন গোস্বামী ছিলেন। তিনি বিপুল ধনের অধিকারী ও বড় জমিদারের পুত্র ছিলেন। সুন্দরী কন্তার সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই ইঁহার মন

প্রভুর চরণে নিপতিত হইলেন। প্রভুও কৃপা করিলেন। তখন বল্লভ কহিলেন, "প্রভো আমাকে যদি ক্ষমা করিয়া থাকেন, তবে আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।" প্রভু স্বীকৃত হইলে তিনি ভক্তগণ সহ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভোজনের দিবস গদাধর সাহসপূর্ব্বক সেস্থানে যাইতে পারেন নাই। প্রভু সভামধ্যে গদাধরকে না দেখিয়া স্বরূপ, জগদানন্দ ও গোবিন্দকে ডাকিতে পাঠাইলেন। স্বরূপ গদাধরকে আগমন করিতে দেখিয়া বলিলেন, "তোমার ত কোন দোষ নাই, তুমি প্রভুর নিকট কেন সব বলিলে না?" গদাধর কহিলেন, "প্রভুর নিকট বলিবার প্রয়োজন কি? তিনি অন্তর্য্যামী, আমি দোষী কি নির্দ্দোষী, তিনি সব জানিতেছেন।" সভায় গিয়া গদাধর প্রভুচরণে পতিত হইলে, প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "গদাধর! তুমি আমার উপর ক্রোধ কর না। তোমার ক্রোধ দেখিতে বড় ইচ্ছা করে, তজ্জন্যই আমি তোমার উপর কপট ক্রোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতেও তোমার ক্রোধ উৎপন্ন হইল না, কাজেই আমি তোমার নিকট বিক্রীত হইলাম।

ইহার পরে ভট্ট প্রভুর অনুমতি লইয়া গদাধরের নিকট যুগলমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন।

দ্রব্যাদি রাখিয়া প্রভুকে খাওয়াইবেন প্রতিশ্রুত হন, কিন্তু প্রভুর সময় হইয়া উঠে না। প্রভুর নিমন্ত্রণের অভাব নাই, কখন কখন দিবাভাগে দুই তিন স্থানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে হয়। ভক্তগণ গোবিন্দের দর্শন পাইলেই জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহাদের দ্রব্য প্রভুর সেবায় লাগিয়াছে কি না। গোবিন্দ কি করিবেন? উত্তর দেন, "না সুবিধা হয় নাই।" এইরূপে ভক্তগণ গোবিন্দকে এতই জেদ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের কাহাকেও আগমন করিতে দেখিলে গোবিন্দের মুখ শুকাইয়া যাইত। ভক্তগণকে প্রতিদিন নিরাশ করা বড় কষ্টকর, এজন্য গোবিন্দ লজ্জিত হইয়া পরিশেষে প্রভুর শরণ লইয়া কহিলেন, "প্রভো, আমাকে রক্ষা কর, ভক্ত আগমন করিতেছে দেখিলে আমার আত্মাপুরুষ শুকাইয়া যায়। কত আর তাহাদিগকে ভণ্ডাইব। তাহাদের প্রদত্ত উপহার তোমার সেবায় লাগাইবার কথা, কিন্তু আমি সে অবকাশ পাইয়া উঠি না।"

প্রভু একটু হাস্য করিয়া কহিলেন, "এই কথা? আচ্ছা, যাহার যে দ্রব্য আছে, লইয়া আইস।" প্রভু তখন বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। গোবিন্দ শচীদেবী-প্রদত্ত দ্রব্যাদি আনিয়া কহিলেন, "ইহা মা জননীর।" প্রভু তাহা ভক্ষণ করিয়া আবার চাহিলেন। ক্রমে শ্রীবাসের দ্রব্য, অদ্বৈতের দ্রব্য প্রভৃতি নিজ ভক্তগণের যত্নের উপযুক্ত সামগ্রীসম্ভার বিশ্বম্ভর বিশ্বম্ভরমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক অল্পক্ষণের মধ্যেই ভোজন করিয়া ফেলিলেন। কেবল রাঘবের ঝালী বাকী রহিল।

প্রভু অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তপন মিশ্রকে সস্ত্রীক বারাণসীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রভু তখন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, বারাণসীতেই আমার সাক্ষাৎ পাইবে। প্রভু যখন বারাণসী গিয়াছিলেন, সেই তপন মিশ্রের বাটীতেই বাস করিয়াছিলেন। এই তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ যৌবনের প্রারম্ভেই প্রভুকে দর্শন করিয়া নীলাচলে আগমন করিয়াছিলেন। প্রভুর নিকট অবস্থান জন্য তিনি প্রেমধনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

আট মাস নীলাচলে অবস্থান করিলে প্রভু পুনরায় তাঁহাকে বারাণসী প্রেরণ করিলেন। রঘুনাথের মাতা পিতা বর্ত্তমান, সুতরাং প্রভু তাঁহাকে আদেশ করিলেন, "তুমি এক্ষণে কাশী প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক মাতা পিতার সেবা কর। তাঁহাদের অবর্ত্তমানে পুনরায় আসিও, বৈষ্ণবের নিকট ভাগবত পাঠ করিও, আর কদাচ বিবাহ করিও না।"

প্রভুর রঘুনাথ অল্পদিনের মধ্যেই স্বাধীন হইলেন। তখন তিনি নীলাচলে প্রভুর নিকট গমন করিলেন। প্রভুর সঙ্গে থাকিয়া প্রভুর বড় প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। পুনরায় আট মাস অতীত হইতে না হইতেই প্রভু তাঁহাকে বৃন্দাবন পাঠাইয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন, "তথায় গিয়া রূপ সনাতনের আশ্রয়ে থাকিও।" প্রভু মহোৎসব কালে চৌদ্দ হস্ত পরিমিত একছড়া তুলসীর মালা পাইয়াছিলেন, তাহাই রঘুনাথকে দিলেন। রঘুনাথ প্রভুদত্ত এই মাল্য চিরদিন নিকটে রাখিয়া পূজা করিতেন।

মধুরকণ্ঠ রঘুনাথ ভাগবতে পণ্ডিত ছিলেন। তিনি আসিয়া বৃন্দাবনে রূপ সনাতনের সহিত মিশিলে, ভাগবতপাঠ বৃন্দাবনের এক সম্পত্তি হইল। ব্যাসবিরচিত ভাগবতের মধুময় কৃষ্ণচরিত্র রঘুনাথের মধুর কণ্ঠে যখন গীত হইত, তখন সে সঙ্গীত শ্রবণ করিলে জীবমাত্রেই পবিত্র হইত। এই ভাগবত পাঠ শ্রবণার্থে ভারতের প্রধান প্রধান ভক্ত সনাতনের সভায় উপনীত হইয়াছিলেন।

ক্রমে ক্রমে ছয়জন গোস্বামী বৃন্দাবনে উপনীত হইলেন, যথা রূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস, গোপাল ভট্ট ও শ্রীজীব। ইঁহারা সকলে প্রভুর লীলা অর্থাৎ বৈষ্ণব শাস্ত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই জঙ্গলময় হিংস্রজন্তু-সমাকুল বৃন্দাবনধামে বৃক্ষনিম্নে বা গর্ত্তমধ্যে বাস করিয়া নিজেদের আহারীয় নিজেরা সংগ্রহ করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-পুস্তক লিখিতে-ছেন। আবার সন্ন্যাসী বা অন্য লোক আগমন করিলে তাঁহাদেরও

একদিবস প্রভুর গৃহে পিপীলিকা দর্শন করিয়া রামচন্দ্র প্রভুর নিন্দা করিয়া কহিলেন, "গৃহে পিপীলিকা বিচরণ করে, বোধ করি এ স্থানে মিষ্টান্ন ব্যবহৃত হয়। মিষ্টান্ন খাইয়া ইন্দ্রিয় দমন করা অসাধ্য।" এই বলিয়াই তিনি প্রভুর নিকট হইতে উঠিয়া গেলেন।

পুরী গোঁসাই প্রস্থান করিলে প্রভু গোবিন্দকে ডাকিয়া তাঁহার নিজের, গোবিন্দের ও কাশীশ্বরের জন্য যে পরিমাণ রন্ধন হইত, তাহার সিকি পরিমাণ রন্ধন করিবার আদেশ দিলেন, কহিলেন, "এরূপ না করিলে আমাকে এখানে দেখিতে পাইবে না।"

প্রভু আহার ত্যাগ করিলে ভক্তগণও তাহাই করিল। সকলেরই কষ্টের একশেষ হইল। তখন সকলেই প্রভুকে বুঝাইলেন ও রামচন্দ্র পুরীকে নিন্দা করিলেন, কিন্তু প্রভু তাহা শুনিয়া পুরী গোঁসাইর পক্ষ সমর্থন পূর্ব্বক আপন গণকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "সন্ন্যাসীর জিহ্বাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে।"

পুরী গোঁসাই প্রভুর অনিষ্টাচরণে কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন বুঝিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন, এবং মৃদু মধুর হাস্য করিতে করিতে প্রভু সকাশে গমন করিয়া কহিলেন, "তুমি নাকি আহার কমাইয়া দিয়াছ? যাহাতে দেহের কষ্ট হয়, তাহা করিতে নাই। দেহ ক্ষীণ হইলে ভজনাদির ব্যাঘাত ঘটে।" প্রভু শুনিয়া কহিলেন, "আমি বালক, আপনাদের শিক্ষনীয়, আমার পরম ভাগ্য তাই আমাকে শিক্ষা দিতেছেন।"

পুরী গোঁসাই অবশেষে প্রভুর দোষ না পাইয়া ও তাঁহার চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটাইতে অসমর্থ হইয়া নীলাচল পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

শিবানন্দ সেন ও প্রভুর ভক্ত। ইনি সঙ্গতিসম্পন্ন ছিলেন এবং প্রতি-বৎসর নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের যত লোক প্রভুদর্শনে নীলাচলে গমন করিতেন, তাহাদের সকলেরই পাথেয় সরবরাহ করিতেন। একবার শিবানন্দ নীলাচল যাত্রা করিলে একটী কুকুর তাঁহার সঙ্গ লইয়াছিল।

প্রভুর সঙ্গী দামোদর ইহাতে কহিলেন, "প্রভো! আপনি বালককে কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্র দান করিলেন, উহা সে কিরূপে প্রকাশ করিয়া উচ্চারণ করিবে, হয়ত তাহাই ভাবিতেছে।"

প্রভু তখন বালককে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে তুমি যাহা কিছু হয়, বল।"

তখন সেই অশিক্ষিত বর্ণাক্ষরাভ্যাস-বিবর্জ্জিত বালক প্রভুর কৃপাবলে একটী শ্লোক রচনা করিয়া পাঠ করিল, সেই শ্লোকের অর্থ যথা :—

"যে কৃষ্ণ ব্রজ-যুবতীগণের কর্ণোৎপল স্বরূপ, নয়নে সুন্দর অঞ্জন, বক্ষঃস্থলে নীলকান্ত মণি বিরচিত কণ্ঠাভরণ স্বরূপ ও যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের ভূষণ সেই শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন।"

সকলে ইহাতে আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। প্রভু কহিলেন, "বৎস! তুমি উত্তম কবি হইবে, এবং তুমি শ্লোকের প্রারম্ভেই ব্রজাঙ্গনাদিগের কর্ণভূষণ বর্ণনা করিয়াছ, এজন্য অদ্য হইতেই তুমি 'কবিকর্ণপুর' নামে অভিহিত হইবে।"

এখানে বলিয়া রাখা উচিত যে, সন্ন্যাসধর্ম্মের নিয়মানুসারে স্ত্রীলোকের মুখদর্শন বা তাহার সহিত কথাবার্ত্তা বলা একান্ত নিষিদ্ধ, কিন্তু তাহা বলিয়া মাতা, পিশি বা কন্যার সহিত কথা কহিবেন না, কিম্বা তাহাদের মুখ দেখিবেন না, এরূপ ধর্ম্ম নিমাইয়ের ছিল না। তিনি শিবানন্দের স্ত্রীকে কন্যার মত দেখিতেন, সুতরাং তাঁহার সম্মুখে যাইতে প্রভুর দ্বিধা ছিল না।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

হরিদাসের মৃত্যু ও জগদানন্দের বৃন্দাবন দর্শন।

হরিদাস এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছেন। তথাপি তিনি প্রতিদিন তিন লক্ষ নাম জপ করিয়া থাকেন। তাঁহার বিশ্বাস, এই হরিনাম যাহার কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইবে, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা সকলেই উদ্ধার হইবে। এজন্য হরিদাস উচ্চৈঃস্বরে নাম করিয়া থাকেন। হরিদাস দৈন্যের পরাকাষ্ঠা। পাছে বহির্গত হইলে কোন সাধু মহান্তকে স্পর্শ করিয়া অপরাধী হইতে হয়, এই ভয়ে তিনি সর্ব্বদা প্রভুদত্ত কুটীরেই থাকেন। প্রভু প্রত্যহ স্নানের পর এক বার হরিদাসকে দর্শন দেন ও গোবিন্দ তাঁহাকে মহাপ্রসাদ আনিয়া দেন।

একদিবস মহাপ্রসাদ আনয়ন করিয়া গোবিন্দ দেখিলেন, হরিদাস শয়ন করিয়া মন্দ মন্দ নাম জপ করিতেছেন। তাঁহার আর উচ্চৈঃস্বরে নাম জপ করিবার শক্তি নাই। গোবিন্দ প্রসাদ আনিয়া হরিদাসকে ভোজন করিবার জন্য ডাকিলেন। হরিদাস কহিলেন, "আমার অদ্য নাম জপ শেষ হয় নাই, সুতরাং অদ্য লঙ্ঘন করিব।" কিন্তু পরক্ষণেই মহাপ্রসাদ উপেক্ষা করা মহাপাপ জ্ঞানে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মহাপ্রসাদের বন্দনা করিলেন। অনন্তর একটী অন্ন মুখে দিয়া পুনরায় শয়ন করিলেন।

গৌরাঙ্গ প্রভু পরদিবস তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। হরিদাস প্রভুকে

রাজা প্রতাপরুদ্রের পুত্র পুরুষোত্তম জানা বিলক্ষণ ঘোড়া চিনিতেন। তিনিই ঘোড়া গুলির দর নির্দ্ধারণ করিবার জন্য আগমন করিলেন। গোপীনাথের ঘোড়াগুলি বাস্তবিকই বহুমূল্যবান। তিনি রাজপুত্র পুরুষোত্তম জানাকে সেই সকল উৎকৃষ্ট ঘোড়ার কম মূল্য বলিতে শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। ক্রোধপরতন্ত্র ব্যক্তির পাত্রাপাত্র জ্ঞান থাকে না সুতরাং তিনি রাজপুত্রকেই বিদ্রূপভাবে কহিলেন, "আমার ঘোড়া ত তোমার মত এদিক ওদিক ঘাড় বক্র করিয়া চাহে না, তবে কেন এত কম মূল্য বলিতেছ?" রাজপুত্রের ঘাড় বাঁকান রোগ ছিল, সুতরাং গোপীনাথের এই উপহাস বাক্যে তিনি বড়ই ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি ক্রোধভরে রাজার নিকট গমন পূর্ব্বক গোপীনাথের নামে নানা প্রকার অভিযোগ করিয়া তাঁহাকে চাঙ্গে চড়াইবার আদেশ লইলেন। চাঙ্গ অর্থে মঞ্চ, সুতরাং চাঙ্গে চড়ান অর্থ, একটী মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি হস্ত পদাদি বদ্ধ অপরাধীকে আরোপণ-পূর্ব্বক নিম্নে খড়্গের উপব ফেলিয়া দেওয়া হয়।

গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়ান হইলে নগরময় হাহাকার উত্থিত হইল। ভবানন্দের পুত্রগণ রাজ সরকারে কার্য্য করেন। এক এক জমীদারী এক এক জনের অধিকারে। সুতরাং রাজার নীচেই তাঁহাদিগের মান সম্ভ্রম। গোপীনাথের এই বিপদ দেখিয়া কয়েকজন ভক্ত প্রভুর পদে শরণ লইলেন! রামানন্দ রায়ের ভ্রাতাকে প্রভু অবশ্য রক্ষা করিবেন। রামানন্দ ও বাণীনাথ সর্ব্বত্যাগী হইয়া প্রভু-সেবায় নিযুক্ত। সেই রামানন্দের ভ্রাতার বিপদ। ইহা শুনিয়া প্রভু কখনই নিরপেক্ষ থাকিতে পারিবেন না। বিশেষ স্বয়ং রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুর ভক্ত। প্রভু একটী কথা বলিলে গোপীনাথ রক্ষা প্রাপ্ত হন। কিন্তু প্রভু কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি কহিলেন, "গোপীনাথ দোষ করিয়াছে, সে যাহা বেতন পায়, তাহাতে তাহার বিলক্ষণ চলে, কিন্তু তাহাতে তুষ্ট না হইয়া সে রাজার অর্থ ভাঙ্গিয়াছে, ইহাতে তাহার দণ্ড হওয়াই উচিত।"

সেবা করিতে আগমন করিলেন। গুরুর নিকট শুনিলেন, মহাপ্রভু আর এখানে থাকিবেন না। রাজার মুখ অমনি শুকাইয়া গেল। কাশীমিশ্র কহিলেন, "তাহাতে তোমার কোন দোষ নাই। গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়ান হইলে নগরসমেত লোক যাইয়া প্রভুকে ধরিল। তিনি তাহাতে বড়ই বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "আমি সন্ন্যাসী, আমার নিকট বিষয়ের কথা কেন?" রাজা কহিলেন, "আমিও ত ইহার কিছুই জানি না।" কাশীমিশ্র কহিলেন, "তোমার উপর প্রভুর কোন কোপ নাই। তিনি বরং গোপীনাথকেই নিন্দা করিলেন। রাজা ধনাপহারীকে দণ্ড দিয়াছেন বলিয়া তিনি বরং তোমার উপর সন্তুষ্ট। তাঁহার বিরক্তি এই যে, অহরহঃ তাঁহাকে বিষয়ের কথা শ্রবণ করিতে হয়। এজন্য তিনি আলালনাথে থাকিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।"

রাজা। মহাপ্রভু গেলে আমরা কিরূপে থাকিব? আমি বরং গোপীনাথের সমস্ত ঋণ মাপ করিলাম।

কাশী। তুমি গোপীনাথের ঋণ মাপ করিলে মহাপ্রভু বড় সন্তুষ্ট হইবেন না। তাঁহার জন্য আপনি ন্যায্য পাওনা পরিত্যাগ করিয়াছেন শুনিলে তিনি বরং ক্ষুব্ধ হইবেন।

রাজা কহিলেন, "তবে একথা প্রভুকে জানাইয়া কাজ নাই। আমি তাহাকে পুনরায় মালজ্যেঠার অধিকারী করিয়া প্রেরণ করিতেছি। বেতন কম বলিয়া গোপীনাথ অর্থ চুরী করিত, এক্ষণে দ্বিগুণ বেতন স্থির করিয়া প্রেরণ করিতেছি। তাহা হইলে আর অর্থ চুরী করিবে না।"

গোপীনাথ পুনরায় রাজা কর্তৃক বাহাল ও রাজপরিচ্ছদে পরিহিত হইয়া পিতা ও ভ্রাতৃবর্গের সহিত আগমনপূর্ব্বক প্রভুপদে প্রণাম করিলেন।

প্রভুর এক্ষণে কৃষ্ণবিরহ বড় প্রবল হইয়াছে। নিরন্তর "হা কৃষ্ণ! কোথায় গেলে, কেমন করিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইব," এইরূপ ভাবে

বিশেষ সুগন্ধি তৈল, উহা জগন্নাথের মন্দিরে দিতে বল, প্রদীপে জ্বলিবে, তাহা হইলে জগদানন্দেরও শ্রম সফল হইবে।”

আবার কিছু দিন গত হইল। জগদানন্দ পুনরায় গোবিন্দকে দিয়া প্রভুকে বলাইলেন; এবার প্রভু একটু বিরক্তিসহকারে কহিলেন, “বেশ কথা, সুগন্ধি তৈল আসিল, এক্ষণে একজন চাকর বন্দোবস্ত কর, তৈল মাখাইয়া দিবে। তাহা হইলে আমার ও তোমাদের বিলক্ষণ মানসম্ভ্রম বৃদ্ধি পাইবে।” ইহার পরদিবস জগদানন্দ প্রভুকে দেখিতে আসিয়াছেন। জগদানন্দকে দেখিয়া প্রভুর তৈলের কথা মনে পড়িল, এজন্য তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “পণ্ডিত! তৈল আনিয়াছ, কিন্তু সন্ন্যাসীর ত তৈল মাখিতে নাই। উহা শ্রীমন্দিরে দেও, জগন্নাথ দেবের সম্মুখে জ্বলিবে, তাহা হইলে শ্রম সফল হইবে।” গৌরাঙ্গের বাক্যে জগদানন্দের হৃদয় উদ্বেলিত হইল। প্রভু নিশ্চয়ই সে তৈল মাখিবেন না, ইহা মনে করিয়া হৃদয়ে দুঃখের উদ্রেক হইল। তিনি কহিলেন, “আমি তৈল আনিয়াছি, এ মিথ্যা কথা তোমাকে কে বলিল?” এই কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তিনি অমনি দ্রুতবেগে গোবিন্দের নিকট হইতে কলসটী আনিয়া প্রভুর সম্মুখে এক আছাড়ে ভগ্ন করিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। অনন্তর প্রকোষ্ঠদ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া অনাহারে পড়িয়া রহিলেন।

এইরূপে দুই দিবস জগদানন্দ অনাহারে অতিবাহিত করিলেন জানিয়া ভক্তবৎসল প্রভু আর থাকিতে পারিলেন না। জগদানন্দের দ্বারদেশে উপনীত হইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন, “জগদানন্দ! উঠ, আমি অদ্য মধ্যাহ্নে তোমার এখানে ভিক্ষা করিব, এক্ষণে শ্রীমন্দির দর্শন করিতে চলিলাম।

প্রভু জগদানন্দের নিকট ভিক্ষা করিবেন, ইহা শুনিয়া জগদানন্দের সমুদায় রাগ অন্তর্হিত হইল। তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া নানা দ্রব্য সংগ্রহপূর্ব্বক প্রভুর জন্য রন্ধন করিলেন। বিস্তৃত একখানি কদলীপত্রে

সঘৃত সোপকরণ অন্ন দিয়া অপেক্ষা করিতেছেন, প্রভু আসিলে করযোড়ে তাঁহাকে আহার করিতে বলিলেন। প্রভুর ইচ্ছা জগদানন্দের সহিত একত্রে আহার করিবেন, এজন্য আর একখানি পাত্র পাতিতে বলিলে জগদানন্দ করযোড়ে কহিলেন, "প্রভো! তুমি অগ্রে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ গ্রহণ কর। আমি পরে আমার সাহায্যকারী যে কয়জন আছে, তাহারা আসিলে একত্রে ভোজন করিব।" প্রভু ভোজন করিতে বসিয়া দুই এক গ্রাস অন্ন মুখে দিয়াই কহিলেন, "একি রাগ করিয়া রন্ধন করিলে এমনি সুস্বাদ হয়? না শ্রীকৃষ্ণ নিজে ভোজন করিবেন বলিয়া তোমার হস্তদ্বারা নিজেই রন্ধন করিয়াছেন?" জগদানন্দ তখন হাস্য করিয়া কহিলেন, "যিনি আহার করিবেন, তিনিই যে রন্ধন করিয়াছেন, তাহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি?" জগদানন্দ ভক্তি ও প্রেমবলে ভগবানকে এইরূপ জোর করিয়া বাধ্য করেন।

জগদানন্দের বৃন্দাবন দর্শন করিবার বড় ইচ্ছা। প্রভুর অনুমতি লইতে গেলে প্রভু তাঁহাকে নিষেধ করেন। জগদানন্দের প্রকৃতি বড় সরল। ভাল মানুষ বৃন্দাবনে যাইতে হইলে পাছে মারা পড়েন, এই ভয়ে, প্রভু অনুমতি দান করেন না, অধিকন্তু জগদানন্দ প্রভুর প্রিয় পার্ষদ। নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ তিনি এমন কোন কথা বলিতে পারেন, যাহাতে তিনি, প্রভু ও প্রভুপ্রচারিত ধর্ম্ম উপহাসস্পদ হইতে পারে। জগদানন্দ প্রভুকে পরমযত্নে সেবা করেন; কিসে প্রভু সুখে থাকিতে পারেন সর্ব্বদাই সেই চেষ্টা, এবং সেই জন্যই প্রভুর সহিত জগদানন্দের সর্ব্বদা কলহ। জগদানন্দ বৃন্দাবন যাইবার কথা উত্থাপন করিলেই প্রভু বলিতেন, "জগদানন্দ! আমি যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, আমাকে ক্ষমা করিবে।" কাজেই জগদানন্দ আর বৃন্দাবন গমনের কথা উত্থাপন করিতে পারিতেন না।

অনন্তর স্বরূপের অনুরোধে প্রভু জগদানন্দকে বৃন্দাবন গমনের

নিদর্শন রাখিলাম।” প্রভু পুনরায় কহিলেন, “আচার্য্য! তুমি এমন রন্ধন-প্রথা কোথায় শিখিলে? এরূপ সুপক্ক শাক আমি কখন ভক্ষণ করি নাই। তুমি যাহা কিছু রন্ধন করিয়াছ, সকলই বিচিত্র হইয়াছে।” এই প্রকারে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু গৌরসুন্দর অদ্বৈতের প্রীতি সম্পাদন পূর্ব্বক দধি দুগ্ধ সন্দেশ প্রভৃতি উপাদেয় বস্তুসমূহ ভোজন করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের ভোজন সম্পন্ন হইলে অদ্বৈত ইন্দ্রদেবের স্তব করিয়া কহিলেন, “হে ইন্দ্রদেব! আজি তোমার প্রভাব অবগত হইলাম, আজি হইতে আমি তোমাকে বৈষ্ণব জানিয়া তোমারি পদে পুষ্প জল দিতে আরম্ভ করিলাম। হে ইন্দ্র, তুমি আজি হইতে আমাকে কিনিয়া রাখিলে। প্রভু কহিলেন, “তুমি আমাকে লক্ষ্য করিয়া কি হেতু ইন্দ্রের স্তুতি করিতেছ?” আচায্য কহিলেন, “প্রভো, তোমার এসব কথায় কান কেন? তুমি ভোজন করিতেছ, ভোজন কর।” প্রভু কহিলেন, “আচার্য্য! আমাকে আর কেন ভাঁড়াও, ঝড়ের সময় নয়, অথচ এরূপ প্রবল ঝড় বৃষ্টি অকস্মাৎ কেন হইল, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। ইহা সকলই তোমার ইচ্ছানুযায়ী হইয়াছে। আমি সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গে ভোজন করিলে কিছুই খাইব না, এই মনে করিয়া ও আমি একেশ্বর আসিলে তোমার ইচ্ছামত আমাকে খাওয়াইবে, এই ভাবিয়া এই সকল উৎপাত সৃজন করিয়াছিলে। ইন্দ্র তোমার আজ্ঞাকারী. ইহা আর আশ্চর্য্যের কথা কি? শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তোমার সঙ্কল্প অন্যথা করিতে পারেন না।” অদ্বৈত কহিলেন, “প্রভো তুমি সেবকবৎসল, তোমারই করুণাগুণে আমি এই বল ধারণ করি। এক্ষণে আমাকে এই বর দাও যেন আমাকে কোন কালে ছাড়িবে না।”

প্রভু নানাপ্রকারে জীব উদ্ধার করিতেন। কখন সাক্ষাতে, কখন বা স্বপ্নে দর্শন দিয়া জীব উদ্ধারের প্রথা বহু বিস্তারিত ভাবে লেখা হইয়াছে। তিনি জীব উদ্ধার কল্পে অন্ত দেহে যে আবিষ্ট হইতেন,

নিমিত্তই প্রভু আমাকে পাঠাইয়াছেন।” অতঃপর জগদানন্দ প্রভুদত্ত মহাপ্রসাদ শচীকে দিয়া অদ্বৈত, শ্রীবাস প্রভৃতি সকলের বাটী বাটী ভ্রমণ করিয়া মহাপ্রসাদ বিতরণ করিলেন। অনন্তর নবদ্বীপ-ভক্তগণের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক নীলাচলে আসিয়া প্রভুপদে প্রণাম করিলেন।

প্রভু এক্ষণে কৃষ্ণ বিরহে বিহ্বল। এই বিহ্বল অবস্থাতেই তিনি জলেশ্বর টোটায় গমন করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে কেবল গোবিন্দ। এমন সময়ে রামানন্দরায়-শিক্ষিতা-দেবদাসীগণকর্ত্তৃক গীত জয়দেবের মধুর পদাবলী তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। একে প্রভু কৃষ্ণ বিরহে বিহ্বল, তাহার উপর জয়দেব রচিত সুমধুর গীত, তাঁহাকে একবারে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। তিনি সেই সঙ্গীত লক্ষ্য করিয়া ছুটিলেন। গোবিন্দ প্রভুর অকস্মাৎ দৌড় দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, কিন্তু অচিরেই বুঝিতে পারিলেন যে, প্রভু জয়দেব রচিত এই সুমধুর গীত গায়ককে আলিঙ্গন করিবার জন্য ধাবিত হইতেছেন। তখন গোবিন্দ চিন্তিত হইলেন, কারণ প্রভু কামিনী-কণ্ঠনিঃসৃত সুমধুরস্বরে আকৃষ্ট হইয়া যদি বিহ্বলতা বশতঃ সেই কামিনীকে আলিঙ্গন করেন, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ প্রভু এ জীবন বিসর্জ্জন করিবেন। এজন্য গোবিন্দ তাঁহাকে নিবারণাভিলাষে দ্রুত দৌড়িলেন। প্রভু বিহ্বল অবস্থায় দৌড়িতেছেন এজন্য প্রতিপদে তাঁহার পদস্খলন হইতেছে, সুতরাং গোবিন্দ সত্বরই তাঁহাকে ধরিলেন। প্রভু তখন সচকিতে দণ্ডায়মান হইলে গোবিন্দ কহিলেন, “প্রভো! কি কার্য্য করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন? যিনি গীত গাইতেছেন, তিনি স্ত্রীলোক। প্রভু তৎক্ষণাৎ বাহ্যজ্ঞান পাইলেন, এবং গোবিন্দকে কহিলেন, “গোবিন্দ, তুমি অদ্য আমাকে ক্রয় করিলে, প্রকৃতি স্পর্শ হইলে অদ্যই আমি জীবন বিসর্জ্জন দিতাম সন্দেহ নাই। তুমি এখন হইতে আমাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিও।”

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

-:-*-:-

প্রভুর লীলা সংবরণ।

প্রভু এই অবধি রাধাভাবে বিভোর। তিনি এক্ষণে জগৎ কৃষ্ণময় দেখিতেছেন। জাগতিক সমুদায় ক্রিয়া কলাপে তিনি কৃষ্ণলীলা অনুভব করিতেছেন। এক দিবস স্বপ্নে প্রভু শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। বেলা হইল, তিনি শয্যাত্যাগ করিতেছেন না দেখিয়া গোবিন্দ তাঁহাকে ডাকিলেন। সকলে দেখিলেন, প্রভুর মন প্রফুল্ল, কারণ তাঁহার বদন আনন্দে বিকসিত হইয়াছে। প্রভুর মনোভাব সমুদায় মুখে বিলক্ষণ প্রকাশ পাইত। এই অবস্থায় তিনি জগন্নাথ দর্শনে চলিলেন। জগন্নাথ দেবকে তিনি আর দেখিতে পাইলেন না। তিনি স্বপ্নে যেমন রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণের সমাগমে আনন্দিত হইয়াছিলেন, এক্ষণেও সেইভাবে জগন্নাথ দেবকে বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণরূপে দেখিতেছেন। তন্ময় হইয়া প্রভু একদৃষ্টে সেই দিকেই নিরীক্ষণ করিয়া আছেন, তাঁহার এক হস্ত গরুড়স্তম্ভে ন্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। তিনি প্রত্যহই এই গরুড়স্তম্ভের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া প্রমুখ দর্শন করিতেন। প্রভুর সম্মুখে ও উভয় পার্শ্বে বহু লোক-সমাগম হইয়াছে, এজন্য একটী স্ত্রীলোক, দর্শন করিতে না পাইয়া, সেই গরুড়স্তম্ভে আরোহণপূর্ব্বক এক পদ স্তম্ভোপরি ও অন্যপদ প্রভুস্কন্ধে আরোপণ করিয়া দর্শন করিতেছে। প্রভুর তাহা জ্ঞান নাই। গোবিন্দ

তাঁহার পদসংলগ্ন মঞ্জীর ও কটিস্থিত কিঙ্কিনীর বোলে আমার মন প্রাণ হরণ করিতে লাগিল। সেই নিভৃত কুঞ্জমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা ও গোপীগণ হাস্য কৌতুকে নিমগ্ন হইলেন, আমিও তাহা শ্রবণ ও দর্শন করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতেছিলাম, এমন সময়ে তোমরা আমাকে ধরিয়া আনিলে," এই বলিয়াই তিনি রোদন আরম্ভ করিলেন। ক্রন্দনে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল। তখন স্বপ্ন দেখিতেছিলেন ভাবিয়া একটু লজ্জিত হইলেন। এবং স্বরূপকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "আমার প্রাণ অস্থির হইয়াছে, স্বরূপ! আমার তাপিত অঙ্গ জুড়াও।" স্বরূপ প্রভুর ভাব বুঝিয়া একটী শ্লোক পাঠ করিলেন, অমনি প্রভু সেই রঙ্গে মগ্ন হইয়া প্রলাপ আরম্ভ করিলেন। কখন গোপীভাবে শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কথা বলেন, কখন বা রাধাভাবে গোপনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন অনুভব করেন। আবার ইহার মধ্যে বাহ্যজ্ঞান হইলে বলেন,"তোমরা ত স্বরূপ আর রামরায়, আমিত কৃষ্ণচৈতন্য। আমি তবে প্রলাপ করিলাম।", প্রভু এইরূপ প্রলাপে হরিদাসের মৃত্যু হইতে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিলেন।

প্রভু এইরূপ মনোভাবের বশীভূত হইয়া কখন ক্রন্দন, কখন বা হাস্য করিতেন এবং কখন বা স্বরূপ ও রামরায়ের গলা ধরিয়া কৃষ্ণকথা কহিতেন; আবার কখন বা কৃষ্ণান্বেষণে দৌড় মারিতেন। প্রভুর অবস্থা দেখিয়া ভক্তগণ ভাবিত হইলেন যে, প্রভু কখন কি বিপত্তি ঘটাইবেন, তাহার নির্ণয় অসম্ভব।

প্রভু সমুদ্র স্নানে গমন করিতেছেন। চটক পর্ব্বতের ছায়া দর্শন মাত্রেই তিনি বিদ্যুৎ গতিতে দৌড়িলেন। তাঁহার ধারণা, তিনি গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে গমন করিতেছেন। প্রভু বিদ্যুৎবেগে ধাবমান হইলে গোবিন্দ ভয়ানক কোলাহল করিতে করিতে তাঁহার অনুসরণ করিল। গোবিন্দের এই চীৎকার ও কোলাহল শব্দে অনেকেই তথায় উপস্থিত হইলেন। দৈব সহায়তায় তাঁহারা পুনরায় প্রভুকে পাইলেন। প্রভু সহসা অবষ্টব্ধদেহ

কেমন করিয়া হইব ?” প্রভু তখন তাঁহাদিগকে কহিলেন, “যাহারা প্রতি দিন লক্ষনাম জপ করে, আমি তাহাদিগকে লক্ষেশ্বর বলি। এবং তাহার বাড়ী ব্যতিরেকে আমি অন্যত্র ভিক্ষা করি না।” বিপ্রগণ শুনিয়া মহানন্দে সেই অবধি লক্ষ নাম জপ আরম্ভ করিল, মনে আশা লক্ষনামের অধিকারী হইলে প্রভু তাঁহাদের বাটী ভিক্ষা করিবেন। এই প্রকারে বৈকুণ্ঠ নায়ক চৈতন্যচন্দ্র সকলকে ভক্তিযোগ শিক্ষা দিয়া নিজে ভক্তি-সাগরে বিহার করিতেন।

এই সময়ে কৃষ্ণ চৈতন্যের গুরুদেব কেশবভারতী তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। চৈতন্যচন্দ্র তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। একদিবস চৈতন্য গুরুদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভক্তি ও জ্ঞান এতদুভয়েব মধ্যে কোনটী বড় ?” কেশব ভাবতী অনেক চিন্তা করিয়া ভক্তিকেই বড় কহিলেন। প্রভু কহিলেন, “গুরুদেব! ন্যাসিগণ সকলেই জ্ঞান বড় বলিয়া থাকেন, আপনি কি জন্য ভক্তিকে বড় বলিলেন ? তখন কেশবভারতী কহিলেন, “ন্যাসিগণ না বুঝিয়া জ্ঞানকে বড় বলিয়া থাকেন। মহাজন যে পথে গমন কবেন, সেই পথ এবং বেদশাস্ত্র মহাজনদিগের পথপ্রদর্শক। ব্রহ্মা, শিব, নারদ, শুক প্রহ্লাদ, ব্যাস, সনকাদি মুনিগণ, প্রিয়ব্রত, পৃথু, অক্রূর, ধ্রুব, যুধিষ্ঠীরাদি পঞ্চ ভ্রাতা প্রভৃতি মহাজনগণ ঈশ্বর চরণে ভক্তি প্রার্থনা করেন। জ্ঞান বড় হইলে ইঁহারা কি জন্য ভক্তির প্রার্থনা করিবেন ?” গুরুমুখে ভক্তির প্রাধান্য শ্রবণ করিয়া প্রভু প্রেমসুখে হরি বলিয়া গর্জ্জন পূর্ব্বক নৃত্য করি-লেন এবং কহিলেন, “আমি আপনার মুখে ভক্তির প্রাধান্য শ্রবণ করিয়া আরো কতদিন পৃথিবীতে রহিলাম। আপনার মুখে জ্ঞানের প্রাধান্য শ্রবণ করিলে আমি অদ্যই সমুদ্রে প্রবেশ করিতাম।”

আর এক দিবস প্রভু সমুদ্র স্নানে গমন করিতেছেন। পথি পার্শ্বে বিবিধ বনের কুসুম, প্রস্ফুটিত পুষ্পোদ্যান দর্শন করিয়া প্রভুর রাসের রজনীর

ঢলিয়া পৃথিবীকে স্নিগ্ধ করিতেছে। প্রভু রাসরসে বিভোর হইয়া ভক্তগণ সঙ্গে সমুদ্রতীরে কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে বিচরণ করিতেছেন। মেঘনির্ম্মুক্ত শারদ-কৌমুদী সমুদ্র জলে পতিত হইয়া দ্রবস্বর্ণশোভা বিস্তার করিতেছে। তরঙ্গায়মান দ্রবস্বর্ণ সদৃশ জলরাশি নিরীক্ষণ করিয়া রাসের জলকেলি প্রভুর স্মরণ পথে উদিত হইল। অমনি তিনি সমুদ্র মধ্যে ঝম্প প্রদান করিলেন। যে প্রকার দ্রুতগতিতে প্রভু জলমধ্যে ঝম্প প্রদান করিলেন, তাহাতে ভক্তগণের কেহই তাঁহার গতিবিধি বুঝিতে পারিল না। তাঁহারা তাঁহাকে না দেখিয়া চতুর্দ্দিক অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। প্রভুকে না পাইয়া সকলের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। ভক্তগণ চতুর্দ্দিকে তাঁহার অন্বেষণে ছুটাছুটী করিতে লাগিলেন। এইরূপে রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইল, কিন্তু প্রভুকে পাওয়া গেল না। তখন সকলে উৎসাহশূন্য হইয়া মৃতবৎ হইয়া পড়িলেন।

স্বরূপের আর চলৎশক্তি নাই। সমস্ত রাত্রির পরিশ্রমে ও প্রভুশোকে একান্ত কাতর হইয়া স্বরূপ সমুদ্রতীরে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে জনৈক ধীবরকে কৃষ্ণনাম গ্রহণপূর্ব্বক নৃত্য করিতে করিতে আগমন করিতেছে দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ইহা প্রভুর কার্য্য।

ধীবর তদ্রূপ নৃত্য করিতে করিতে স্বরূপের নিকটবর্ত্তী হইলে, স্বরূপ জিজ্ঞাসিলেন, "ধীবর! তুমি কি কোন মনুষ্যকে এই দিকে গমন করিতে দেখিয়াছ? তোমারই বা এরূপ দশা হইল কেন?"

ধীবর কহিল, "কোন মনুষ্য আমি দেখি নাই। তবে অদ্য জাল ফেলিতে ফেলিতে একটী মৃতদেহ আমার জালে পতিত হইয়াছিল। বড় মৎস্য পড়িয়াছে ভাবিয়া যত্নপূর্ব্বক জাল উঠাইয়া মৃতদেহাবলোকনে ভীত হইলাম। জাল ছাড়াইতে সেই মৃত-দেহ স্পর্শমাত্র আমার নেত্র দিয়া জল পতিত হইল ও মুখে কৃষ্ণনাম লাগিয়া গেল।"

ধীবরের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ সেই দিকে গমনপূর্ব্বক

এইরূপে ইষ্ট গোষ্ঠী করিতে করিতে সহসা উত্থানপূর্ব্বক শ্রীমন্দিরে আগমনপূর্ব্বক দুই হস্তদ্বারা জগন্নাথদেবের দারুময়ী মূর্ত্তিকে বেষ্টন করিয়া ক্ষণপ্রভার ন্যায় তিরোহিত হইলেন। অর্থাৎ তিনি যে রাধিকা-ভাবে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যবিভূষিত হইয়া আত্মগোপন করিতেন, সেই রাধিকা মূর্ত্তি গোপীনাথে মিলিত হয় ও স্বয়ং জগন্নাথ দেবসহ মিলিত হইলেন।

সম্পূর্ণ।